وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূক্বাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি আরাফার দিনের ছিয়ামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন’(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬; মিশকাত, হা/২০৪৪)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ৮ম সংখ্যা ● জুন ২০২২

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٦، ذو القعدة ١٤٤٣ هـ / يونيو ٢٠٢٢م العدد: ٨، الجزء: ٦٨
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

মসজিদ আল-হাকীম, পশ্চিম সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া : পশ্চিম সুমাত্রার পাদাং সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত মসজিদটি ২০২০ সালে উদ্বোধন করা হয়। মসজিদটিতে ৫টি গম্বুজ ও ৪টি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। মোঘল অনিন্দ্য স্থাপত্য তাজমহলের আদলে মসজিদটি নির্মিত। ২৫৬ বর্গমিটার আয়তনের মসজিদটিতে ৬০০ মুছল্লী একসাথে ছালাত আদায় করতে পারে। নান্দনিক স্থাপত্যের জন্য মসজিদটি ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৩ || ঈসায়ী ২০২২ || বঙ্গীয় ১৪২৯

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুন	০১ যুলক্বা'দাহ	বুধবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৫ ,,	০৫ ,,	রবিবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
১০ ,,	১০ ,,	শুক্রবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৩
১৫ ,,	১৫ ,,	বুধবার	০৩:৪৩	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৫
২০ ,,	২০ ,,	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২৫ ,,	২৫ ,,	শনিবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-১	-১	০
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	-১
নরসিংদী	-১	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-৩	০
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৪	+৪	+৪
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+৪	+১
মাদারীপুর	+৩	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+৩	+১	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-২	+২
শেরপুর	-২	-১	+৪
জামালপুর	-১	০	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-৪	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-৩	-৯
কক্সবাজার	+১	-১	-১১
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৮
রাঙ্গামাটি	-৩	-৫	-১০
বান্দরবান	-২	-৪	-১০
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	+১	-১	-৪
লক্ষীপুর	+১	০	-৩
চাঁদপুর	+১	০	-২
ফেনী	-১	-৩	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৮	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৬	-১
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৩	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+১০
নাটোর	+৪	+৪	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+১	+১	+৪
বগুড়া	+১	+২	+৬
নওগাঁ	+৩	+৪	+৮
জয়পুরহাট	+২	+৩	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-১	+১	+৯
দিনাজপুর	+২	+৩	+১১
গাইবান্ধা	-১	০	+৭
কুড়িগ্রাম	-৩	-১	+৭
লালমনিরহাট	-২	০	+৮
নীলফামারী	০	+২	+১১
পঞ্চগড়	০	+২	+১৩
ঠাকুরগাঁও	+১	+৩	+১২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৭	+৫	+২
বাগেরহাট	+৭	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৯	+৭	+৩
যশোর	+৭	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৩	+৩
নড়াইল	+৬	+২	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+২	-২
পটুয়াখালী	+৬	+৩	-৩
পিরোজপুর	+৬	+৪	-১
ঝালকাঠি	+৫	+৩	-১
ভোলা	+৩	+১	-৩
বরগুনা	+৭	+৪	-২

৬ষ্ঠ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
জুন ২০২২
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৯
যুলক্বা'দাহ
১৪৪৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ **প্রধান সম্পাদক,**
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? ০৫
-মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» বিভিন্ন ধর্মে পশু কুরবানী ও বলিদান প্রথা ০৮
-ড. মো. কামরুজ্জামান

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-৭ম পর্ব (মিন্নাতুলবারী-১৪তমপর্ব) ১১
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ১৫
-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

» অমনোযোগী পুত্রের প্রতিপিতারহৃদয় নিংড়ানো উপদেশ(পর্ব-২) ১৯
-মূল : আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ)
অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন

» ঈমান ভঙ্গের কারণ ২২
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমল সমূহের প্রতিদান (পর্ব-৪) ২৪
-মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী (হাফিযাহুল্লাহ)
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

» সারোগেসি : বাস্তবতা বনাম ইসলাম ২৭
-এ.এস.এম. মাহবুবুর রহমান

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» হারামাইন শারীফাইনের দেশে হালাল উপার্জন এবং নিরাপত্তার প্রাচুর্য ২৯
-অনুবাদ : মাহবুবুর রহমান মাদানী

◈ তরুণ প্রতিভা
» মাদকে জড়াচ্ছে পথশিশুরা! ৩২
-মো. জোবাইদুল ইসলাম

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : একটি পর্যালোচনা (পর্ব-২) ৩৩
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ দিশারী
» দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ চান? ৩৫
-সাঈদুর রহমান

◈ নারীদের পাতা
» বান্দার ভাবনা আল্লাহর সমাধান ৩৮
-নাহরিন বানু এশা

◈ কবিতা ৩৯

◈ সংবাদ ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

পদ্মা বহুমুখী সেতু : উন্নতির আরো এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

একটি দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। সে লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে যমুনা সেতুর মাধ্যমে দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সরাসরি সড়কপথে সংযোগ হয়। ঠিক তারপরই পদ্মার উপরও সেতু নির্মাণের দাবি ওঠে। যদিও পদ্মার উপর একটি সেতু নির্মাণ ছিল বিশেষ করে দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের বহুকালের স্বপ্ন। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকায় দাবিটি মোটেও অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু পদ্মার মতো খরস্রোতা ও প্রশস্ত নদীকে বাগে এনে এর বুকে একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল সেতু নির্মাণ মোটেও সহজসাধ্য ছিলো না। তবে নানা জল্পনা-কল্পনার পর ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সালে সেতু নির্মাণের পূর্ব সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়। এরপর ২০০১ সালে জাপানিদের সহায়তায় সম্ভাবত্য যাচাই হয়। ২০০৪ সালে জুলাই মাসে জাপানের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা জাইকার সুপারিশ মেনে মাওয়া-জাজিরার মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করে। ঐ বছর জানুয়ারিতেই সেতুর বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র-নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Maunsell-Aecom-কে নিযুক্ত করা হয়।

সেতুটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত হলেও তাতে আসে নানা বাধাবিপত্তি। বিশ্বব্যাংক থেকে ওঠে দুর্নীতির অভিযোগ, সেতুর অর্থায়ন নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা। অবশেষে ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মাণের সাহসী উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হয়। ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ইত্যাদির পাশাপাশি চলতে থাকে বহুমুখী কর্মযজ্ঞ। ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর খুঁটিতে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় পদ্মা সেতু। এরপর একে একে ৪২টি পিলারে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যান বসিয়ে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে সেতুটি পুরোপুরি দৃশ্যমান হয়। এরপর সেতু প্রকল্পের উভয় প্রান্তে অ্যাপ্রোচ রোড ও সার্ভিস এরিয়ার কাজ, মূল সেতুর ভৌত কাজ, সেতুতে কার্পেটিং, ভায়াডাক্ট কার্পেটিং, ওয়াটারপ্রুফ মেমব্রেন, মূল সেতু ও ভায়াডাক্টের মুভমেন্ট জয়েন্ট, ল্যাম্পপোস্ট, অ্যালুমিনিয়াম রেলিং, গ্যাসের পাইপলাইন, ৪০০ কেভিএ বিদ্যুৎ ও রেললাইন নির্মাণের কাজ প্রায় শতভাগ শেষ। বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতুটি এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায়। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি জুনেই যান চলাচলের জন্য সেতুটি খুলে দেওয়ার কথা রয়েছে। সেতুটির ধরণ: দ্বিতলবিশিষ্ট, দৈর্ঘ্য: ৬.১৫ কিলোমিটার, পানির স্তর থেকে উচ্চতা: ৬০ ফুট, পাইলিং গভীরতা: ৩৮৩ ফুট, উপাদান: কংক্রিট ও স্টিল, সংশোধিত ব্যয়: ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা, অন্যান্য সুবিধা: গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগসহ পরিবহন ব্যবস্থা।

বহু বিস্ময় ও বিশ্ব রেকর্ডের জন্ম দেওয়া এ সেতুটির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরবে। প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কি.মি. বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে এর মাধ্যমে উপকৃত হবে আর পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে গোটা দেশের মানুষ। পদ্মাসেতুর দু'পারে শিল্পকারখানা, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও প্রাইভেট শিল্পনগরী গড়ে উঠবে; বাড়বে কর্মসংস্থান। পর্যটনশিল্পের প্রসার ঘটবে। পুরো দেশের অর্থনীতিতে এ সেতুর প্রভাব পড়বে। এডিবি-এর মতে, এই সেতুর ফলে দেশের জিডিপি ১ দশমিক ২ শতাংশ এবং আঞ্চলিক জিডিপি ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে সহজ হবে রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা; সময় বাঁচবে বহুগুণ। কারণ দেশের ঐ অঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব গড়ে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত কমবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে (এন-৮) ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপিত হবে। স্থানীয় জনগণ উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য খুব সহজেই রাজধানী যেতে পারবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল কৃষিতে উন্নত। ফলে এই সেতুর মাধ্যমে তাদের কৃষিপণ্য খুব সহজেই ঢাকায় চলে আসবে। মংলা বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের সঙ্গে রাজধানী এবং বন্দরনগর চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পদ্মাসেতুর কারণে মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি পরিবর্তন হওয়ার আশা করা যায়।

মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

অনুবাদ : ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ভুল করা, ভুলে যাওয়া ও জবরদস্তিমূলক কাজের শাস্তি ক্ষমা করে দিয়েছেন'।[১]

ব্যাখ্যা : মুসলিম উম্মাহর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা বহু জাতি-গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। তিনি প্রত্যেক জাতি ও গোত্রকে অবস্থান ও মর্যাদাগত ভিন্নতা দান করেছেন আর শেষ নবীর উম্মতের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রশংসায় বলেন, ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ 'এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে করে তোমরা মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পারো এবং যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পারেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৩)*।

বর্ণিত প্রমাণের আলোকে মুসলিম উম্মাহ সমগ্র পৃথিবীতে কর্তৃত্বের আসনে থাকার কথা। ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস তাদের হাতে থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে উত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি অতঃপর তাকে আমি সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিয়েছি' *(আত-তীন, ৯৫/৪-৫)*। অর্থাৎ মানুষকে সুন্দর আকৃতি, গঠন ও অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের অর্থ এটা নয় যে, মানুষ জন্মগতভাবে আদর্শবান হয়ে জন্ম নিবে। প্রকৃত আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য তাকে সাধনা করতে হবে ও চেষ্টা করতে হবে। পাপ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ 'যে নিজেকে পবিত্র করেছে, সেই সফলকাম' *(আশ-শামস, ৯১/৯)*।

পূর্ববর্তী উম্মতকে তাদের ভুলের জন্য জবাবদিহি করতে হতো, তাদেরকে প্রত্যেক কাজের জন্য হিসাব দিতে হতো, অজ্ঞতা অথবা ভুলবশত কোনো অন্যায় সংঘটিত হলে তাদের জন্য সুপারিশের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাদের সংঘটিত ভুলগুলো বিনা হিসাবে ছেড়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ভুলবশত কোনো পাপ সংঘটিত হলে বা ভুলে কোনো অন্যায় করে ফেললে বা জোরপূর্বক কোনো কাজ করতে বাধ্য হলে, এই উম্মতের জন্য ক্ষমা করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারণ, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ উম্মতের প্রতি বিশেষ রহমত। যেমন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে আল্লাহ! আমরা যদি ভুলবশত কোনো কাজ করি বা ভুলে যাই আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না যেমন পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন আর আপনি আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না যা পালনের ক্ষমতা আমাদের নেই' *(আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)*। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ 'ভুলবশত কোনো কিছু করলে তোমরা গোনাহগার হবে না, তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করে তবে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহশীল, দয়ালু' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫)*।

আলোচ্য হাদীছটি শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের উপর থেকে ভুলত্রুটি ইত্যাদির শাস্তি উঠিয়ে নেওয়ার অন্যতম প্রমাণ। হাদীছটি শরীআতের অনেক বিধিবিধানকে শামিল করে। যেমন ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'হাদীছটি শরীআতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও মাসআলা-মাসায়েলকে অন্তর্ভুক্ত করে'।[২] এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো একত্রিত করলে দেখা যায় হাদীছটি শরীআতের অর্ধেক মাসআলা-মাসায়েলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) এই ক্ষেত্রে যথার্থই বলেছেন। কেননা আমরা যখন মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে ভাবী তখন সেগুলোর দুইটি অবস্থা দেখতে পাই— ১. আদায়কারীর ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় কাজটি সংঘটিত হয়েছে। এমন ইচ্ছাকৃত কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হবে, তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। ২. কাজটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় সংঘটিত হয়নি। এই প্রকার কাজ অনিচ্ছায়, ভুলবশত ও বাধ্যকৃত কাজের মধ্যে পড়ে। আর এগুলো এমন কাজ যার বর্ণনা এই হাদীছে এসেছে।

---

* প্রভাষক (আরবি), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৩, হাদীছ হাসান; বায়হাক্বী কুবরা, হা/১৫৯০।

২. শারহু মাতনিল আরবাঈনান নাবাবিয়্যা লিন নাবাবী, পৃ. ১২৯।

‘খাত্বা’-এর সংজ্ঞা : এমন কাজ যা করার ইচ্ছা করা হয়, কিন্তু কাজটি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। এমন অবস্থায় শরীআতের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাকড়াও করার ক্ষেত্রে অবকাশ প্রদান করা হয়েছে এবং তাকে জবাবদিহিতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

এ সম্পর্কিত একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এটি বিখ্যাত ছাহাবী আমের ইবনু আকওয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর খায়বার যুদ্ধের ঘটনা। তিনি জনৈক মুশরিকের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ পরিচালনা করলেন। কিন্তু তরবারির আঘাত তাঁর নিজের উপর পতিত হলো। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। একদল ছাহাবী বিষয়টি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করে বললেন, নিশ্চয়ই আমের নিজেই নিজেকে হত্যা করেছেন; কাজেই তাঁর সকল আমল বাতিল হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাঁর ভাই সালামা ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, যে তারা (একদল ছাহাবী) বলেছেন, আমের এর সকল আমল বাতিল হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে একথা বলেছে? তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, একদল ছাহাবী এই কথা বলেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে। বরং সে দ্বিগুণ নেকী পাবে। ১. একজন মুশরিককে হত্যার ইচ্ছাপোষণ এবং ২. শহীদের মর্যাদা।[৩] এই ঘটনায় এই ছাহাবী নিজেকে হত্যা করতে চাননি বরং তিনি মুশরিককে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভুলবশত তাঁর তরবারি নিজের উপর পতিত হলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভুলকে ক্ষমাযোগ্য ভুল বলে বর্ণনা করেছেন।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, ভুলকারী ব্যক্তির উপর থেকে ভুলের প্রায়শ্চিত্তের শাস্তি সম্পূর্ণরূপে উঠে যাবে। বিশেষ করে যেগুলো মানুষের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই জন্য একজন মুসলিম ভুলবশত হত্যাকারী মুসলিমের নিকট রক্তমূল্য ও ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে, ‘কোনো মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, কোনো মুমিনকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে সে একজন মুমিন ক্রীতদাস আযাদ করবে এবং তার স্বজনদের নিকট রক্তমূল্য সমার্পণ করবে; তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। আর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে (শুধু) কৃতদাস মুক্ত করবে আর যদি সে তোমাদের চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার স্বজনদেরকে রক্তমূল্য প্রদান করবে এবং একজন মুমিন ক্রীতদাস আযাদ করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি অক্ষম হবে, সে আল্লাহর নিকট তওবাস্বরূপ ধারাবাহিক দুই মাস ছওম পালন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়’ *(আন-নিসা, ৪/৯২)*। আর ‘ভুলে যাওয়া’ সম্পর্কে শরীআত স্পষ্ট করে বলেছে, এটি ক্ষমাযোগ্য অপরাধ। এর প্রমাণে আল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)*।

এছাড়াও অন্যান্য বিধান এর সাথে যুক্ত হবে। যেমন— কেউ ছালাত আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই তার মনে পড়বে তখনই সে ক্বাযা আদায় করে নিবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি ওযূ করতে ভুলে যায় অতঃপর ছালাত আদায় করে নেয়, তবে তাকে ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে।

এর তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে কাউকে হারাম কাজ করতে বাধ্য করা। যেমন— মানুষকে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যা সে করতে চায় না; এক্ষেত্রে উক্ত কর্মের প্রতিফল তার উপর বর্তাবে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ ‘যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করবে (সে শাস্তি ভোগ করবে)। তবে ঐ ব্যক্তি নয়, যার উপর জবরদস্তি করা হয় অথচ তার অন্তর দৃঢ় বিশ্বাসে অটল থাকে’ *(আন-নাহল, ১৬/১০৬)*। এর উদাহরণ হলো আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর ঘটনা। যখন মুশরিকরা তাঁকে আল্লাহকে অস্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। এর কারণে তাঁকে শাস্তির আওতায় আনা হয়নি। এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যদি কেউ ইসলামবিরোধী কাজ করতে বাধ্য হয়; তবে এই আয়াতের আলোকে তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে বিদ্বানগণ কিছু বিধিবিধানকে এই ক্ষমার আওতার বাইরে রেখেছেন। যেমন— কাউকে যদি নিষ্পাপ শিশু হত্যা করতে অথবা ব্যভিচার করতে বাধ্য করা হয় তবে তার উচিত হবে তা পালন করা থেকে বিরত থাকা এবং জীবনের ঝুঁকি তথা মৃত্যুকে প্রাধান্য দেওয়া।

মোটকথা হলো, ইসলাম একটি উদার, সহজ, কল্যাণকর ও সার্বজনীন জীবনবিধান। ইসলামে অনেক বিধিবিধানকে হালকা ও সহজ করে দেওয়া হয়েছে যা অন্যান্য উম্মতের জন্য কঠিন ও কষ্টসাধ্য ছিল। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কেননা এই উম্মত মর্যাদার বিচারে অন্যান্য উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মহান নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন। তাইতো সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্য। আল্লাহ আমাদের তাঁর শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৪৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮০২।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত :
দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী**

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী***

শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্বরার গুরুত্বপূর্ণ অভিমত :[১]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে হেদায়াত ও হক্ব দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক গোটা মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর। তিনি রিসালাত যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত পূর্ণ করেছেন এবং তার পরে উম্মতকে স্পষ্ট দলীলের উপর রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ এবং তাদের যথাযথ অনুসারীগণের প্রতি সন্তুষ্ট হৌন।

মুসলিম উম্মাহ তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কারণে অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মত, যতক্ষণ তারা আক্বীদা ও আমলে কালেমাতুশ শাহাদাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং তাঁর জীবনাদর্শ দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করবে। এভাবে তারা শ্রেষ্ঠ অনুসৃত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ অনুসারী হতে পারবে এবং যুগ যুগ ধরে শরীআতের বিধিবিধান তাদের একটি আনন্দময় জীবন উপহার দেবে।

যখন ফেতনা-ফাসাদের হিংস্র ছোবল এই উম্মতকে আঘাত করেছে এবং নানা আদর্শ যখন তাদের ভূমিকে গ্রাস করেছে, তখন তারা কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ প্রদর্শিত পথ হারিয়েছে, তাদের রবের উদ্দিষ্ট হক্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আশাতীত ব্যাপার। তবে যদি তারা পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতে পারে, কুরআনের শক্ত রশি দিয়ে নিজেদের বাঁধতে পারে এবং সেই আলোর সামনে নিজেদের হৃদয়কে খুলে দিতে পারে— যে আলোর মাধ্যমে অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে, আসমান-যমীন আলোকিত হয়েছে, ইহকাল-পরকাল কল্যাণময় হয়েছে এবং ভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াত স্পষ্ট হয়েছে, তাহলে সেটা ভিন্ন হিসাব। এরশাদ হচ্ছে, ﴿قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ‘অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তার অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়াত করেন’ *(আল-মায়েদাহ, ৫/১৫-১৬)*।

১৪টি শতাব্দী কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে; রেখে গেছে কিছু মানুষ, যারা প্রথম তিন শতাব্দীর মানুষগুলো ও তাদের কাহিনী জেনেছে এবং তাদের ঝরনাধারা থেকে যুগ

---

* বইটির লেখক আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আব্দুল হামীদ আল-হালাবী আল-আছারী (জন্ম : ১৩৮০ হিজরী) একজন ফিলিস্তীনী সালাফী আলেম। তিনি আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শায়খ আলবানী, শায়খ ইবনে বায, শায়খ বাকর আবূ যায়েদ, শায়খ মুক্ববিল ইবনে হাদী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম শায়খ আলী আল-হালাবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ আলোচক এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা।

** বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্বরা (১৯৩৪-২০১৭ খ্রি.) একজন প্রখ্যাত ফিলিস্তীনী সালাফী আলেমে দ্বীন। দাওয়াতী ময়দানে যার ছিল দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায ও শায়খ মুহাম্মাদ আমীন আশ-শানক্বীতীর আমলে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। তিনি শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বাযের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। সঊদী আরব থেকে ফেরার পর জর্ডানে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সেখানে শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর বাসায় তার সাথে এক মাসেরও বেশি সময় কাটান। এসব জগদ্বিখ্যাত আলেম-উলামার ইলম, আমল, আখলাক, আক্বীদা, মানহাজ তার মধ্যে খুব বেশি প্রভাব ফেলে। যাহোক, শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্বরা শায়খ আলী আল-হালাবীর اَلدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ بَيْنَ التَّجَمُّعِ الْحِزْبِيِّ وَالتَّعَاوُنِ الشَّرْعِيِّ শীর্ষক বইটি পড়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লিখেন। যা শায়খ হালাবী তার বইয়ের শুরুতে উপস্থাপন করেন। উল্লিখিত অভিমতটি সেই মন্তব্যেরই ভাবানুবাদ। -অনুবাদক।

পরম্পরায় নিজেরা সিক্ত হয়েছে এবং পরবর্তীদেরকেও সিক্ত করেছে। ঐ তিন যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ— যাদের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট, চেহারাগুলো ছিল আলোকিত ও প্রফুল্ল। তাদের আপাদমস্তক তাদের নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে। কেনই-বা নয়? এর সাথে যুক্ত হয়েছে খোদ নবী ﷺ-এর সাক্ষ্য; তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 'আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম মানুষ। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী'।[২]

এই সাক্ষ্যের পরে মুমিন তো বটেই, এমনকি কোনো বিবেকবানের জন্যও শোভনীয় নয় যে, তিনি সেই যুগের মানুষগুলোর কথা ও কর্ম লালনে যত্নবান হবেন না, তাদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের আদর্শ পূর্ণমাত্রায় নিবেন না। তাদের সেই আদর্শই তো বিশুদ্ধ আক্বীদার জানান দেয়।

সেই শতাব্দীত্রয়ের মানুষগুলোর কী এমন আদর্শ ছিল যে, স্বয়ং অহী তার সাফাই গেয়েছে?! তাদের আদর্শ ও চরিত্রের নির্যাস মহান আল্লাহর এই বাণীতে ফুটে ওঠে— ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো' *(আলে ইমরান, ৩/১১০)*। উল্লিখিত উম্মত তাদের রবের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবিচল থেকেছেন, তার প্রণীত বিধিবিধান মেনে চলেছেন এবং তারা হেদায়াতের বিরোধিতা করেননি।

এই উম্মতের শুরুর মানুষগুলো যার মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিলেন, উম্মতের শেষের মানুষগুলো তা ভিন্ন অন্য কিছুর মাধ্যমে কস্মিনকালেও সংশোধিত হতে পারবে না। কুরআন-সুন্নাহর সাথে অবস্থান ব্যতীত কখনই মুক্তি মিলতে পারে না। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গুণাবলি অর্জন ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে নেতৃত্বের আসনে কখনই অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে না।

নবী ﷺ স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, যেগুলোর মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলোই জাহান্নামে যাবে। আর সেই নাজাতপ্রাপ্ত দলটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা নবী ﷺ-এর মানহাজের উপর অটুট থাকবে, প্রথম যুগের মানুষগুলোর নীতির উপর অবিচল থাকবে এবং তাদের পথনির্দেশ অনুসরণ করবে। এরশাদ হচ্ছে, ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ 'আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে' *(আল-আনআম, ৬/১৫৩)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ 'তোমাদের উপর আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তী হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকা আবশ্যক'।[৩]

মুসলিমদের দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সমস্যা এত প্রকট হয়েছে যে, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। প্রত্যেকটি দল আলাদা আলাদা প্রতীক দাঁড় করাচ্ছে এবং চাচ্ছে যে, তাদের সাথে সকলেই একযোগে ঐ প্রতীক বহন করুক। প্রত্যেকটি দল নিজেদের জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা সাজাচ্ছে এবং কেউ তার বিরোধিতা করুক, তা মেনে নিতে পারছে না। ১০ জন যখন সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তখন অতি উৎসাহে তারা পৃথক কর্মপরিকল্পনা ও প্রতীক তৈরি করছে! তারা চাচ্ছে, অন্যান্য জামাআত ও দলের যে অধিকার রয়েছে, তাদেরও সেই একই অধিকার রয়েছে...। আর প্রায় প্রতিদিনই এমন ঘটনা ঘটছে!

আপনার রবের কসম! একটু লক্ষ করুন, মূল দলগুলো ভেঙে কত শাখা-প্রশাখা তৈরি হচ্ছে, যেসব দলাদলির ব্যাপারে রাসূল ﷺ সতর্ক করে বলেছেন, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً 'আমার উম্মত ৭৩টি ফেরক্বায় বিভক্ত হয়ে পড়বে'।[৪]

আমাদের প্রিয় আলী আল-হালাবী প্রণীত এই মূল্যবান পুস্তিকাটি আমি পড়েছি। এখানে আমি এমন ইলমের সমাহার দেখেছি, যা তার জ্ঞানের প্রশস্ততা ও ক্ষুরধার

২. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৩৩।

৩. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/৪২, 'ছহীহ'।

৪. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪৫৯৬; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৯১, 'হাসান-ছহীহ'।

লেখনীশক্তির জানান দেয়। বইটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধের অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। যা পাঠককে অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টিকে বেছে নিতে ও ভুলটাকে বর্জন করতে সাহায্য করবে।

একটি বিষয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে— এটা কোনো ব্যাপারই না এবং এটা বা ওটা ছুড়ে ফেলাও দোষের কিছু না— যদি মতভেদের লক্ষ্য থাকে হক্ব সম্পর্কে জানা। কারণ দলীল অস্পষ্ট থাকার কারণে কখনও হক্ব অস্পষ্ট থাকতে পারে অথবা দীর্ঘদিন দলীল-প্রমাণ থেকে দূরে থাকলে হক্ব অস্পষ্ট থাকতে পারে। তবে প্রত্যেক মতভেদকারী যদি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অহেতুক বিতর্কে নিজের বুদ্ধি খাটায় এবং প্রত্যেকেই নিজের মত নিয়ে খুশী থাকে, তাহলে এটা ভয়ানক বিপদ!

একই মানহাজের অনুসারীদের মাঝে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে জটিল মতভেদ হলে তা বিপদের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। কারণ সেই মতবিরোধটা এত প্রকট হয় যে, তাদের জ্ঞানীদের পক্ষে তাদের মধ্যে এর নিরসন করা দুরূহ হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে একটি নিরাপদ দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে আনাও কঠিন হয়ে যায়। অথচ সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সকলের মানহাজ থেকে অস্পষ্ট ছিল।

ব্যথা-বেদনা, কষ্টসহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও সংশোধনের আশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একই মানহাজের অনুসারীদের জ্ঞানীগণের জন্য একথা বলা মোটেও শোভনীয় নয় যে, 'এর চেয়ে বেশি ভালো হওয়া সম্ভব নয়'। একথা বলে উভয় মতের মানুষগুলোকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও তাদের জন্য সমীচীন নয়। কারণ শয়তান জনগণের ভালো দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে তাদের মধ্যে নানা কুমন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিবে এবং তাদের মধ্যে মন্দ ধারণার প্রসার ঘটাবে। সেকারণে সাধারণ জনগণের উচিত, তাদের জ্ঞানীদের কথা মেনে নেওয়া— যদিও তা উভয়পক্ষের জন্য ভারী ও অসন্তোষজনক মনে হয়। আর জ্ঞানীদের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তারা হক্ব কথাটাই বলবেন। কারণ তারাই তো হক্বের যোগ্য অধিকারী।

আমাদের প্রিয় ভাই আলী আল-হালাবীর এই পুস্তিকাটি সেই সমস্ত জ্ঞানীর জায়গা দখল করবে বলে আশা করা যায়। এতে অন্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়নি, বিরোধীদের কোনো নিন্দা করা হয়নি এবং দ্বিধাগ্রস্তদের ক্ষেত্রেও কোনোরূপ কৌশল অবলম্বন করা হয়নি। তিনি যেটা সঠিক ও হক্ব মনে করেছেন, সেটাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন এবং একারণে আল্লাহর নিকট তার জন্য নেকী রয়েছে।

আমি দাওয়াতী ময়দানে অভিজ্ঞতার লম্বা সময় পার করেছি এবং এ অঙ্গনে অনেক কাজের সঙ্গী হয়েছি। এ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মহান আল্লাহ আমাকে দাওয়াতী ময়দানে কর্মরত দাঈদের অনেক ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে জানার অভিজ্ঞতা দিয়েছেন। যদিও ভুল কোনো দোষের না, কারণ ভুল মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভুল তখনই পাপে পরিণত হয়, যখন ভুল দেখে চুপ থাকা হয় এবং ভুলটা কাজের একটা অঙ্গে পরিণত হয়।

মানুষের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের তুলনায় দাওয়াতে ময়দানে কাজ করা সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য আমার মতো কারো জন্যই এই ভুলগুলো বুকের মধ্যে ভাঁজ করে রাখা কখনই উচিত নয়। কারণ সে দেখতে পাচ্ছে যে, ভাঁজের মধ্যে কিছু ধোঁকা ও প্রতারণা লুকিয়ে রয়েছে। যদি হৃদয়ে একগুঁয়ে মনোভাব লুকিয়ে থাকে, যা আমাকে গোঁড়ামি ও পক্ষপাতমূলকভাবে নির্দিষ্ট দাওয়াতী অঙ্গনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করবে, তাহলে এই ভুলগুলো কখনই প্রকাশ পাবে না। মনে রাখতে হবে, একজন দাঈর জন্য এটা বা এর চেয়ে অনেক হালকা পর্যায়ের কাজও হারাম।

আমি জানি না, ইসলামী ময়দানগুলোর কর্মী ও দাঈগণ কেন এই বাতিল অলা বা বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার হুকুম জানেন না! আমি এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহারের জন্য দুঃখিত! তবে এটাই বাস্তবতা। এই বাতিল সম্পর্ক বিভিন্ন দাওয়াতী ময়দানে মানুষদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ময়দানে রয়েছে আলাদা আলাদা সাক্ষ্য! প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম! প্রত্যেকটি ময়দান তার অনুসারীদের পূর্ণ আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছে ও উৎসাহিত করছে। কারণ সে নিজের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী যে, সে-ই হক্বের উপর!

(চলবে)

বিভিন্ন ধর্মে পশু কুরবানী ও বলিদান প্রথা

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ পবিত্র ঈদুল আযহা। এটা মুসলিম সমাজে কুরবানীর ঈদ নামেও পরিচিত। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ভারত ও পাকিস্তানে এটাকে 'বকরা ঈদ' বলা হয়ে থাকে। ইসলামের অন্যতম ইবাদত হলো এ কুরবানী। পূর্ববর্তী নবীগণের উপরও এ বিধান চালু ছিল। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ 'আমি প্রত্যেক জাতির উপর কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম' *(আল-হাজ্জ, ২২/৩৪)*।

কুরবানীর ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, মানব ইতিহাসে প্রথম কুরবানী অনুষ্ঠিত হয়েছিল আদম আলাইহিস সালাম-এর পুত্র হাবীল ও কাবীলের মাধ্যমে। হাবীলের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তার কুরবানী আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছিল। অপরদিকে কাবীলের অনাগ্রহ ও নিষ্ঠাহীনতার কারণে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল *(আল-মায়েদা, ৫/২৭)*। আর আজ থেকে ঠিক ৫ হাজার বছর আগের কথা। ইসলামে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহর পথে তাদের ত্যাগ এবং উৎসর্গ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সোনালি আবরণে রচিত আছে পিতা-পুত্রের নজিরবিহীন ঘটনা। এরশাদ হচ্ছে, ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ - وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ 'আর যখন পিতা-পুত্র দুজনেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল। জবাই করার জন্য পিতা যখন পুত্রকে উপুড় করে শোয়ালো। তখন আমি ডাকলাম, হে ইবরাহীম! নিশ্চয়ই তোমার স্বপ্নকে তুমি সত্যে পরিণত করেছো। আমি বিশিষ্ট বান্দাকে এরূপ পুরস্কার প্রদান করে থাকি। আর প্রকৃতপক্ষে এটা একটি বড় পরীক্ষা' *(আছ-ছফফাত, ৩৭/১০৩-১০৬)*। পিতা কর্তৃক পুত্রকে জবেহ করার এ মর্মান্তিক দৃশ্যে বিস্মিত হচ্ছিল ধরণি। বিস্ময়ে প্রকম্পিত হচ্ছিল মহাশূন্য। রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যক্ষ করছিল গোটা সৃষ্টিজগৎ। অহীভিত্তিক প্রামাণ্য এ ঘটনার কারণে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বিশ্বব্যাপী ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের কাছে তাই অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। সনাতন ধর্মের অনুসারীরাও তাকে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করে থাকে। আর একারণে দেখা যায়, সব ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে থাকে। যদিও সেটাকে কুরবানী বলা হয় না।

হিন্দু ধর্মের অর্থবেদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'আদিকালে ব্রহ্মার দুই পুত্র ছিল। ১. অথর্ব এবং ২. অঙ্গিরা। ব্রহ্মা ঐশী আদেশ মোতাবেক জ্যৈষ্ঠ পুত্র অথর্বকে বলি দিতে উদ্যত হন। শাস্ত্রে এটা পুরুষ মেধযজ্ঞ নামে পরিচিত। তারই ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি নরবলির জায়গায় পশুবলি দ্বারা উহা উদযাপিত হয়ে আসছে'।[১] আলোচ্য মন্ত্রে ব্যবহৃত ব্রহ্মা শব্দটি মূলত ইবরাহীম শব্দের পরিবর্তিত রূপ। যা হিন্দু ধর্মের সাহিত্য ও ধর্মীয় রচনাবলিতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[২] আবার এটা ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মীয় সাহিত্যে আব্রাহাম ও ব্রাহাম ব্যবহার করে থাকে। মুসলিম বিশ্বে যিনি জাতির পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নামেই সমধিক পরিচিত। এ একই ধারাবাহিকতায় ইয়াহূদী ধর্মেও কুরবানী প্রথা প্রচলিত আছে। এ ধর্মে কয়েক ধরনের কুরবানী রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো : পোড়ানো কুরবানী, শস্য কুরবানী, গুনাহের কুরবানী, যোগাযোগ কুরবানী ও দোষের কুরবানী।[৩]

খ্রিষ্টান ধর্মের কিতাবুল মুক্বাদ্দাসে উল্লেখ রয়েছে যে, ইউসুফ ও মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম-এর জন্মের সময় দুটি কবুতর কুরবানী করেছেন। সেই থেকে গ্রিসে পশু উৎসর্গ একটি কমন প্রথা হিসেবে প্রচলিত। সেখানে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে একেশ্বরবাদী অর্থোডক্স চার্চে বকরি ও মুরগি দেওয়া একটি প্রাচীন রীতি। এছাড়া খ্রিষ্টানতত্ত্বের কেন্দ্রে আত্ম বলিদান ও শহীদের ধারণা এখনও বিদ্যমান। আদিপুস্তক ১৪:১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, 'এই হচ্ছে আমার শরীর যা ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। আর এই হলো রক্ত যা পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা'। এছাড়া প্রাচীনকালে বিভিন্ন মহাদেশে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এবং বিভিন্ন ধর্মে বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল। নতুন মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. অথর্ববেদ, দশম কান্ড, ২৬-৩৩ মন্ত্র।

২. rumuj.blogpost.

৩. লেবীয় পুস্তক, ২৩:১৩, ৭:৩১, ৫:১৬, ১৬:১২ ও ২:১২-১৬।

প্রাচীনকালে নরবলি দেওয়া হতো। নতুন সেতু উদ্বোধনের সময় নরবলি দেওয়া হতো। কোনো রাজা বা পুরোহিত মৃত্যুবরণ করলে নরবলি দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। তারা মনে করত, বলিদানকৃত এই লোকটি রাজার সেবা করবে। 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঈশ্বরের অসন্তোষের কারণ' মনে করে ঈশ্বরকে খুশি করতে তারা নরবলি প্রদান করত। প্রাচীন কলম্বিয়া সভ্যতায় প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় একটি করে নরবলি দেওয়া হতো। মেক্সিকোতে স্প্যানিশ আক্রমণ ঠেকাতে একাধিক বন্দীকে বলি দেওয়া হতো। বর্তমান পৃথিবীর কোনো দেশই বলিদানকে সমর্থন করে না। প্রতিটি দেশ এ বলিদান প্রথাকে অপরাধ মনে করে। তারপরেও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধর্মে গোপনীয়ভাবে এ প্রথা এখনও চালু রেখেছে।[৪] প্রাচীন মানুষেরা পশুর মাংস ও দুধ খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করত। পশুর চামড়া বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। আর হাড় ব্যবহার করত হাতিয়ার হিসেবে। পশু হত্যার এ সংস্কৃতি নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে চালু ছিল না। যেখানে জনবসতি ছিল, সেখানেই এই সংস্কৃতি চালু ছিল। এটা যেমন চালু ছিল বরফে ঢাকা হিমাচলে, ঠিক তেমনি সবুজে ঘেরা বনাঞ্চলেও।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, কুরবানীর ইতিহাস অতি প্রাচীন। এটা যেমন একেশ্বরবাদী ধর্মে প্রচলন আছে। তেমনি প্রচলন আছে, বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মেও। তবে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে কুরবানীর ব্যাপারে পদ্ধতি ও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। নেপালিরা দেবী গাধিমাইকে খুশি করার জন্য হাজার হাজার পশুবলি দেয়। নেপালে প্রতি পাঁচ বছরে দুদিন ধরে 'গড়িমাই' উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। এ দুদিনে তারা ৫ লক্ষ গরুবলি দিয়ে থাকে। গরু ছাড়াও প্রতি উৎসবে তারা ৬ থেকে ৮ হাজার মহিষ নির্বিচারে হত্যা করে। এসব পশুকে তারা এলোপাথাড়ি কুপিয়ে উৎসব পালন করে থাকে। এমনও দেখা গেছে যে, পশুটি হাঁটছে আর তার মাথা দেহ থেকে ঝুলছে। আর মানুষেরা নৃত্য ও উল্লাস করছে।[৫] পশুর সাথে এ জাতীয় আচরণকে কুরবানী বা বলি কোনোটাই বলা যায় না। এটা প্রাণির সাথে জঘন্য ও নিষ্ঠুর আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামী পরিভাষায় কুরবানী অর্থ হলো sacrifice বা ত্যাগ স্বীকার করা। এর আরেকটি অর্থ নৈকট্য লাভ। আর এ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আর ত্যাগের ধারণাটা জগৎ সংসারের সব জায়গাতেই বিদ্যমান। স্বামী-স্ত্রীতে ত্যাগের মানসিকতা না থাকলে সংসার থাকে না। ব্যবসাবাণিজ্যে ত্যাগ না থাকলে ব্যবসায় উন্নতি আসে না। রাজনীতিতে ত্যাগী নেতা না থাকলে দল সেখানে অচল। অফিসে ত্যাগ না থাকলে ভালো এসিআর পাওয়া যায় না। বসের সান্নিধ্য পেতে ত্যাগের বিকল্প আর কিছুই হয় না। পার্থিব এ দুনিয়াতে কর্মচারীরা ত্যাগের বিনিময়ে নেতা ও বসের নৈকট্য লাভ করে থাকে। অর্থাৎ পৃথিবীতে ত্যাগ স্বীকারের মানদণ্ডেই মানুষকে মূল্যায়ন করা হয়। ঠিক তেমনি আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কটাও ত্যাগের মাধ্যমেই নির্মিত ও নির্ণীত হয়। আল্লাহর হুকুম পালন করতে যেমন প্রয়োজন ত্যাগ। আবার নিষেধ বর্জন করতেও প্রয়োজন ত্যাগ। মুসলিম হওয়ার অন্যতম শর্ত ছালাত আদায়। আরামের ঘুম ত্যাগ না করে শীত-গ্রীষ্মের ফজরের ছালাত আদায় করা যায় না। যাকাত এবং হজ্জ আদায় করতে প্রয়োজন মানসিক, শারীরিক এবং অর্থনৈতিক ত্যাগ। আল্লাহর কাছে যে যত বেশি প্রিয়, তাকে তত বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সার্বক্ষণিকই আল্লাহর গোলাম ও প্রতিনিধি। আর পৃথিবীর প্রথম প্রতিনিধি হচ্ছেন আদম আলাইহিস সালাম। আর নবী ও রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ প্রতিনিধি মহানবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর তাঁর উম্মতগণের উপর এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছেন, তাদের সকলকেই আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন। অথচ তাঁরা ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও নির্বাচিত বান্দা। ছিলেন সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। অথচ তাদেরকেই না আল্লাহ সব ধরনের পরীক্ষা নিয়েছেন। খাদ্য সংকটের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়েছেন। রোগ-শোক দ্বারা পরীক্ষা নিয়েছেন। জানমালের ক্ষতির সম্মুখীনের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়েছেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা নিয়েছেন! যালেম রাজারা তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে। মিথ্যা অভিযোগে তাদেরকে অভিযুক্ত করেছে। অনেক নবীকে হত্যা করা হয়েছে। কারাগারে বন্দী করা হয়েছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। আর এমনই এক অত্যাচারী রাজা ছিল নমরূদ। আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে সে জন্ম নিয়েছিল ইরাকে। আর

৪. উইকিপিডিয়া, ১৫ জুলাই, ২০২১।
৫. epotrika.com, 15 july, 2021.

নমরূদের প্রধান পুরোহিত ছিল আযর এবং এই আযরের ঔরসেই জন্ম নিয়েছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি চারিদিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মূর্তিপূজার উৎসব দেখতে পেলেন। এর অসারতা প্রমাণের জন্য একদিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর মূর্তিগুলো ভেঙে দিলেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর বিচার হলো। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাকে দেওয়া হলো মৃত্যুদণ্ড। জনসম্মুখে তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যেন এ জাতীয় আচরণ করার সাহস কেউ না দেখাতে পারে। আল্লাহর প্রতি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বিধাহীন বিশ্বাস, আনুগত্য আর ত্যাগ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার জাতির হেদায়াত প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা দেখলেন না। তাই তিনি অজানা গন্তব্যে রওনা দিলেন। অথচ তার কাছে নেই কোনো পয়সা-কড়ি। নেই আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো ঠিকানা। আর রূযী-রুটির তো কোনো চিন্তাই ছিল না। কেবলই আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং ভরসা ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। এটা ছিল তাঁর জীবনের প্রথম পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তিনি সফলভাবে উত্তীর্ণ হলেন। ৮৬ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি হন পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বাবা। নির্দেশ আসে দুগ্ধপোষ্য এ ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও স্ত্রী হাজেরাকে নির্জন স্থানে রেখে আসার। এ পরীক্ষায়ও তিনি পাস করেন। পুত্র ইসমাঈল দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে উপনীত হলেন। অতঃপর নির্দেশ আসে তাকে কুরবানী করার। বাবা ছেলেকে নির্দেশের কথা অবহিত করেন। ছেলের সোজা জবাব, ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ ‘আব্বা! আপনি তাই করুন, যা করতে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন’ *(আছ-ছফফাত, ৩৭/১০২)*।

উল্লেখিত ঘটনা প্রমাণ করে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রেরিত একজন বান্দা, নবী, রাসূল ও তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধি। সর্বপ্রথম তিনি নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। নিজের রুটি-রূযীর চিন্তাকে পরিহার করে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজের সন্তান এবং স্ত্রীর প্রতি মায়া ও ভালোবাসা ত্যাগ করেছেন। আর এভাবে বিশ্বব্যাপী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর উপর ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর যেহেতু তিনি অনেক বড় ত্যাগ করেছেন, সেহেতু তিনি অনেক বড় পুরস্কারও পেয়েছেন। তাকে মুসলিম মিল্লাতের পিতা ঘোষণা করা হয়েছে। কা‘বায় ইবরাহীমী পরিবারের স্মৃতি সংরক্ষিত ও সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে। সরকারিভাবে তার অনেক স্মৃতি এখানে সুরক্ষিত রয়েছে। যা হজ্জের অনুষ্ঠানাবলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। হজ্জের সময় হাজীগণ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পরিবারের স্মৃতিকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। হাজীগণ মাক্বামে ইবরাহীমে ছালাত আদায় করেন। ছাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করেন। যমযম কূপের পানি পান করেন। মিনায় কুরবানী করেন। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও বরণ করেই যাবেন। হাজীগণ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর এ স্মৃতিকে বুকে ধারণ ও লালন করবেন। এ স্মৃতি লালন ও পালনের মাধ্যমে তারা লাভ করবেন এক বেহেশতী প্রেরণা। আর তাইতো শেষ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সুন্নাতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘ঈদের দিন রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই’।[৬] ‘সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করবে না সে যেন আমার ঈদগাহে না আসে’।[৭]

কুরবানীদাতা কুরবানীর সময় নিম্নোক্ত ঘোষণা দিয়েই কুরবানী শুরু করেন, ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ‘আমার ছালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও মৃত্যু কেবল আল্লাহর জন্য’ *(আল-আনআম, ৬/১৬২)*। অন্যান্য ধর্ম এবং সংস্কৃতির সাথে ইসলামে কুরবানীর এটাই হলো মৌলিক পার্থক্য। মুসলিমদেরকে এ পার্থক্য এটাই শেখায় যে, সে মূলত তাঁর নয়, আমি মূলত আমার নই। আমার পরিবারেরও নই এবং জাতিরও নই। সবাই মূলত একান্তভাবে শুধু আল্লাহর। অর্থাৎ মুসলিমদের বেঁচে থাকাটা হবে কেবল আল্লাহর জন্য। আবার মৃত্যুটাও হবে শুধু তাঁরই জন্য। আর পৃথিবীতে তারা ব্যক্তি, পরিবার, আত্মীয় কিংবা দেশের জন্য যা করবে, সেটা হবে আল্লাহর বিধান ও তার আদেশ মোতাবেক। এটাই মূলত কুরবানীর শিক্ষা।

৬. তিরমিযী, হা/১৪৯৩, ছহীহ।
৭. ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৩, হাসান।

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (৭ম পর্ব)

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(মিন্নাতুল বারী- ১৪তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে : *ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি বলেন, তাকে লায়ছ হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি বলেন, তাকে উকায়ল হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি উরওয়া ইবনু যুবায়ের থেকে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অহির আগমন শুরু হয়। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন না কেন সেই স্বপ্ন সকালের মতো তার সামনে সত্যরূপে প্রকাশিত হতো। অতঃপর তার কাছে একাকিত্ব ভালো লাগতে লাগল। তিনি হেরা গুহায় একাকী থাকতেন এবং রাত্রিকালীন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন- যতক্ষণ না পরিবারের কাছে ফিরে প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার প্রয়োজন না হতো। অতঃপর তিনি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট ফিরে আসতেন তিনি তার জন্য অনুরূপ পাথেয় প্রস্তুত করে দিতেন। এভাবেই তার নিকট একদিন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি চলে আসে এমতাবস্থায় তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। ফেরেশতা তার নিকটে এসে তাকে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, আমি পড়া জানি না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতা আমাকে ধরলেন এবং চাপ দিলেন। পুনরায় বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়া জানি না। ফেরেশতা আমাকে পুনরায় ধরলেন এবং চাপ দিলেন অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়া জানি না। তিনি আমাকে আবারও সজোরে চাপ দিলেন অতঃপর তিনি বললেন, 'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাটবাধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত'।*

এই আয়াতগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূল ফিরে আসলেন এমতাবস্থায় তার বুক ধড়ফড় করছিল। তিনি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন, আমাকে চাদর দাও! চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! অতঃপর খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর তার ভয় কেটে গেলে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে তিনি পুরো ঘটনা জানালেন এবং বললেন, আমি আমার জীবনের ভয় পাচ্ছি। তখন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আল্লাহর কসম! কখনোই নয়! মহান আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের সম্মান করেন, বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে সাথে করে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। যিনি জাহেলী যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিব্রু ভাষায় বই লিখতেন। তিনি ইঞ্জীল গ্রন্থকে হিব্রু ভাষায় যতদূর আল্লাহ তাওফীক্ব দিয়েছিলেন লিখেছিলেন। তিনি একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ মানুষ ছিলেন। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে বললেন, হে আমার চাচার ছেলে! আপনার ভাইয়ের ছেলে কী বলে শুনুন! তখন ওয়ারাক্বা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আপনি কী দেখেছেন? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন তাকে তা জানালেন। অতঃপর ওয়ারাক্বা বললেন, ইনিই সেই 'নামূস' যাকে মহান আল্লাহ মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকতাম যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে! তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যিই কি আমার জাতি আমাকে বের করে দিবে? হ্যাঁ, ইতোপূর্বে কোনো ব্যক্তির নিকটে এই লোক প্রেরিত হয়েছেন আর তাকে তার জাতি বের করে দেয়নি এমনটা হয়নি। তবে তোমার সাথে যেদিন এমন ঘটবে সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি আমি তোমাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাক্বা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। আর অহি স্থগিত হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও আবূ ছালেহ রাহিমাহুল্লাহ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবনু রাদদাদ রাহিমাহুল্লাহ যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা'মার রাহিমাহুমাল্লাহ فُؤَادَهُ এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।]

হাদীছে বর্ণিত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর পরিচিতি :

জন্ম ও বেড়ে উঠা : খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা হিজরতের ৬৮ বছর পূর্বে মক্কায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা পূর্ব থেকেই জাহেলী যুগের নিকৃষ্ট কৃষ্টি-কালচার থেকে পবিত্র ছিলেন। এই জন্য তাকে ত্বহেরা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

তার পূর্ববর্তী স্বামী-সন্তানগণের বর্ণনা : বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

তার প্রথম স্বামী ছিলেন আতীক্ব ইবনু আয়েয আল-মাখযূমী। এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম যুহরী, ইমাম ইবনু কাছীর ও ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) সহ প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ।[১]

প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকে খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর গর্ভে একজন মেয়ে সন্তান হিন্দা বিনতে আতিক্ব জন্মগ্রহণ করে। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আবূ হালা ইবনু যুরারা আত-তামিমীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থেকে তার দুটি সন্তানের জন্ম হয় হিন্দ ও হালা। ইবনু সা'দের মতে, হালা ছোটতেই ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে কারও মতে, হালা বড় হয়ে ইসলাম পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, এটা তাদের ভুল ধারণা। বরং ইসলাম গ্রহণ এবং ছাহাবী হওয়ার বিষয়ে যে হালার নাম পাওয়া যায় তিনি মূলত খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর বোন হালা বিনতে খুওয়ালিদ।[২]

যাহোক, হিন্দা বিনতে আতীক্ব এবং হিন্দ ইবনু আবূ হালা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তথা বুঝা যায় হিন্দ নামটা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে হিন্দ ইবনু আবি হালা অনেক উঁচু মানের আরবী সাহিত্যিক ছিলেন। আরবী ভাষায় তার বালাগাত ও ফাছাহাতের প্রমাণ হিসেবে তার বলা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শারীরিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত প্রশংসা রচনা যথেষ্ট। যা ইমাম তিরমিযী তার শামায়েলে মুহাম্মাদীতে উল্লেখ করেছেন।[৩] তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে নিহত হন। আর হিন্দা বিনতে আতীক্ব তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তার থেকে কোনো হাদীছ বর্ণিত পাওয়া যায় না। তিনি তার চাচাতো ভাই সায়ফী ইবনু উমাইয়্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তার বিবাহ : তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সবসময় আমানতদার ব্যক্তিদেরকে তার ব্যবসার দায়িত্ব দিতেন। যখন তার নিকটে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সততার সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাকে ব্যবসার দায়িত্ব দিয়ে সিরিয়া পাঠান। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক সফলতার সাথে এবং অনেক অতিরিক্তি লাভের সাথে সিরিয়া থেকে ফিরে আসেন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমানতদারিতা, সততা এবং তার হাতের বরকত দেখে খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাকে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন। তার সাথে যখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিবাহ হয় তখন তার বয়স ৪০, আর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স ছিল ২৫। খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রথম স্ত্রী। তার বিপদে-আপদে সর্বদা তার পাশে দাঁড়িয়েছেন, দিয়েছেন উৎসাহ ও সাহস। আর্থিক ও মানসিক সকলভাবে তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন উৎসর্গীকৃত সহযোগী ছিলেন। তার মৃত্যুর পরও রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ভুলতে পারেননি। এই জন্য তিনি তার স্মৃতিচারণের জন্য তার বান্ধবীদের মধ্যে হাদিয়া পাঠাতেন। তার প্রতি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালোবাসার মাত্রা এত বেশি ছিল যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) একমাত্র তার এই মৃত স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষা রাখতেন।

খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর মর্যাদা :

(১) ইবরাহীম ব্যতীত রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সকল সন্তান তার গর্ভ থেকে এসেছে। তার গর্ভে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তানগণের নামসমূহ— কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ, উম্মে কুলছূম, ফাতেমা, যায়নাব, রুকাইয়্যা।

(২) তার জীবদ্দশায় রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাউকে বিবাহ করেননি।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর মৃত্যুপর্যন্ত দ্বিতীয় কোনো নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি।[৪]

(৩) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি প্রথম ঈমান আনয়নকারী তিনিই ছিলেন। যার প্রমাণ আমাদের আলোচিত হাদীছ।

(৪) তাকে মহান আল্লাহর সালাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে খাদীজা তার পাত্রে তরিতরকারী, পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসছে। যখন সে আপনার নিকটে পৌঁছে তখন আপনি তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিবেন। আর তাকে সুসংবাদ দিবেন জান্নাতে এমন একটি ঘরের যেখানে কোনো হৈ চৈ থাকবে না।[৫]

(৫) জান্নাতের শ্রেষ্ঠ মহিলা।

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوْطٍ قَالَ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ.

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/২০৫-২০৬।
২. ফাতহুল বারী, ৭/১৪০।
৩. শামায়েলে তিরমিযী, হা/৮, ২২৬, ৩১৯।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৩৬।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮২০।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে চারটি দাগ কাটলেন। অতঃপর ছাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো এই চারটি দাগ কী? তারা উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় জান্নাতের সর্বোত্তম নারী হচ্ছে চার জন— খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, আসিয়া বিনতে মুযাহিম ফেরাউনের স্ত্রী এবং মারইয়াম বিনতে ইমরান।[৬]

(৬) তার প্রতি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অগাধ ভালোবাসা।

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلَى خَدِيجَةَ وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ قَالَتْ فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيجَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো স্ত্রীর সাথে ঈর্ষা করতাম না, তবে খাদীজা ব্যতীত অথচ আমি তাকে তার জীবদ্দশায় পাইনি। তিনি বলেন, যখনই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ছাগল যবেহ করতেন তখনই তিনি বলতেন, কিছু গোশত খাদীজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাও। একদিন আমি তাকে খাদীজার নাম নিয়ে রাগালাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় তার ভালোবাসা আমার অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে।[৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ قَالَتْ فَغِرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قَالَ مَا أَبْدَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ وَرَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজার কথা বলতেন তখনই তার অনেক প্রশংসা করতেন। এই রকম একদিন প্রশংসা করলে আমি বললাম, আপনি একজন প্রৌঢ় মহিলার কথা কেন এত বেশি বলেন অথচ মহান আল্লাহ আপনাকে তার চেয়ে উত্তম (কুমারী) দান করেছেন। উত্তরে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তখন আমাকে বিশ্বাস করেছেন যখন মানুষ কুফরী করেছে। তিনি তখন আমাকে সত্যায়ন করেছেন যখন মানুষ মিথ্যারোপ করেছে। তিনি তখন আমাকে তার ধনসম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন যখন মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছে। আর মহান আল্লাহ আমাকে সন্তান তার গর্ভেই দান করেছেন যখন অন্য স্ত্রীদের থেকে তিনি বঞ্চিত রেখেছেন।[৮] শুআইব আল-আরনাউত হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।[৯]

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী পরিমাণ খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে স্মরণ করতেন যে তার অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার বিষয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঈর্ষা হতো।

খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর প্রতি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার প্রমাণস্বরূপ আরও একটি ঘটনা উল্লেখ্য। বদরের যুদ্ধে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে যায়নাবের জামাই আবুল ‘আস এর মুক্তিপণস্বরূপ একটি হার রাখা হয়। হারটি খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা তার মেয়ে যায়নাবের বিয়েতে তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ব্যবহৃত হার দেখে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটা আবেগে-আপ্লুত হয়ে পড়েন যে, তার চোখে পানি চলে আসে। তখন তিনি ছাহাবীদের অনুমতিক্রমে বিনা মুক্তিপণে তার জামাইকে মুক্তি দেন। যাতে করে খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ব্যবহৃত হারটি তার মেয়ে যায়নাবের নিকট থেকে যায়।[১০]

মৃত্যু : নবুঅতের দশম বছরে চাচা আবূ তালেবের মৃত্যুর কিছু দিন পর খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা মৃত্যুবরণ করেন। মাথার উপর থেকে একসাথে একই বছরে চাচা ও স্ত্রীর ছায়া সরে যাওয়াতে যে পরিমাণ কষ্ট রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়েছিলেন তা আর কখনো পাননি। এই জন্য এই বছরকে আমুল হুযন বা কষ্টের বছর বলা হয়।

হাদীছে বর্ণিত ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেলের পরিচিতি : জাহেলী যুগে চার জন ব্যক্তি ছিল যারা মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন। তারা হলেন— ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেল, ওবাইদুল্লাহ ইবনু জাহশ, উছমান ইবনু হুয়াইরিছ, যায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফায়েল।[১১]

আসাদ ইবনু আব্দুল উযযার দুই সন্তান নওফেল ও খুওয়াইলেদ। খুওয়াইলেদের মেয়ে হচ্ছে খাদীজা আর নওফেলের সন্তান হচ্ছে ওয়ারাক্বা। তথা খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ও ওয়ারাক্বা নিজ চাচাতো ভাই। কুসাইয়ের স্তরে গিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের বংশনামা মিলে যায়। কুসাইয়ের দুই সন্তান একজন আব্দুল উযযা আরেকজন আবদে মানাফ। ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেল ইবনু আসাদ ইবনু আবদিল উযযা ইবনু কুসাই। অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশেম ইবনু আবদে মানাফ ইবনু কুসাই। সেই সূত্রে ওয়ারাক্বা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হচ্ছেন।

৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৬৮।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮২০।
৮. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৮৬৪।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৩৬২।
১১. আর-রওযুল আনফ, ২/৩৪৭।

ওয়ারাক্বার বিষয়ে হাদীছে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তাতে বুঝা যায় তিনি জাহেলী যুগে মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত হয়ে নাছারা তথা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর দ্বীন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইঞ্জীলের ভাষা ইবরানী জানতেন এবং ইবরানী থেকে ইঞ্জীলকে আরবীতে অনুবাদ করে জনগণের মাঝে প্রচার করতেন।

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর :

ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেল কি ছাহাবী?

ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেল ছাহাবী হওয়া নিয়ে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম ত্বাবারী, বাগাভী, ইবনু কানি, ইবনুস সাকান প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ তাকে ছাহাবী হিসেবে গণ্য করেন।[১২]

অন্যদিকে হাফেয ইবনু কাছীর, ইমাম যাহাবী ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ তাকে ছাহাবী হিসেবে গণ্য করেননি।[১৩]

ছাহাবী না হওয়ার দলীল : যাদের মতে তিনি ছাহাবী নন তাদের দলীল হচ্ছে, ওয়ারাক্বা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুঅতের প্রকাশ্য ঘোষণার পূর্বেই মারা গেছেন। ফলত তাকে নবী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ তিনি পাননি।

ছাহাবী হওয়ার দলীল : যারা তাকে ছাহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের দলীল— রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لاتسبوا ورقة فاني رأيت له جنة أو جنتين 'তোমরা ওয়ারাক্বার বিষয়ে কোনো খারাপ মন্তব্য করো না; আমি তাকে জান্নাতে দেখেছি'।[১৪] আর মুরসাল সূত্রে একটি হাদীছ পাওয়া যায় যা দলীল হিসেবে নয়, তবে এই ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা হিসেবে পেশ করা যায়।

عن عروة بن الزبير سئل رسول الله ﷺ عن ورقة بن نوفل كما بلغنا فقال قد رأيته في المنام عليه ثياب بيض فقد أظن أن لو كان من أهل النار لم أر عليه البياض.

উরওয়া ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি তার গায়ে সাদা কাপড় ছিল। আর আমার ধারণা হচ্ছে যদি সে জাহান্নামী হতো তাহলে তার গায়ে সাদা কাপড় দেখা যেত না'।[১৫]

আমার মন্তব্য : আমার কাছে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয়েছে, ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেল ছাহাবী ছিলেন কিনা তা জানা আমাদের জন্য অত বেশি জরুরী নয়। আর তার থেকে কোনো হাদীছও আমাদের নিকট বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এতটুকু জানাই আমাদের জন্য যথেষ্ট যে, তিনি জান্নাতী। তার এই জান্নাতে ঈসায়ী ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার কারণেও হতে পারে আবার ছাহাবী হওয়ার কারণেও হতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম বিছ ছওয়াব।

ওয়ারাক্বা নাছারা হওয়ার পরও কেন ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নাম নিলেন না?

ওয়ারাক্বা নামূস ফেরেশতা তথা জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর বর্ণনা দিয়ে বললেন যে, ইনিই তিনি যাকে মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন সেহেতু স্বভাবতই তার বলার কথা যে, ইনিই তিনি যাকে মহান আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নিকটে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নাম না নিয়ে কেন মূসা আলাইহিস সালাম-এর নাম নিলেন। তার উত্তরে মুহাদ্দিছগণ বলেছেন, বানূ ইসরাঈলের মূল ও প্রধান নবী হচ্ছেন মূসা আলাইহিস সালাম। পরবর্তীতে যারা প্রেরিত হয়েছেন তারা নতুন কোনো দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হননি বরং তাওরাতের কিছু সামান্য বিধি-বিধানের পরিবর্তন-পরিবর্ধন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। ঠিক তেমনি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ইঞ্জীল মৌলিক কোনো গ্রন্থ ছিল না। বরং তাওরাতের পূর্ণতাদানকারী গ্রন্থ ছিল। তথা বানূ ইসরঈলের প্রথম নবী মূসা আলাইহিস সালাম ও শেষ নবী ঈসা আলাইহিস সালাম। এইজন্য প্রথম বা মূল নবীর নাম নিয়েছেন ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেল।[১৬]

সীরাত ইবনু হিশামের ব্যাখ্যাকার আর-রওযুল আনফের লেখক সুহাইলি বলেন, যেহেতু নাছারাগণ ঈসা আলাইহিস সালাম-কে মহান আল্লাহর সন্তান মনে করত (নাঊযুবিল্লাহ) সেহেতু তার নিকটে অহি আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা সন্তানের সাথে পিতার কথা বলতে কোনো মাধ্যম লাগে না। এই জন্য ওয়ারাক্বা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নাম নেননি বরং মূসা আলাইহিস সালাম-এর নাম নিয়েছেন।[১৭] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ প্রথম ব্যাখ্যাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৮]

(চলবে)

১২. আল-ইসাবা, ৬/৬০৭; আল-আলাম, যিরিকলী, ৮/১১৫।
১৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২৫; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১২৯।
১৪. সিলসিলা ছহীহা, হা/৪০৫।
১৫. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৯৭১৯।
১৬. ফাতহুল বারী, ১/৭।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. প্রাগুক্ত।

দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী*

ভূমিকা :

এ যাবৎ যে সকল আক্বীদাগত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, তন্মধ্যে দাজ্জালের বিষয়টি অন্যতম। দাজ্জালের বিষয়টি রূপক বা অস্পষ্ট নয়। কেননা এ ব্যাপারে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ স্পষ্টভাবে আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ‘হিযবুত তাওহীদ’-এর প্রতিষ্ঠাতা বায়াজীদ খান পন্নী ও ইমরান নজর হোসেন— উভয়ই দাজ্জাল বিষয়ক ধূম্রজাল ছড়াতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। তন্মধ্যে ইমরান নজর হোসেনের বইগুলো আধুনিকমনা মুসলিম ভাই-বোনদেরকে গোলকধাঁধায় নিমজ্জিত করার ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর হয়েছে। এছাড়াও আসেম ওমরের লিখিত বইগুলোও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করে ফেতনার দ্বার আরও ব্যাপকভাবে উন্মোচন করেছে।

আমাদের এ প্রবন্ধে দাজ্জাল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাহক্বীক্বসহ আলোকপাত করা হবে, যেন দ্বীনী ভাই-বোনেরা এ ব্যাপারে যাবতীয় অজ্ঞতা থেকে বিরত থাকতে পারেন এবং অন্যদেরকেও সতর্ক করতে পারেন।

দাজ্জালের পরিচয় :

দাজ্জালের পুরো নাম ‘মাসীহুদ দাজ্জাল’। **মাসীহ :** মাসীহ-এর অর্থ সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, يُقَالُ إِنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَمْسَحُ الْأَرْضَ وَقِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ‘বলা হয়, তাকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে কারণ সে পৃথিবী ভ্রমণ করবে। অনেকের মতে, যেহেতু তার একটি চোখ নষ্ট থাকবে তাই এ নামে তাকে নামকরণ করা হয়েছে’।[১] উভয় অর্থটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। দুটি একই সাথে প্রযোজ্য।

দাজ্জাল : হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, مِنَ الدَّجَلِ وَهُوَ التَّغْطِيَةُ وَسُمِّيَ الْكَذَّابُ دَجَّالًا لِأَنَّهُ يُغَطِّي الْحَقَّ بِبَاطِلِهِ ‘শব্দটি دجل (দাজাল) হতে এসেছে। আর তা হলো কোনো কিছুকে আচ্ছাদিত করা। এছাড়াও মিথ্যুককেও দাজ্জাল বলা হয়। কেননা সে বাতিল দ্বারা হক্ব আচ্ছাদিত করে’।[২]

অর্থাৎ বাতিল দ্বারা হক্বকে আচ্ছাদিতকারী, উভয় চোখ বিকৃত ও এক চোখ কানা, মক্কা-মদীনা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণকারী ব্যক্তিকেই হাদীছে ‘মাসীহুদ দাজ্জাল’ বলা হয়েছে।

দাজ্জাল সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ

মারফূ হাদীছ :

হাদীছ-১ : দাজ্জাল খুরাসান হতে বের হবে।[৩] বর্তমানে খুরাসান ইরানে অবস্থিত। হাদীছে আরও কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ রয়েছে। যার কারণে আমরা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যাই যে, আসলে দাজ্জাল কোথা হতে বের হবে। নিম্নে হাদীছগুলো তুলে ধরা হলো।-

إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ-

(ক) ‘দাজ্জাল ইরাক ও শামের মাঝে আবির্ভাব লাভ করবে’।

জবাব : দাজ্জাল ইরাক ও শামের মাঝে আবির্ভাব লাভ করবে— হাদীছটি ছহীহ মুসলিম[৪] এবং নুআঈম ইবনু হাম্মাদের কিতাবুল ফিতানে[৫] বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় শায়েখ মুহম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, يخرج من طريق بين الشام والعراق من قبل إيران ‘দাজ্জাল শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি পথ দিয়ে বের হবে, যা ইরানের দিক থেকে এসেছে’।[৬] অতএব, খুরাসানের হাদীছটির সাথে এ হাদীছের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَوْلِدُ الدَّجَّالِ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى مِصْرَ يُقَالُ لَهُ قُوصَ-

(খ) কা‘ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দাজ্জালের জন্ম হবে মিসরের একটি গ্রামে। যাকে কূছ বলা হয়’।[৭]

তাহক্বীক্ব : প্রথমত, হাদীছটি যঈফ। কারণ এর রাবী জাররাহ ইবনু মালীহ অপরিচিত রাবী। ইবনু মাঈন তাকে চিনতেন না।[৮] দ্বিতীয়ত, ইসরাঈলী বর্ণনা। তৃতীয়ত, মারফূ হাদীছের বিরোধী। অতএব, এটি বাতিল।

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ هُوَ ابْنُ صَائِدٍ الَّذِي وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ-

(গ) সালেম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, ‘দাজ্জাল হলো ইবনু ছায়েদ, যে মদীনায় জন্মেছে’।[৯]

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. ফাতহুল বারী, ৬/৪৭২।

২. ফাতহুল বারী, ১৩/৯১; তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/৪০৬।

৩. মুসনাদে আবী ই‘য়ালা, হা/৩৪; তিরমিযী, হা/২২৩৭; ইবনু মাজাহ, হা/৪০৭২।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭।

৫. কিতাবুল ফিতান, হা/১৪৯১।

৬. শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন ৬/৬১৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, হা/৪২৬১।

৭. কিতাবুল ফিতান, হা/১৪৯৭।

৮. ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তাদীল, রাবী নং ২১৭৬।

৯. নুআঈম ইবনু হাম্মাদ, আল-ফিতান, হা/১৪৯৯।

তাহক্বীক্ব : হদীছটি ছহীহ। কিন্তু এটি ইবনু উমারের নিজস্ব উক্তি, যা একাধিক মারফূ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় বাতিল। কেননা— ১. দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু ইবনু ছায়েদ মদীনায় থাকত। ২. মাহদী আসার পূর্বে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে না। কিন্তু ইবনু ছায়েদ তো মাহদীর আসার আগেই মদীনায় ছিল। আরও অনেক দলীল রয়েছে। এছাড়াও দাজ্জাল বিষয়ক হাদীছগুলোর মধ্যে থাকা বৈশিষ্ট্যাবলির সাথে ইবনু ছায়েদের শারীরিক অবয়বের পুরোপুরি মিল নেই।

(ঘ) 'দাজ্জাল কূছ হতে বের হবে'।[১০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি ছহীহ। তবে এর দ্বারা শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানকেই বুঝানো হয়েছে। অতএব, ছহীহ হাদীছের সাথে এ হাদীছের কোনো সংঘর্ষ নেই।

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يَخْرُجُ جَيْشٌ مِنْ خُرَاسَانَ يُعْقِبُهُمُ الدَّجَّالُ-

(ঙ) হাসান বাছরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'খুরাসান (ইরান) হতে একটি বাহিনী বের হবে। দাজ্জাল তাদের পিছনে বাহির হবে'।[১১]

তাহক্বীক্ব : এটি সরাসরি ছহীহ হাদীছের বিরোধী নয়। কেননা এখানেও খুরাসান হতে দাজ্জালের বের হবার বিষয়টি বলা হয়েছে, যা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত।

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنَ الْعِرَاقِ-

(চ) 'দাজ্জাল ইরাক হতে বের হবে'।[১২]

তাহক্বীক্ব : ইমাম আব্দুর রাযযাক আছ-ছানআনী (রহিমাহুল্লাহ) মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হবার পর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, না-কি আগে তা প্রতীয়মান নয়। অতএব, হাদীছটির সনদ যঈফ। এছাড়াও তিনি তার উস্তাদ মা'মার হতে গ্রন্থ দেখে বর্ণনা না করলে ভুল করতেন।[১৩] এখানে তিনি গ্রন্থ দেখে বর্ণনা করেছেন, না-কি না দেখে বর্ণনা করেছেন তাও প্রতীয়মান নয়। ইমাম আব্দুর রাযযাক মুখতালিত্ব রাবী ছিলেন।[১৪] উল্লেখ্য, তৎকালীন ইরাককে দুভাবে ভাগ করা হতো। একটি আরব ইরাক। অপরটি অনারব ইরাক। এখানে যদি রাবী অনারব ইরাক তথা খুরাসানকে বুঝান তাহলে বর্ণনাটি ছহীহ হাদীছের বিপক্ষে যাবে না। কেননা অনারব ইরাক বলতে খুরাসানকে বুঝানো হতো।[১৫]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো, দাজ্জাল খুরাসান হতে বের হবে, যা ইরানে অবস্থিত। এ ব্যতীত অন্যান্য স্থানের নামসম্বলিত বর্ণনাগুলো যঈফ, যার তাহক্বীক্ব প্রদত্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, কূছ, ইছপাহান, কারমান, খাওয ইত্যাদি যত স্থানের কথা রয়েছে সবই ইরানে অবস্থিত। সুতরাং এগুলোর মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

হাদীছ-২ : দাজ্জালের সাথে পানি ও আগুন থাকবে। তার আগুন হবে ঠাণ্ডা পানি এবং তার পানি হবে জাহান্নাম।[১৬]

হাদীছ-৩ : দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে, যেন তা ফোলা আঙুরের ন্যায়।[১৭]

হাদীছ-৪ : দাজ্জাল স্থূলকায়, লাল বর্ণের, কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট হবে।[১৮]

হাদীছ-৫ : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ছালাতে দাজ্জালের ফেতনা হতে আশ্রয় চাইতেন।[১৯]

হাদীছ-৬ : প্রত্যেক নবী স্ব স্ব জাতিকে এক চোখ কানা, মিথ্যাবাদী এই দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। দাজ্জালের দুচোখের মাঝখানে 'কাফের' শব্দটি লেখা থাকবে।[২০]

হাদীছ-৭ : দাজ্জাল মক্কা-মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[২১] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবনু ছাইয়াদ বা ইবনু ছায়েদ দাজ্জাল ছিল না। যদি হতো, তাহলে সে মদীনায় থাকতে পারত না। অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'সে সময় দাজ্জাল মদীনায় থাকার সুযোগ পেলেও পরবর্তীতে যখন ক্বিয়ামতের আগে আগে সে বের হবে, তখন সে পুনরায় মক্কা-মদীনা প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না'। বস্তুত এটি একটি ইজতিহাদী মত। যেহেতু এ বিষয়ে সরাসরি কোনো মতন বা হাদীছের ভাষ্য নেই, সেহেতু একে জোর দিয়ে সঠিক বলা যাবে না।

হাদীছ-৮ : দাজ্জাল মধ্যবয়স্ক যুবক হবে। সে শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে। যে তাকে সম্মুখে পাবে, সে যেন সূরা আল-কাহফ এর প্রথম ১০টি আয়াত পাঠ করে।[২২]

হাদীছ-৯ : নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত হতে দাজ্জাল বের হবে। অতঃপর সে ৪০ দিন বা ৪০ মাস বা ৪০ বছর অবস্থান

১০. আল-ফিতান, হা/১৫০০, ১৫০২, ১৫০৩।
১১. আল-ফিতান হা/১৫০১, ১৫০৪।
১২. আল-ফিতান, হা/১৫০৫।
১৩. সুওয়ালাত ইবনু বুকাইর, পৃ. ২।
১৪. নাসাঈ, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন, রাবী নং ৩৭৯।
১৫. বিস্তারিত দ্র. আবূ উবায়দা মাশহূর হাসান রচিত 'ফিতান সংক্রান্ত হাদীছ আসারের আলোকে ইরাক' পৃ. ১৬৯।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৪।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭১২৩।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৭১২৮।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৭১২৯।
২০. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৩।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৮১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪৩।
২২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭।

করবে। এরপর আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।[২৩] অর্থাৎ দাজ্জাল অন্য কোনো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হতে অতীতে বের হয়নি। পূর্বের নবীগণ স্ব স্ব উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলো দাজ্জালের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতভুক্ত হওয়া নাকোচ করেনি।

হাদীছ-১০ : দাজ্জালের চাইতে মারাত্মক কোনো সৃষ্টি আর নেই।[২৪]

মাওকূফ হাদীছসমূহ :

হাদীছ-১ : দাজ্জাল বের হওয়ার পর লোকেরা তিনটি দলে ভাগ হবে। এক দল তার সাথে লড়াই করবে। অপর দল তার আনুগত্য করবে। অবশিষ্ট তৃতীয় দলটি দূরে চলে যাবে।[২৫]

হাদীছ-২ : দাজ্জাল বের হওয়ার পর লোকেরা ৪০ বছর জীবিত থাকবে।[২৬]

হাদীছ-৩ : দাজ্জালের অনুসারীরা অধিকাংশই ইয়াহূদী এবং ব্যভিচারিণী নারীদের সন্তান হবে।[২৭]

হাদীছ-৪ : একটি নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত গাধায় চড়ে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।[২৮]

হাদীছ-৫ : দাজ্জাল আরবদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম বাছরাতে প্রবেশ করবে।[২৯]

বায়াজীদ খান পন্নীর ভ্রান্ত আক্বীদার পর্যালোচনা

অনেকেই দাজ্জালের 'ব্যক্তি' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। তারা দাজ্জাল বলতে 'ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান সভ্যতা'-কে উদ্দেশ্য করেন। বহুল সমালোচিত ও অন্যতম একটি গোমরাহ ফেরকা হিযবুত তাওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর **'দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!'** নামের বইটি জোরে-সোরে প্রচার করা হচ্ছে। সেখানে অনেক আক্বীদাবিধ্বংসী ভুল বক্তব্য রয়েছে। সবগুলো ভুল উল্লেখ করলে লেখার কলেবর বেড়ে যাবে। সেজন্য কয়েকটি মাত্র ভুল আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর উক্তিগুলোকে 'তার উক্তি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তার উক্তি-১ : '৪৭৬ বছর আগেই দাজ্জালের জন্ম হোয়েছে এবং সে তার শৈশব, কৈশোর পার হোয়ে বর্তমানে যৌবনে আছে...'।[৩০]

জবাব : ডাহা মিথ্যা কথা। এর পক্ষে কোনো আয়াত বা ছহীহ হাদীছ নেই। এমনকি কোনো যঈফ বা জাল হাদীছও জানা নেই, যেখানে দাজ্জালের জন্মকাল ও বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে।

তার উক্তি-২ : 'মহাশক্তিধর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হোচ্ছে আল্লাহর রসুল বর্ণিত সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল'।[৩১]

জবাব : এটি মনগড়া, কপোলকল্পিত দাবি। কোনো নির্দিষ্ট সভ্যতাকে দাজ্জাল বলার দলীল নেই। হাদীছে পরিষ্কারভাবে মাসীহুদ দাজ্জাল বলতে একজন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

তার উক্তি-৩ : 'অনেক সত্য হাদীসও সত্য হওয়া সত্ত্বেও এসনাদের অভাবে বাদ পোড়ে গেছে। কোন একটি বিষয়ে পূর্ণ ধারণা করার জন্য প্রয়োজন ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে সহিহ, হাসান, দয়ীফ, এমন কি পরিত্যক্ত হাদীসও পর্যালোচনা কোরে একটি সম্যক ধারনা করা। তাতে ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে একটি পূর্ণ চিত্র মনে ফুটে ওঠে। দাজ্জাল সম্বন্ধে আলোচনাতেও আমি এই নীতিই গ্রহণ কোরেছি, যদিও ভিত্তি অবশ্যই রোয়েছে ছহিহ হাদীসগুলির ওপর'।[৩২]

জবাব : এটি হাস্যকর ও অজ্ঞতাসুলভ দাবি। সত্য হাদীছ ইসনাদের (সনদের) অভাবে বাদ পড়ে গেছে মর্মে দাবি করার অর্থ হলো আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করতে ব্যর্থ হয়েছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। যঈফ, জাল, পরিত্যক্ত হাদীছের দ্বারা কোনো বিষয়ের সম্যক ধারণা পেতে হবে— এটিও একটি বাতিল চিন্তাধারা। আমরা জানি যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে পরিত্যক্ত, বাতিল হাদীছ ছিল না। তাই বলে কি সে সময়ে দ্বীনের কোনো বিষয়ে পূর্ণ ধারণা অর্জিত হয়নি?

তিনি যদিও ছহীহ হাদীছকে ভিত্তি করার দাবি করেছেন। কিন্তু স্বীয় দাবি মোতাবেক একটি ছহীহ হাদীছও পেশ করতে সক্ষম হননি।

তার উক্তি-৪ : 'কিন্তু তার সময়ের মানুষের শিক্ষার স্বল্পতার জন্য তাঁকে বাধ্য হোয়ে দাজ্জালকে রূপকভাবে বর্ণনা করতে হোয়েছে'।[৩৩]

---

২৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪০।
২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪৬।
২৫. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৩৭৬২৬, সনদ ছহীহ; আরও দেখুন : যুবায়ের আলী যাঈ রচিত তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ৩/৪১৩।
২৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৩৭৪৭৬, সনদ হাসান; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ৩/৪১৪।
২৭. ইমাম আহমাদ, কিতাবুল ই'লাল, হা/৪১৮১; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ৩/৪১৪।
২৮. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৩৭৫২৫, আলী যাঈ 'সনদ হাসান' বলেছেন, তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ৩/৪১৪।
২৯. ইমাম দারানী, আল-ই'লালুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান, হা/৬২৪, তাহক্বীক্বী মাক্বালাতের বরাতে।
৩০. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ১, 'তওহীদ প্রকাশন'।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
৩২. প্রাগুক্ত।
৩৩. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৪, 'তওহীদ প্রকাশন'।

জবাব : (১) মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের বিষয়টি 'মাজাযী' বা রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন বলে কোনো দলীল নেই। (২) এ উক্তি দ্বারা তিনি ছাহাবীগণকে স্বল্প শিক্ষিত বলে দাবি করেছেন, যা আদবের খেলাফ, চরম ভ্রান্তিমূলক। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি করাও চরম মিথ্যাচার।

তার উক্তি-৫ : 'কিন্তু সে রূপক বর্ণনা আজ পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়েছে, যদিও আমাদের প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য সে বর্ণনাও আমরা বুঝতে সক্ষম হোচ্ছি না'...।[৩৪]

জবাব : নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর মর্ম এতদিন গোপন ছিল (?)। আজ তার অন্তর্নিহিত মর্ম পরিষ্কার হয়েছে টাঙ্গাইলের একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির উপর (?)। তাও মোহম্মাদ আসাদ নামের একজন ব্যক্তির রচিত 'রোড টু মেক্কা' নামের গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে (পৃ. ২)। মোহাম্মদ আসাদও উল্লেখোগ্য কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। আলেম হওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। এটি একেবারেই হাস্যকর এবং উদ্ভট দাবি। এ উক্তিতে বায়াজীদ খান পন্নী সকল স্তরের মানুষদেরকে 'প্রায়ান্ধ' বলে তুচ্ছ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। যাদের মধ্যে ইমাম, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফক্বীহ সবাই শামিল হয়েছেন। এটি মূলত লেখকের অবুঝ চিন্তাধারার ফসল।

তার উক্তি-৬ : 'আল্লাহর রসুল একে দাজ্জাল নামে অভিহিত কোরেছেন। কিন্তু এটা কোন নাম নয়, এটা একটা বর্ণনা, অর্থাৎ বিষয়টার বর্ণনা'।[৩৫]

জবাব : হাস্যকর দাবি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল নামের একজন ব্যক্তির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। দলীল সামনে আসছে ইনশা-আল্লাহ। 'দাজ্জাল' কোনো বর্ণনা নয়; বরং এটি ব্যক্তির নাম। নাম আর বর্ণনা এক নয়।

তার উক্তি-৭ : 'আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা, যেটাকে তিনি বোলছেন— আমার আত্মা, সেটা থেকে আদমের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া অর্থ আল্লাহর কাদেরিয়াত অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর সমস্ত সিফত, গুণ, চরিত্র আদমের মধ্যে চলে আসা'।[৩৬]

জবাব : এটা একেবারেই ভুল এবং শিরকী কথা। আল্লাহ কখনোই তাঁর সকল ছিফাত আদম আলাইহিস সালাম-এর মধ্যে প্রদান করেননি। আদম আলাইহিস সালাম মানুষকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখতেন না। তিনি জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের ন্যায় কোনো ক্ষমতার তথা গুণের অধিকারী ছিলেন না। তার পুত্র আরেক পুত্রকে হত্যা করার পরও তিনি কিছুই করতে পারেননি। তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে রুখতে পারেননি। আল্লাহ তাঁর কতিপয় গুণ মানুষকে দান করেছেন সীমিত মাত্রায়। যেমন আল্লাহ শ্রবণ করেন এবং সাথে সাথে তিনি সৃষ্টিকেও শ্রবণের গুণ দান করেছেন। কিন্তু সেটি সসীম। অন্যদিকে আল্লাহর সত্তাগত শ্রবণক্ষমতা অসীম। তিনি রহম করেন। আমরাও রহম করি। তবে আমাদের রহম করার বিষয়টি সীমিত। আর আল্লাহর রহম করার কোনো সীমানা নেই। অতএব, তিনি আদমকে সমস্ত ছিফাত দান করেছেন মর্মে দাবি করা শিরকী কাজ। এখানে আল্লাহর ন্যায় গুণাবলিসম্পন্ন আরেকজনকে কল্পনা করা হচ্ছে। (নাঊযুবিল্লাহ)।

অতঃপর **'দাজ্জালের পরিচিতি'**[৩৭] শিরোনামে লেখক কতগুলো হাদীছ এনেছেন। যেমন—

হাদীছ-১ : 'দাজ্জাল ইহুদী জাতির মধ্যে থেকে উত্থিত হবে এবং ইহুদী ও মোনাফেকরা তার অনুসারী হবে'।[৩৮]

পর্যালোচনা : তিনি এখানে ইয়াহূদী হতে দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা বলেছেন এবং ছহীহ মুসলিমের দলীল প্রদান করেছেন। অথচ ছহীহ মুসলিমে এমন কোনো হাদীছ নেই। বরং يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي 'আমার উম্মতের মধ্য হতে দাজ্জাল বের হবে' এমনটিই বলা হয়েছে।[৩৯] অন্য হাদীছে এসেছে, 'ইয়াহূদীগণ তার অনুসারী হবে'। কিন্তু ছহীহ মুসলিমের কোথাও 'দাজ্জাল ইয়াহূদীর মধ্য হতে হবে' বলে কোনো হাদীছ নেই। হাদীছকে এভাবে বিকৃত করার শাস্তি ভয়াবহ।

হাদীছ-২ : 'দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব, প্রভু বোলে ঘোষণা কোরবে এবং মানবজাতিকে বোলবে তাকে রব বলে স্বীকার কোরে নিতে'।[৪০]

পর্যালোচনা : এ হাদীছটি বর্ণনা করার পর তিনি উদ্ভট কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করে এটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানই এই হাদীছে উদ্দেশ্য। তিনি কোনো হাদীছের নম্বর বা অনুচ্ছেদ, অধ্যায় প্রদান করেননি। আরবী ইবারতও প্রদান করেননি। স্রেফ 'বোখারী' লিখে দিয়েছেন। ছহীহ বুখারীর দাজ্জাল বিষয়ক হাদীছগুলোতে এই উক্তিসম্বলিত কোনো হাদীছ আমরা অবগত হতে পারিনি।[৪১]

(চলবে)

---

৩৪. প্রাগুক্ত।

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৬, 'তওহীদ প্রকাশন'।

৩৭. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, 'দাজ্জালের পরিচিতি' পৃ. ২৯।

৩৮. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ২৯।

৩৯. ছহীহ মুসলিম হা/২৯৪০, 'ফিতনা এবং ক্বিয়ামতের আলামত' অধ্যায়-৫২, অনুচ্ছেদ-২৩।

৪০. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৩০।

৪১. ছহীহ বুখারী, হা/৭১২২-৭১৩৪, ৬/৩৫৩-৩৫৭, কিতাবুল ফিতান, পর্ব-৯২, অধ্যায়-২৬, 'তাওহীদ পাবলিকেশন্স'।

অমনোযোগী পুত্রের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ

মূল : আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ

*অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন**

(পর্ব-২)

উপদেশ-৬ : আলস্য ঝেড়ে জেগে ওঠো

বাবা! অতীত অলসতার হীনমন্যতা যেন তোমাকে কল্যাণ থেকে নিরাশ না করে। কেননা, অনেক মানুষই আলস্যের দীর্ঘ ঘুম শেষে নতুনভাবে জেগে উঠেছে।

শায়খ আবূ হাকিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, শৈশবে আমি বিদ্যার্জনের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দুরন্তপনায় ব্যস্ত ছিলাম। আমার পিতা আবূ আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আমাকে ডেকে বললেন, বাবা! আমি তো তোমার জন্য চিরকাল বেঁচে থাকব না। সুতরাং এই নাও ২০ দীনার, তা দিয়ে একটি রুটির দোকান খুলে উপার্জনের পথ করো। শুনে আমি বললাম, এ কেমন কথা? তিনি বললেন, তাহলে একটি পোশাকের দোকান দাও। আমি বললাম, আমি প্রধান বিচারপতি আবূ আব্দুল্লাহ আদ-দামেগানীর ছেলে, তাহলে কীভাবে আপনি আমাকে এ কথা বলছেন? তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে পড়াশুনা করতে দেখছি না। আমি বললাম, কিছু সময় আপনি আমাকে পাঠদান করুন। অতঃপর তিনি আমাকে কিছুক্ষণ পাঠদান করলেন। এরপর থেকে আমি জ্ঞান অন্বেষণে কঠোর মনোনিবেশ করি। ফলে আল্লাহ তাআলা আমার জ্ঞানের চক্ষু খুলে দেন।

আবূ মুহাম্মদ আল-হিলওয়ানী রহিমাহুল্লাহ-এর একজন শাগরেদ আমার কাছে বলেছেন, '২১ বছর বয়সে আমার পিতা মারা যান। তখন আমি দুরন্তপনায় উস্তাদ ছিলাম। একদা আমি আমার ওয়ারিছ সূত্রে পাওয়া বাড়ির বিষয়ে সমাধা করতে আসলাম। তখন তাদেরকে বলতে শুনলাম, আরে! আরে! বেখেয়ালী এসেছে! একথা শুনে আমি নিজেকে বললাম, আমার ব্যাপারে একথা বলা হচ্ছে? তখন আমি আমার মায়ের কাছে এসে বললাম, আমাকে খোঁজার প্রয়োজন হলে শায়খ আবূল খাত্ত্বাবের মজলিসে খোঁজ করবেন। এরপর আমি সর্বদা শায়খের কাছে থাকতে শুরু করলাম। প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া কখনও বের হতাম না। একসময় আমি বিচারক হয়ে গেলাম।

লেখক বলেন, 'আমি তাকে দেখেছি তিনি ফতওয়া দিতেন এবং বাহাছ-মুনাযারা (ডিবেট) করতেন।

উপদেশ-৭ : জীবন গঠনের প্রাত্যহিক রুটিন

হে বৎস! সর্বদা ফজরের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়াকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং এই সময়ে দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলবে না। কেননা, সালাফে ছালেহীন এই সময়ে দুনিয়াবী বিষয়ে কোনো কথা বলতেন না।

(ক) ঘুম থেকে উঠার সময় এই দু'আ বলো—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانِيْ بَعْدَ مَا أَمَاتَنِيْ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আমাকে মৃত্যু দেওয়ার পর জীবন দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে পুনরুত্থিত হতে হবে'।[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَحِيْمٌ.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আসমান স্থির রাখেন যাতে তা তাঁর হুকুম ছাড়া জমিনে পতিত না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাময় ও অতিদয়ালু' *(আল-হজ্জ, ২২/৬৫)*।

(খ) তারপর পবিত্রতা অর্জন করে ফজরের সুন্নাত আদায় করো এবং অবনত মস্তকে মসজিদের দিকে যাও। আর চলতে চলতে এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا إِنِّيْ لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দু'আ করছি যাচঞাকারীদের অধিকারের অসীলায়[২], আমার এই পদচারণার অসীলায়, নিশ্চয়ই আমি দাম্ভিকতা-অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন ও সুনাম অর্জনের জন্য বের হইনি। আমি বের হয়েছি আপনার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য এবং আপনার সন্তুষ্টির সন্ধানে। আমি আপনার কাছে দু'আ করছি, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন এবং আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া কেউ গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে না'।[৩]

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৩৩৪, হাদীছ ছহীহ।
২. এটি বৈধ অসীলা নয়।
৩. ইবনু মাজাহ, হা/৭৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১১৭২; হাদীছটি যঈফ।

(গ) ইমামের ডান পাশে ছালাত আদায়ের প্রত্যয় গ্রহণ করো। ছালাত শেষ হলে তুমি এই দু'আ পাঠ করো—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তাঁরই হাতে সকল কল্যাণ রয়েছে। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান'।[৪] উক্ত দু'আটি ১০ বার পড়বে।

(ঘ) অতঃপর বলো, سُبْحَانَ اللهِ 'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি' (১০ বার), اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য' (১০ বার) এবং اَللهُ أَكْبَرُ 'আল্লাহ মহান' (১০ বার)।[৫]

(ঙ) অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করো।[৬]

(চ) আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে ছালাত কবুলের জন্য দু'আ করো।

(ছ) এগুলো সঠিকভাবে আদায় করার পর সূর্য উদিত হয়ে কিরণ ছড়ানো পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকির করো।

(জ) অতঃপর সাধ্যমতো ছালাত আদায় করো। সেটা আট রাকআত হলে ভালো হয়।

উপদেশ-৮ : সকল নফল আমল অপেক্ষা জ্ঞানার্জন উত্তম

(ক) যখন চাশতের (পূর্বাহ্নের) সময় তোমার পড়া পুনঃপাঠ করবে তখন চাশতের আট রাকআত ছালাত আদায় করে নিয়ো। অতঃপর আছর পর্যন্ত কিতাব অধ্যয়নে অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নোট করায় মনোনিবেশ করো। আছরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত পড়ায় ফিরে যাও। মাগরিবের ফরয ছালাতের পর পৃথক দুই পারা তেলাওয়াতের মাধ্যমে দুই রাকআত ছালাত আদায় করো। এশার ছালাত আদায়ান্তে পাঠে ফিরে যাও। তারপর ডান কাতে শয়ন করে سُبْحَانَ اللهِ পড়বে ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়বে ৩৩ বার, اَللهُ أَكْبَرُ পড়বে ৩৪ বার।[৭] অতঃপর এই দু'আটি পাঠ করবে, اللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার সেই দিনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন, যে দিন আপনি আপনার সকল বান্দাকে একত্রিত করবেন'।[৮]

(খ) ঘুম থেকে চোখ খুললে তুমি বুঝবে যে, আত্মার যতটুকু ঘুমের প্রয়োজন তা মিটে গেছে। অতএব, ওযূ করে রাত্রের অন্ধকারে যতটুকু পার ছালাত আদায় করো। প্রথমে হালকা করে দুই রাকআত দিয়ে শুরু করো। অতঃপর কুরআনের দুই পারা দিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করো। তারপর তোমার পড়ায় ফিরে যাও। কেননা, জ্ঞান অর্জন করা সকল নফল আমলের চেয়ে উত্তম।

উপদেশ-৯ : বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা থেকে দূরে থাকো

নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করো। কেননা, নিঃসঙ্গতাই সকল কল্যাণের মূল। খারাপ সঙ্গী থেকে দূরে থাকো। বইকে তোমার নিত্যদিনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করো। সালাফে ছালেহীনের জীবনী নিয়ে গবেষণা করো। কোনো বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান না অর্জন করা পর্যন্ত তা নিয়ে গভীর গবেষণায় মগ্ন হয়ো না। ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জীবনী অধ্যয়ন করো। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সামান্যে তুষ্ট হয়ো না। কবি বলেন (গদ্যানুবাদ), পূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম ব্যক্তিদের অপূর্ণতার মতো আর কোনো দোষ মানুষের মাঝে দেখিনি।

জেনে রাখো বৎস! বিদ্যা নিম্নশ্রেণির মানুষকে উপরে উঠিয়ে দিতে পারে। অনেক বিদ্বান এমন ছিলেন যাদের না ছিল উল্লেখযোগ্য কোনো বংশ পরিচয়, আর না ছিল বর্ণনা করার মতো চেহারার সৌন্দর্য। তাদের অন্যতম ছিলেন আত্বা ইবনু আবী রবাহ। তিনি দেখতে ছিলেন কালো বর্ণের, শারীরিক গঠন ছিল অপছন্দনীয়। একদা হজ্জের মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য খলীফা সুলাইমান ইবনু আব্দুল মালিক দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে এসে তার কাছে বসলেন। তখন ইমাম আত্বা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের কাছে হজ্জের মাসআলাগুলো বর্ণনা করছিলেন। খলীফা এ অবস্থা দেখে তার পুত্রদ্বয়কে বললেন, 'তোমরা যাও, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গাফলতি করো না। এই কালো লোকটির সামনে আমাদের (জ্ঞানের) দীনতার কথা কোনোদিন ভুলব না।

তিনি ছাড়াও হাসান বাছরী, ইবনু সীরীন, মাকহূলসহ আরো অনেক জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানগণ ছিলেন দাস। ইলম ও তাক্বওয়ার গুণেই তারা মর্যাদার স্বর্ণশিখরে আরোহন করেছিলেন।

উপদেশ-১০ : অল্পে তুষ্ট হও, সম্মানিত হবে

হে বৎস! দুনিয়ার পেছনে ছুটা কিংবা দুনিয়াদারদের কাছে হাত পাতা থেকে নিজের মান-সম্মান রক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট হও। অল্পে তুষ্ট হও, সম্মানিত হবে। বলা হয়, 'যে ব্যক্তি রুটি-সবজিতে তুষ্ট হয়, তাকে কেউ গোলাম বানাতে পারে না'।

জনৈক বেদুঈন বাছরা অতিক্রমকালে বাছরাবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই গ্রামের সর্দার কে? তাকে বলা হলো, 'হাসান আল-বাছরী'। সে বলল, কোন গুণের কারণে তিনি তাদের নেতৃত্ব দেন? তারা বলল, তিনি দুনিয়াদারদের দুনিয়া থেকে অমুখাপেক্ষী, আর দুনিয়াবাসী তার জ্ঞানের মুখাপেক্ষী।

৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮০১৯।
৫. আবূ দাঊদ, হা/৫০৬৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৯১০।
৬. আত-তারগীব, হা/১৫৯৫; মিশকাত, হা/৯৭৪।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৩৭০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২৭।
৮. তিরমিযী, হা/৩৩৯৮, হাদীছ ছহীহ; আবূ দাঊদ, হা/৫০৪৫।

শুনে রাখো বাবা! আমার পিতা ছিলেন বড় সম্পদশালী। তিনি রেখে গিয়েছিলেন অঢেল সম্পদ। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করলাম তখন আমার অভিভাবকগণ[৯] আমাকে ২০ দীনার ও দুটি ঘর প্রদান করে বলেছিলেন, এগুলো তোমার পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ। আমি দীনারগুলো নিয়ে তা দিয়ে কিতাবাদি ক্রয় করেছিলাম এবং ঘর দুটি বিক্রি করে এর মূল্য ইলম অর্জনের পথে খরচ করেছিলাম। আমার কাছে কোনো সম্পদ অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু অর্থকড়ি না থাকলেও তোমার পিতা কোনোদিন ইলম অর্জনের পথে অপমানিত হয়নি। আবার অন্যান্য বক্তার মতো দেশে দেশে ঘুরেও বেড়ায়নি। অথবা কারো কাছে কিছু চেয়ে কোনোদিন চিরকুটও লিখে পাঠায়নি। তারপরও তার সবকিছু ঠিকমতো চলছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার উপায় বের করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন, যার কল্পনা সে করত না' *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*।

উপদেশ-১১ : তাক্বওয়া যথাযথ হলে সকল কল্যাণ তোমার হাতে ধরা দিবে

প্রিয় বৎস! যখন তোমার মাঝে যথাযথ তাক্বওয়া তৈরি হবে তখন সকল কল্যাণ তোমার হাতে এসে ধরা দিবে। একজন তাক্বওয়াবান ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোনো কিছু করে না এবং দ্বীনের ক্ষতি হয় এমন বিষয়ের মুখোমুখিও হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলবে, আল্লাহ তাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বলেন, 'তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখো, তিনিও তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহকে স্মরণ রাখো, তাহলে তাকে তোমার সামনে পাবে'।[১০]

কলিজার টুকরা! জেনে রাখো, ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর সৎকর্মের ভাণ্ডার থাকায় তার মাধ্যমে তিনি কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সে যদি তাসবীহ পাঠ না করত, তাহলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই থেকে যেত' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১৪৩-১৪৪)*। অন্যদিকে ফেরাউনের সৎকর্ম না থাকায় সংকটকালে বিপদ থেকে রক্ষা পায়নি; বরং তাকে বলা হয়েছিল, 'এখন ঈমান আনছো? অথচ ইতোপূর্বে তুমি নাফরমানী করেছিলে' *(ইউনুস, ১০/৯১)*। সুতরাং তাক্বওয়াকে তোমার সৎকর্মের ভাণ্ডার বানাও, জীবনের বাঁকে বাঁকে তুমি এর প্রভাব অনুভব করতে পারবে। হাদীছে এসেছে, 'কোনো যুবক যদি যৌবনে আল্লাহকে ভয় করে, তাহলে বার্ধক্যে আল্লাহ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন'।[১১]

মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন সে যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি' *(ইউসুফ, ১২/২২)*। তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং ধৈর্যধারণ করে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না' *(ইউসুফ, ১২/৯০)*। জেনে রাখো বৎস, সবচেয়ে বড় সৎকর্ম হচ্ছে হারাম (বেগানা নারী) জিনিস থেকে দৃষ্টি নিচু রাখা, অতিরিক্ত কথা হতে জিহ্বাকে সংযত রাখা, হালাল-হারামের সীমারেখার ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং প্রবৃত্তির উপর আল্লাহকে প্রাধান্য দেওয়া। তুমি তো ঐ তিন ব্যক্তির ঘটনা জানো, যারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। অতঃপর একটি পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন তাদের একজন বলেছিল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা এবং সন্তানাদি ছিল। আমি আমার সন্তানদের পূর্বে তাদেরকে দুধ পান করানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। এ কাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে পাথরখণ্ডটি গুহার মুখ থেকে দূর করে দাও। অতঃপর পাথরটির এক-তৃতীয়াংশ সরে গেল। দ্বিতীয়জন বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি একজন শ্রমিক রেখেছিলাম। সে তার পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট না হয়ে চলে গিয়েছিল। অতঃপর আমি তার পারিশ্রমিক দিয়ে ব্যবসা করেছিলাম। একদিন এসে সে আমাকে বলল, আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন না? আপনি কি আমার পারিশ্রমিক দিবেন না? আমি বলেছিলাম, ঐ যে দেখ গরুর পাল ও রাখালেরা, ঐ সবগুলো তোমার, তুমি নিয়ে যাও। এ কাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে পাথরখণ্ডটি গুহার মুখ থেকে দূর করে দাও। অতঃপর পাথরের দুই-তৃতীয়াংশ সরে গেল। তৃতীয়জন বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি আমার এক চাচাতো বোনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তার সাথে যেনার কাজ করার জন্য তার কাছাকাছি হলে সে আমাকে বলেছিল, আল্লাহকে ভয় করো, অন্যায়ভাবে আমার মোহর খুলে ফেলো না (আমার সতীত্ব নষ্ট করো না)। এ কথা শুনে আমি তার থেকে উঠে চলে আসি। এ কাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে পাথরখণ্ডটি গুহার মুখ থেকে সরিয়ে দাও। তারপর পাথরটি গুহার মুখ থেকে পরিপূর্ণ সরে গেল। তখন তারা বের হয়ে আসে।[১২]

সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ-কে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার প্রতিপালক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আমাকে কবরস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে দেখতে পেলাম। তারপর আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। তখন একজনকে বলতে শুনলাম, আপনিই কি সুফিয়ান? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমিই সুফিয়ান। সে বলল, আপনার কি ঐ দিনের কথা মনে পড়ে যেদিন আপনি নিজ প্রবৃত্তির উপরে আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন আমাকে জান্নাতের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হলো।

(চলবে)

৯. পিতার মৃত্যুর পর অন্যরা আমার দেখভাল করত।
১০. মুসনাদে আহমাদ, ১/২৯৩; তিরমিযী, হা/২৫১৬।
১১. ছয়দুল খাত্বির, পৃ. ৫২৮; হিলয়াতুল আওলিয়া, ৪/১৩৯।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/২২৭২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৪৩।

ঈমান ভঙ্গের কারণ

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

ঈমান হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে যায়। আর ঈমান নষ্ট হওয়া মানেই ঈমান ভঙ্গ হওয়া। আজ আমরা কী কী কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রাককথা :

ঈমান ভঙ্গের কারণ জানতে হলে আগে পরিপূর্ণ ঈমান কী, সেটা জানতে হবে। আর পরিপূর্ণ ঈমান কী জানার আগে ইসলাম কী সেটা জানা উচিত। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পরিপূর্ণ বিধানে আনুগত্য করা। এই পরিপূর্ণ বিধানকে মুখে স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস এবং কাজে পূর্ণ করাই হচ্ছে ঈমান। যার সহজ অর্থ হলো ইসলামের বিধানকে মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং সেইমতে কাজ (আমল) করাই হচ্ছে ঈমান। যে এই কাজ অর্থাৎ ঈমান এনে ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল হয় তাকে বলা হয় মুসলিম।

সুতরাং ঈমানের অর্থ হলো আল্লাহ এবং আল্লাহ সম্পর্কিত সকল বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মূলত তিনভাবে তথা বিশ্বাসগত, কর্মগত এবং উক্তিগতভাবে ভঙ্গ হয়ে থাকে। এখন আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রধানত কী কী কারণে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় তা জানার চেষ্টা করব।

(১) শিরক করা :

আল্লাহর সাথে শিরক করার কারণে যেকোনো ঈমানদার তার ঈমান হারিয়ে ফেলে। শিরক অর্থ হলো আল্লাহর সাথে অন্যান্য ইলাহ বা উপাস্য সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ আল্লাহর সমকক্ষ অন্য কাউকে মনে করা, স্বীকার করা বা কাজে প্রমাণিত করা। বিভিন্নভাবে শিরক হয়ে থাকে। যেমন—

(ক) ইবাদতের শিরক : আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে তার ইবাদত করা হচ্ছে ইবাদতের শিরক। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য যেমন সিজদা, ছিয়াম, কুরবানী, তাওয়াফ ইত্যাদি করা হয়, ঠিক তেমনি অন্য কোনো উপাস্যকে যেমন : দেব-দেবী, আল্লাহর কোনো বান্দার (পীরের) জন্য বা অন্য কারও (ওলী, আউলিয়ার) উদ্দেশ্যে একইভাবে জীবিত বা কবরের ব্যক্তির জন্য সিজদা, ছিয়াম, মান্নত, কুরবানী, তাওয়াফ ইত্যাদি করা হচ্ছে সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য স্থির করো না। তাহলে নিন্দিত ও (আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে) বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৩৯)*। অন্য আয়াতে রাসূল ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে উপাস্যকে ডাকবেন না। তাহলে আপনি শাস্তিতে নিপতিত হবেন' *(আশ-শুআরা, ২৬/২১৩)*।

আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা যাবে না। শুধু তাই নয়; আল্লাহ সরাসরি তাঁর রাসূল ﷺ -কেও নির্দেশ দিয়েছেন শরীক না করার জন্য। অথচ সকল নবী-রাসূলগণ হচ্ছেন নিষ্পাপ। আল্লাহ এটা এই জন্যই বললেন, যাতে মানুষ শিরকের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারে। অথচ অনেকে শিরক সম্পর্কে না জানার কারণে বিভিন্ন পীর-ওলী-আউলিয়ার দরবারে গিয়ে সিজদা, মান্নত, তাওয়াফ, কুরবানী ইত্যাদি করছে- যদিও এইসব ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য।

(খ) আল্লাহর ছিফাতের সাথে শিরক : আল্লাহর গুণাবলিতে অন্য কাউকে গুণান্বিত করা। অর্থাৎ আল্লাহর যা করার ক্ষমতা আছে তা তাঁর অন্য কোনো বান্দা বা অন্য কেউ করতে পারে এমন বিশ্বাস রাখা হচ্ছে আল্লাহর ছিফাতের সাথে শিরক।

আল্লাহর ক্ষমতা হচ্ছে কাউকে জীবন দেওয়া, নেওয়া, সুখ, দুঃখ, সন্তান দেওয়া, বিপদে উদ্ধার করা ইত্যাদি। এখন কেউ যদি আল্লাহর কোনো বান্দার বা অন্য কারও এমন ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে, তাহলে তা হবে শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেন, '(হে নবী!) বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা ভালো ও মন্দের মালিকও নয়' *(আর-রা'দ, ১৩/১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান' *(আশ-শূরা, ৪২/৪৯-৫০)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা (দুঃখ-কষ্ট) দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোনো কল্যাণ (সুখস্বাচ্ছন্দ্য) দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনিই তো সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আল-আনআম, ৬/১৭)*।

উপরিউক্ত আয়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সবকিছুর উপরই আল্লাহর ক্ষমতা। তিনিই একক এবং একমাত্র ক্ষমতাবান। তিনিই মানুষকে দুঃখ, দুর্দশা, সুখ, শান্তি, সন্তান ইত্যাদি প্রদান করেন। তিনি তাঁর ক্ষমতা কাউকে প্রদান করেননি যে, অন্য কেউ তা দিতে পারবেন। সুতরাং কোনো বান্দা আল্লাহর জন্য খাছ, এমন কোনো কিছু তিনি ছাড়া আর কারো নিকট চাইলে তার ঈমান চলে যাবে।

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

(গ) আল্লাহর রাজত্বের সাথে শিরক : আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির সাথে তাদের জীবনযাপন করার জন্য বিভিন্ন বিধিবিধানও তৈরি করে দিয়েছেন। ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। যে বিধান বা সংবিধান দিয়ে মুসলিমগণ তাদের সকল সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবে।

এখন যদি কেউ আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নতুন কোনো দুনিয়াবী বিধান (বাধ্যতামূলক না হলে আপসে) মেনে নেয় বা প্রতিষ্ঠা করে বা করার জন্য সাহায্য করে, তাহলে তা হবে আল্লাহর রাজত্বের সাথে শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'জেনে রেখো! সৃষ্টি যেহেতু তাঁর (আল্লাহর) সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির উপর ক্ষমতাও একমাত্র (আল্লাহর) তাঁর' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৪)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত বিচার-ফয়সালা ও শাসন করার ক্ষমতা কারও নেই' *(আল-আনআম, ৬/৫৭)*।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এই ঘোষণা দিচ্ছেন যে, সবকিছুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। আর তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর বিধিবিধানেরই ক্ষমতা চলবে। দুনিয়ার কারও কোনো বিধান বা সংবিধান এখানে প্রযোজ্য নয়। যদি আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করে, তবে তা হবে শিরক।

(২) কারো মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া :

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দেন যে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তাঁর বান্দাদের শোনেন এবং দেখেন। তাঁর বান্দাদের যেকোনো প্রয়োজনে তিনি সাড়া দেন। তারপরও কেউ যদি আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে বা বিপদে উদ্ধার হতে আল্লাহর কোনো বান্দাকে মাধ্যম ধরে বা অছীলা মনে করে, তবে তা হবে শিরক। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহর উপর ভরসা করো' *(আল-মায়েদা, ৫/২৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'বলুন, (হে নবী!) আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা যেন তাঁরই উপর নির্ভর করে' *(আয-যুমার, ৩৯/৩৮)*।

অর্থাৎ যারা ঈমানদার তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করবে। যারা সরাসরি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কাছে মাধ্যম বানাবে তারা গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে ঈমানহারা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা আল্লাহকে ব্যতীত যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না; উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, 'এইগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'। বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র' এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে' *(ইউনুস, ১০/১৮)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে'। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে নিশ্চয় আল্লাহ সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফের, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হেদায়াত দেন না' *(আয-যুমার, ৩৯/৩)*।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, যারা আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া বা পাওয়ার জন্য অন্য কাউকে মিডিয়া বা মাধ্যম বানাবে বা প্রয়োজন মনে করবে, তাহলে তা হবে আল্লাহর সাথে শিরক। অর্থাৎ যিনি আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসাবে কাউকে মাধ্যম মানবেন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় তথাকথিত পীর-ওলী-আউলিয়া ইত্যাদির দরবারে গিয়ে তাদের নাম করে সিজদা, মান্নত, কুরবানী করা হচ্ছে শিরক। যা ঈমানদারের ঈমান নষ্ট করে শিরকে লিপ্ত করে।

(৩) মুশরিক-কাফেরদের কাফের মনে না করা :

কেউ যদি স্বীকৃত মুশরিক-কাফেরদের কাফের মনে না করে, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের খারাপ মনে না করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ সুস্পষ্ট বলেন, 'নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র' *(আত-তওবা, ৯/২৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী, খ্রিষ্টানদের) মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং শিরক করে, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং এরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট সৃষ্টি' *(আল-বাইয়িনাহ,৯৮/৬)*।

অতএব আল্লাহর ঘোষণা চূড়ান্ত যে, ইয়াহূদী, নাছারা, মুশরিক (যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে) তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তাদের ব্যাপারে কাফের নয় (তারাও আল্লাহর বান্দা তারাও ভালো কাজে নাজাত পাবে) এমন সন্দেহ করা যাবে না। কেউ এমন করলে তার ঈমান থাকবে না।

(৪) ইসলামের বিধানকে অচল মনে করা :

আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধানকে প্রাগৈতিহাসিক পুরোনো অচল ইত্যাদি মনে করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর দেওয়া বিধিবিধান না মেনে অন্য কোনো দুনিয়াবী বিধিবিধান বা সংবিধান মেনে চলা এবং ঐটাকেই যথার্থ মনে করা।

যারা আপসে কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ইসলামী বিধিবিধান মানবে না এবং দুনিয়াবী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করবে এবং মানবে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার নারী-পুরুষের সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে' *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ (ইসলাম) প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলিমের অনুসৃত পথের (রাসূলের সুন্নাহর) বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল' *(আন-নিসা, ৪/১১৫)*।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর কাছে ইসলাম ব্যতীত কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু মানে, ভালো লাগে বা মানানোর জন্য অন্যকে উৎসাহিত বা চাপ দেয়, তাহলে তার ঈমান বাতিল হয়ে যাবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী হাফিযাহুল্লাহ

*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(এপ্রিল'২২ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৪)

১৩তম দলীল : মৃত ব্যক্তির সাথে সৎ সন্তানাদির সৎ আমল সংযুক্ত হবে। সন্তানাদির ছওয়াব কমতি ছাড়াই পিতা-মাতার জন্য সন্তানাদির অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। কেননা সন্তানাদি পিতা-মাতার প্রয়াসফল এবং উপার্জন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 'আর মানুষ তাই পায়, যা সে করে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯)*। রাসূল ﷺ বলেন, إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ 'কোনো ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্য সর্বোত্তম খাদ্য। তার সন্তানও তার উপার্জন'।[১]

১৪তম দলীল : আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا تَصَدَّقْتَ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে,[২] কিন্তু আমার বিশ্বাস- তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে ছাদাক্বা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে ছাদাক্বা করলে তিনি এর প্রতিফল পাবেন কি? তিনি [নবী করীম ﷺ] বললেন, হ্যাঁ' [তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করো]'।[৩]

১৫তম দলীল : ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, বানু সা'এদার নেতা সা'দ ইবনু উবাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَىْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِى الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا ! 'আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করি, তবে তা কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সা'দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তাহলে আপনাকে সাক্ষী করে আমি আমার মিখরাফ[৪] বা ফলবান বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে ছাদাক্বা করলাম'।[৫]

---

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. আবূ দাঊদ, 'ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা' অধ্যায়, 'পিতা সন্তানের সম্পদ ভোগ করতে পারে' অনুচ্ছেদ, হা/৩৫২৮; তিরমিযী, 'বিচারকার্য' অধ্যায়, 'পিতা তার সন্তানের সম্পদ হতে নিতে পারে' অনুচ্ছেদ, হা/১৩৫৮; নাসাঈ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা' অনুচ্ছেদ, হা/৪৪৫৪; ইবনু মাজাহ, 'ব্যবসাবাণিজ্য' অধ্যায়, 'উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা' অনুচ্ছেদ, হা/২১৩৭; হাকেম, ২/৪৬; ত্বায়ালিসী, হা/১৫৮০; মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪১, ১২৬, ১৬২, ১৭৩, ১৯৩, ২০১, ২০২, ২২০; হাকেম বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটি ছহীহ এবং ইমাম যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটি ছহীহ। সেটা কয়েক দিক থেকে সঠিক নয়। কারণ, সেটা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রশস্ত নয়। এই হাদীছের শাহেদ হাদীছ রয়েছে। যা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত; আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ এবং আহমাদ, ২/১৭৯, ২০৪, ২১৪, সনদ হাসান।

২. আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শব্দটির 'الف' ও প্রথম 'ت' বর্ণে পেশ এবং 'ا' বর্ণে যের, মাজহূল করে। অর্থাৎ, ছিনিয়ে নেওয়া হলো বা হঠাৎ মারা গেল।

৩. ছহীহ বুখারী, 'জানাযা' অধ্যায়, 'হঠাৎ মৃত্যু' অনুচ্ছেদ, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, 'যাকাত' অধ্যায়, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করে তার জন্য ছওয়াব পৌঁছানো' অনুচ্ছেদ, হা/১০০৪; আবূ দাঊদ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি অছিয়ত না করে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৮৮১; নাসাঈ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'হঠাৎ মৃত্যু হলে মৃতের পক্ষ হতে তার পরিবারের ছাদাক্বা করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ, হা/৩৬৭৯; ইবনু মাজাহ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'অছিয়ত করার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে' অনুচ্ছেদ, হা/২৭১৭ (২৭১৫); বায়হাক্বী, ৪/৬২, ৬/২৭৭-২৭৮; মুসনাদে আহমাদ, ৬/৫১। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ ধারাবাহিকতাটা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর দু'বর্ণনার একটি বর্ণনাতে রয়েছে এবং শেষ অতিরিক্তটুকু অন্য বর্ণনাতে রয়েছে এবং ইবনু মাজাহতেও রয়েছে। ইবনু মাজাহতে আরো একটি অতিরিক্ত রয়েছে। আর ইমাম মুসলিমেরটা শ্রেষ্ঠতর।

৪. অর্থাৎ ফলপ্রসূ। ফলফলাদি আরোহণ বা সংগ্রহ করার কারণে সেটাকে المخراف বলা হয়।

৫. ছহীহ বুখারী, 'অছিয়ত' অধ্যায়, ওয়াক্বফ ও ছাদাক্বার সাক্ষী রাখা' অনুচ্ছেদ, হা/২৭৬২ (২৭৫৬); আবূ দাঊদ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি অছিয়ত না করে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৮৮২; নাসাঈ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মৃতের পক্ষ থেকে ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/৩৬৮৫; তিরমিযী, 'যাকাত' অধ্যায়, 'মৃতের পক্ষ

১৬তম দলীল : সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْىُ الْمَاءِ فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ 'আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে ছাদাক্বা করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন ছাদাক্বা উত্তম? তিনি বললেন, পানি পান করানো। সেটাই মদীনায় (এখনো) সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর পানি পান করানোর ব্যবস্থাপনা'।[৬]

১৭তম দলীল : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, إِنَّ أَبِى مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ 'আমার পিতা মারা গেছেন এবং তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন; কিন্তু অছিয়ত করেননি। তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা হলে কি তার গুনাহ ক্ষমা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[৭]

১৮তম দলীল : আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আ'ছ ইবনু ওয়ায়েল আস-সাহমী তার পক্ষ থেকে ১০০ গোলাম আযাদ করার অছিয়ত করেন। তার এক ছেলে হিশাম ৫০টি গোলাম আযাদ করেন। পরে আরেক ছেলে আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বাকী ৫০টি আযাদ করার ইচ্ছা করেন। তিনি বিষয়টি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করার মনস্থ করেন। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! إِنَّ أَبِى أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ 'আমার পিতা তার পক্ষ থেকে ১০০ গোলাম আযাদ করার অছিয়ত করে যান। তার ছেলে হিশাম ৫০টি গোলাম আযাদ করেছেন, এখন ৫০টি আযাদ করার বাকী আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করব? রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে যদি মুসলিম হতো, তাহলে তোমরা তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করলে অথবা ছাদাক্বা করলে কিংবা হজ্জ করলে তার কাছে এর ছওয়াব পৌঁছত'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ 'সে যদি তাওহীদের উপর মারা যেত, তাহলে তোমরা তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করলে তা তার উপকারে আসত'।[৮+৯]

১৯তম দলীল : শারীদ ইবনু সুওয়াইদ আছ-ছাক্বাফী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার মা একটি গোলাম আযাদ করার অছিয়ত করেছেন। আর আমার নিকট একটি হাবশী দাসী রয়েছে, আমি যদি আমার মায়ের পক্ষ হতে মুক্ত করি, তবে কি তা যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, তাকে (সেই দাসীকে) আমার নিকট নিয়ে এসো। পরে আমি তাকে তাঁর নিকট নিয়ে গেলাম। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتْ: اللهُ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ 'তোমার রব কে? তিনি বললেন, আমার রব আল্লাহ। তিনি তাকে বললেন, আমি কে? তিনি বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও, সে ঈমানদার'।[১০]

২০তম দলীল : ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عباده في الحج أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وفي رواية لمسلم فَحُجِّي عَنْهُ.

'খাছআম গোত্রের এক মহিলা এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যে হজ্জ ফরয করেছেন, তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপরও ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো'।[১১]

থেকে ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ, হা/৬৬৯; বায়হাক্বী, ৬/২৭৮; মুসনাদে আহমাদ হা/৩০৮০, ৩৫০৫, ৩৫০৮।

৬. নাসাঈ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, সুফিয়ানের বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ' অনুচ্ছেদ, হা/৩৬৬৩, ৩৬৬৪; আবূ দাঊদ, 'যাকাত' অধ্যায়, 'পানি পান করানোর ফযীলত প্রসঙ্গে' অনুচ্ছেদ, হা/১৬৮১; ইবনু মাজাহ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'পানি দান করার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/৩৬৮৪; আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) নাসাঈ, ২/৫৬০, ৫৬১-তে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন; মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৮৫।

৭. ছহীহ মুসলিম, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মৃতের নিকট দানের ছওয়াব পৌঁছা' অনুচ্ছেদ, হা/১৬৩০; নাসাঈ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মৃতের পক্ষ থেকে ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/৩৬৫০; বায়হাক্বী, ৬/২৭৮; মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৭১।

৮. আবূ দাঊদ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মৃত কাফেরের অছিয়ত পূরণ করা মুসলিম ওয়ালীর জন্য অত্যাবশ্যাক কি না?' অনুচ্ছেদ, হা/২৮৮৩; বায়হাক্বী, ৬/২৭৯; আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার ধারাবাহিকতায়; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৭০৪-এ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটির সনদ হাসান।

৯. আমি (লেখক) বলি যে, এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, নফল ছিয়ামের ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে হাদিয়া দেওয়া হলে, মৃত ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

১০. নাসাঈ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মৃত্যের পক্ষ থেকে ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/৩৬৫১; আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) সিলসিলা ছহীহা, হা/৩১৬১-তে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

১১. ছহীহ বুখারী, 'ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছু বদলা' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি সওয়ারীতে বসে থাকতে অক্ষম, তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৮৫৪; ছহীহ মুসলিম, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'বিকলাঙ্গ,

২১তম দলীল : আবূ রাযীন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ 'আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্জ এবং উমরা আদায় করতে তিনি অক্ষম এবং সওয়ারীতে সফর করতেও অসমর্থ। তিনি বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ ও উমরা আদায় করো'।[১২]

২২তম দলীল : ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সিনান ইবনে আব্দুল্লাহ জুহানী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্ত্রী তাকে বললেন, যেন তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, তার মাতা হজ্জ না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তার মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (অতঃপর তিনি বলেন), لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا 'যদি তার কোনো ঋণ থাকত আর তার পক্ষ হতে সে আদায় করত, তাহলে কি তার মাতার পক্ষ থেকে আদায় হতো না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বলেন, সে যেন তার মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে'।[১৩]

২৩তম দলীল : ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ 'জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, আমার মাতা হজ্জের মানত করেছিলেন, তবে তিনি হজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ আদায় করো। তুমি এ ব্যাপারে কী মনে কর যে, যদি তোমার মাতার উপর ঋণ থাকত, তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহর হক্ব আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হক্বই সবচেয়ে বেশি আদায়যোগ্য'।[১৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, فَاقْضُوا اللَّهَ الَّذِى لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ 'কাজেই তার উপর যে মানত আছে, তা তুমি আদায় করো। আল্লাহ অধিক হক্বদার, যে তাঁর জন্য কৃত মানত মানুষেরা পূর্ণ করবে'।[১৫] অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, একজন ব্যক্তি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ 'আমার বোন হজ্জের মানত করেছিল। কিন্তু সে মারা গেছে। তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'কাজেই আল্লাহর হক্ব আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হক্বই সবচেয়ে বেশি আদায়যোগ্য'।[১৬]

২৪তম দলীল : ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'লাব্বাইকা শুবরুমা'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শুবরুমা কে? লোকটি বললেন, আমার ভাই কিংবা আমার বন্ধু। তিনি বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ 'প্রথমে তোমার নিজের হজ্জ আদায় করে নাও, অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো'।[১৭]

২৫তম দলীল : আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ 'রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর ইচ্ছা করলে দুটি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত, ধূসর বর্ণের ও ছিন্নমুষ্ক মেষ ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি নিজ উম্মতের যারা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর নবুঅতের সাক্ষ্য দেয়, তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন'।[১৮]

(চলবে)

বার্ধক্য ইত্যাদির কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হতে অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ সম্পাদন' অনুচ্ছেদ, হা/১৩৩৪ (২৩৭৫)।

১২. আবূ দাঊদ, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'কারো পক্ষ থেকে হজ্জ করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৮১০; তিরমিযী, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'বৃদ্ধ পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করা' অনুচ্ছেদ, হা/৯৩০; নাসাঈ, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে উমরা করা' অনুচ্ছেদ, হা/৩৬৩৮; ইবনু মাজাহ, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'জীবিত ব্যক্তি হজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৯০৬; দেখুন- নাসাঈ, ২/৫৫৬; আবূ দাঊদ, ১/৩৪১; ইবনু মাজাহ, ২/১৫২; তিরমিযী, ১/২৭৫।

১৩. মুসনাদে আহমাদ, ১/২১৭, ২৪৪, ২৭৯; নাসাঈ, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গেল তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৬৩১; ইবনু খুযায়মা, হা/৩০৩৪, ৩০৩৫; আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) নাসাঈ, ২/৫৫৬-তে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

১৪. ছহীহ বুখারী, 'ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা' অধ্যায়, 'মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ বা মানত আদায় করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৮৫২।

১৫. ছহীহ বুখারী, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, 'কোনো বিষয়ে প্রশ্নকারীকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে সুস্পষ্ট হুকুম বর্ণিত আছে এরূপ কোনো বিষয়ের সঙ্গে আরেকটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা' অনুচ্ছেদ, হা/৭৩১৫।

১৬. ছহীহ বুখারী, 'শপথ ও মানত' অধ্যায়, 'মানত আদায় না করে কেউ যদি মারা যায়' অনুচ্ছেদ, হা/৬৬৯৯।

১৭. আবূ দাঊদ, 'হজ্জ' অধ্যায়, কারো পক্ষ থেকে হজ্জ করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৯০৩; আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) আবূ দাঊদ, ১/৩৪১-এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন; ইরওয়াউল গালীল, ৪/১৭১।

১৮. ইবনু মাজাহ, 'কুরবানী' অধ্যায়, 'রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কুরবানী' অনুচ্ছেদ, হা/৩১২২; আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু মাজাহ, ৩/৮১-তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

www.al-itisam.com

সারোগেসি : বাস্তবতা বনাম ইসলাম

-এ.এস.এম. মাহবুবুর রহমান *

বিশ্ব আজ ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়ায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে শেকড় থেকে শিখরে। এই যে কিছুদিন পূর্বে যে বিষয়টি অকল্পনীয় ছিল, আজ তা বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। যা আমাদের জীবনকে করে দিয়েছে সহজ থেকে সহজতর। চিকিৎসাবিজ্ঞানও বর্তমান সময়ে বেশ অগ্রগামী। নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারে বিজ্ঞান বেশ সফল। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সারোগেসি। তবে মুসলিম হিসেবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রশ্ন বা দায়বদ্ধতা থেকেই যায় যে, ইসলাম সারোগেসিকে অনুমোদন দেয় কি-না? সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা আজ সারোগেসি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

Surrogacy শব্দটি ইংরেজি, সারোগেসি শব্দের অর্থ হলো গর্ভাশয় ভাড়া। এখান থেকেই সারোগেট মাদার অর্থাৎ ভাড়াটে মা। সারোগেসি হলো একটি আধুনিক প্রজনন ব্যবস্থা। এনএইচএস-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী- সারোগেসি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে একজন নারী কোনো এক যুগলের জন্য গর্ভধারণ করে। যারা চিকিৎসা জটিলতায় বা শারীরিক কোনো কারণে গর্ভধারণ করতে অক্ষম। ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) পদ্ধতিতে নারীদেহ হতে ডিম্বাণু ও পুরুষদেহ হতে শুক্রাণু দেহের বাইরে টেস্টটিউবে নিষিক্ত করে তা সারোগেট নারীর গর্ভাশয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়।

সারোগেসি দুই রকমের হয়—

(১) পার্শিয়াল সারোগেসি : বাবার শুক্রাণু আর সারোগেট মায়ের ডিম্বাণু থেকে শিশুর জন্ম হয়। সন্তানধারণে এখানে কোনো ভূমিকাই পালন করেন না মা।

(২) ট্রু-সারোগেসি : মায়ের ডিম্বাণু নিয়ে ল্যাবে ভ্রূণ তৈরি করা হয়। এরপর সারোগেট মায়ের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয় ভ্রূণটি। এটিই এখন প্রচলিত পদ্ধতি।

সারোগেসি কেন করা হয়?

প্রথমত, কেউ কেউ সারোগেসি করেন শারীরিক কোনো সমস্যার জন্য। আবার কেউ কেউ কষ্ট ও সময় যাতে না হয়, সেজন্য সারোগেসি করে থাকেন। সারোগেসি ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে ধনীরা বা তথাকথিত তারকারা বর্তমানে এটি গ্রহণ করছেন। তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, গর্ভকালীন সময়ে শারীরিক সৌন্দর্য, জনপ্রিয়তা এবং অভিনয় জগৎ থেকে ছিটকে না পড়া ইত্যাদি। এটি কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়; বরং হারাম।

দ্বিতীয়ত, অনেক চেষ্টার পরও যখন সন্তান লাভের আর কোনো পথ থাকে না, তখন সারোগেসিই হয় অন্যতম উপায়। তবে এর পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন—

১. অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বারবার মিসক্যারেজ (গর্ভপাত) হওয়া।

২. আইভিএফ চিকিৎসায় গর্ভধারণ না হওয়া।

৩. মেনোপজ (নারীদের একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর পুরোপুরি মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া)।

৪. জরায়ুতে অস্বাভাবিকতা বা অস্ত্রোপচারের কারণে জরায়ুতে জটিলতা তৈরি হওয়া।

সন্তান সকলেরই কাম্য। অনেক চেষ্টা করেও যখন সন্তান না আসে কিংবা সন্তানের প্রয়োজন যদি একান্তই হয়, তবে সন্তান গ্রহণের স্বাভাবিক পন্থা ব্যতীত ভিন্ন কোনো পন্থা অবলম্বনে সতর্ক থাকতে হবে। মুসলিমজাতির পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বার্ধক্য বয়সে সন্তান লাভ করেছেন। তবে তারা এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করেননি, যেটি শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক। মূলত আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন; কখনো তাকে অনেক কিছু দিয়ে আবার কখনো না দিয়ে। হতে পারে সন্তান না পাওয়াটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ। তাই বেশি বেশি দু'আ করতে হবে, ধৈর্যধারণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে হারাম কোনো পন্থা অবলম্বন করা বৈধ নয়। কেননা মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সালাফে ছালেহীন থেকে এর কোনো অনুমোদন নেই। হারাম পদ্ধতিতে কেন যাবেন? যেখানে আল্লাহ তাআলা মাছনা (দ্বিতীয় বিবাহ) নামক অন্য ব্যবস্থা রেখেছেন। আপনি চাইলেই যেটা করতে পারছেন। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সন্তান না হওয়ায় স্ত্রীর সাথে রূঢ় আচরণ করে তালাক দেওয়া ভালো ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে না, বরং সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইসলামে সারোগেসির বিধান :

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ফতওয়া বোর্ডের ফতওয়া হলো,

* শিক্ষার্থী, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

এটা ইসলামী শরীআতে হারাম। এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস (পরিচয়হীনতা)। কেননা এখানে শুধু মাতৃত্ব-পিতৃত্বের বিষয়টাই হারিয়ে যায় না, বরং নাসল (বংশধারা) এর পবিত্রতা বাধাগ্রস্ত করে। শুধু তাই নয়, প্রকৃত বাবা-মা কে হবেন তা নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী জন্মদাত্রী নারীই হন সন্তানের মা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ 'তাদের মা তো শুধু তারাই, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে' *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/২)*।

আরবী একটি কায়দা রয়েছে যে, أَلْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيْمُ। অর্থাৎ 'সহবাসের ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে হারাম। যতক্ষণ না হালালভাবে আক্বদ হয়'। সারোগেসি প্রত্যক্ষভাবে যেনা না হলেও সেখানে এমন কিছু দায়বদ্ধতা থেকেই যায়, যা কোনোভাবেই হালাল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। আল্লাহ তাআলা জৈবিক চাহিদা পূরণ, সন্তান গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট পন্থা এবং বংশ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে স্ত্রীকেই চিহ্নিত করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে সন্তান গ্রহণের জন্য নিজের বিবাহিত স্ত্রীকেই চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো' *(আল-বাক্বারা, ২/২২৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ 'আর তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, তারপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। আর আপনার রব হলেন প্রভূত ক্ষমতাবান' *(আল-ফুরকান, ২৫/৫৪)*। অন্যত্র তিনি আরও ইরশাদ করেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ 'আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত, নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা নিন্দিত হবে না' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫-৬)*। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ 'তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সঙ্গে সংগত হয়, তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। অতঃপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে আসে, তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, যদি আপনি আমাদের এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব' *(আ'রাফ, ৭/১৮৯)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ 'আল্লাহ ও আখেরাতের উপর যে লোক ঈমান রাখে, সে যেন নিজের পানি (বীর্য) দিয়ে অন্যের সন্তানকে সিক্ত না করে'।[১]

সারোগেসিতে কি প্রকৃত মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়া যায়?

যদি এক কথায় উত্তরে আসি, তাহলে উত্তর হবে- অবশ্যই না। কেননা একজন মা পরম যত্নে প্রায় ৪০ সপ্তাহ গর্ভধারণ করেন এমনকি সন্তান প্রসবের সময় কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করার পরও জন্মদানের সময়টা মায়ের কাছে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি বলে মনে হয়। একথা সর্বজনবিদিত যে, সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে মা ও সন্তানের বন্ধন দৃঢ় হয়। সারোগেসি পদ্ধতির সন্তান তার মাকে কীভাবে প্রকৃত মায়ের ন্যায় ভালোবাসবে কিংবা সেই মায়ের সন্তানের প্রতি কেমন অনুভূতি কাজ করবে, যেখানে কষ্ট তো নেই, এমনকি দুগ্ধপান করানোর বিষয়টিও নেই।

শেষাংশে বলতে চাই, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ আমাদেরকে যা গ্রহণ করতে বলেছেন, সেটা গ্রহণ করা আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকটা জানার ও মানার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১. আবূ দাঊদ, হা/১৮৭৪; জামে আত-তিরমিযী, হা/১১৩১।

হারামাইন শারীফাইনের দেশে হালাল উপার্জন এবং নিরাপত্তার প্রাচুর্য

[১৫ শা'বান, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ১৮ মার্চ, ২০২২। পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. ছালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক* ***শায়খ মাহবূবুর রহমান মাদানী।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি পথ দেখান ও বিপথগামী করেন এবং সম্মানিত করেন ও লাঞ্ছিত করেন। তিনি উচ্চ ও পুত-পবিত্র। তাঁরই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। তিনি ছাড়া সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে।

আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যিনি সর্বোচ্চ স্থানের এবং পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর সকল ছাহাবীদের প্রতি, যাদের দ্বারা আল্লাহ এই দ্বীনের সাহায্য করেছেন এবং তাঁর শত্রুদের ব্যর্থ করেছেন। আরও সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক তাবেঈন এবং যারা তাঁদের উত্তমভাবে অনুসরণ করেন তাদের প্রতি।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! আমি আপনাদের সকলকে সেই সাথে নিজেকেও আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি। আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ আপনাদের অনুগ্রহ করুন! আপনারা কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করুন। কেননা আপদ-বিপদ সামনে উপস্থিত আর প্রতিবন্ধকতা বাধা দিচ্ছে। মৃত্যু হঠাৎ আসবে। যে তার কর্তাকে ভয় করে বিপদ ও দুর্যোগ তার উপর সহজ হয়। যে নিজের মতামতে আশ্চার্যান্বিত হয় সে অন্যের মতামতকে গ্রহণ করে না। আপনার রবের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করুন। আপনার ভাইদের জন্য ওযর সন্ধান করুন। বিরোধিতায় ব্যস্ত হয়েন না। সকাল-সন্ধ্যা ইস্তেগফার করুন ও আপনার রবের যিকির করুন। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়েন না। ক্ষমা করুন ও তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করুন। 'তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন? *(আন-নূর, ৬৪/২২)*।

হে মুসলিমগণ! পবিত্র-হালাল জিনিস দ্বারা অন্তঃকরণ এবং বাড়ি-ঘর ভালো হয়। কেননা এটা স্থির ও স্বীকৃত যে, মানুষের চালচলন এবং চরিত্র স্পষ্ট ও বড় ধরনের প্রভাবান্বিত হয় যা কিছু তার পেটে প্রবেশ করে এবং যা তার শরীরের মিশে যায় তা দ্বারা।

কিছু আলেম বলেছেন, এটা প্রত্যক্ষ যে, যখন হালাল খাদ্য বৃদ্ধি পায় এবং সন্দেহ-সংশয় থেকে দূরে থাকা হয়, তখন নেক্কার ও পরহেযগার ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । তার বিপরীতটা হলো বিপরীত দ্বারা। এর প্রমাণে সম্মানিত খত্বীব কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেন, 'হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করো এবং নেক আমল করো' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)*। বিদ্বানগণ বলেন, নেক আমলের উপর পবিত্র বস্তু আহার করাকে আগে নিয়ে আসার মধ্যে এই নির্দেশ বা প্রেরণা রয়েছে যে, এই পবিত্র-হালাল খাদ্য খাওয়া ফল দেয় সৎ আমলের। কেননা পবিত্র খাদ্য অন্তর ও দেহ জন্য উপুক্ত হয়। ফলে আমলসমূহ সঠিক হয়। যেমন দূষিত খাবার দ্বারা অন্তর ও দেহ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায়।

হে ভাই সকল! আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, অন্তর পরিষ্কার করা এবং দৃষ্টিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভালো খাদ্য, পানীয়, পোশাক, সাজসজ্জা ও অলংকার এবং ওষুধের বিরাট প্রভাব রয়েছে। বরং ইবাদত গ্রহণ হওয়া এবং দু'আ কবুল হওয়া পবিত্র ও হালাল খাদ্য খাওয়ার সাথে জড়িত। হাফেয ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মতগণ পবিত্র তথা হালাল খাদ্য খাওয়ার জন্য এবং সৎ আমলের জন্য আদেশপ্রাপ্ত। যতক্ষণ খাদ্য হালাল হবে ততক্ষণ সৎ আমল গৃহীত হবে। আর যদি খাদ্য হালাল না হয় তাহলে কীভাবে আমল কবুল হবে?

হে মুসলিমগণ! এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছ থেকে বেশি স্পষ্ট ও অধিক বড় দলীল আর নেই। রাসূল ﷺ বলেন, 'হে লোক সকল! আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল করে থাকেন'। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ঐ কাজই করার নির্দেশ দিয়েছেন যা করার আদেশ তিনি রাসূলদের দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ 'হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করো এবং নেক আমল করো'

(আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ‘হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে খাও’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭২)*। তারপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে; কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে আছে। অতঃপর সে নিজের দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে এবং বলে, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত হয়েছে এ অবস্থায় কেমন করে তার দু‘আ কবুল হতে পারে’।[১]

হে ভাই সকল! এই পবিত্র শারীআতের বিস্ময়কর বিষয় হলো, মুসলিমের খাদ্য ও রসদ যা তার পেটে প্রবেশ করে তা কীভাবে হালাল হবে তার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করে। উদাহরণস্বরূপ— মুসলিমের জন্য জন্তুর মধ্যে যা হালাল শারীআত তা ব্যাখ্যা করেছে, কীভাবে যবেহ করবে, তার পদ্ধতি কী? এর জন্য কিছু নীতিমালা, শর্ত ও আদব নির্ধারণ করেছে। যেমন— যবেহকারীর যোগ্যতা, যবেহ ও রক্ত প্রবাহের ধরন এবং ধারালো যন্ত্র দ্বারা কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী ও ঘাড়ের দুই রগ কর্তন করা। সুন্দরভাবে যবেহ করা এবং জন্তুর প্রতিও অনুগ্রহ করা। অপরদিকে মৃত সকল প্রকার জন্তুকে হারাম করেছে। যেমন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত, উপর থেকে পতনের ফলে মৃত, সংঘর্ষে মৃত, হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, আর যা কোনো মূর্তিপূজার বেদির উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত জন্তু, কিন্তু যে নিরুপায় অবস্থায় পড়েছে অথচ সে নাফরমান এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোনো পাপ হবে না’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩; আল-বাক্বারা, ২/১৭৩)*। এটা ছাড়াও আরও কতক সূক্ষ্ম বিধিবিধান ও উচ্চ পর্যায়ের কিছু আদব রয়েছে, যাতে করে মুসলিম তার পেটে যা হারাম প্রবেশ করে তা হতে বাঁচতে পারে।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! হালাল লুক্বমা শত্রুতা, ক্রোধ ও শাস্তি দূর করে দেয় এবং ব্যক্তি, মাল, সন্তান, আমল ও বাড়ি থেকে বিপদ-আপদ হটিয়ে দেয়। একদা ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, অন্তরের রোগের চিকিৎসা কী? তিনি বলেন, হালাল উপার্জন। কিছু সৎকর্মশীল ব্যক্তি বলেছেন, অন্তর নরম হয় হালাল আহারের মাধ্যমে। একটু চিন্তা করুন যা আবূ আব্দুল্লাহ বাজী আয-যাহিদ বলেন, পাঁচটি গুণাবলি দ্বারা আমল সম্পূর্ণ হয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান, সত্যকে জানা, কর্মে একনিষ্ঠতা, সুন্নাহ মুতাবেক আমল হওয়া এবং হালাল আহার করা। এর মধ্যে একটা অনুপস্থিত থাকলে আমল উপরে উঠবে না। আর যদি হালাল আহার ব্যতীত একসাথে অন্য চারটিও পাওয়া যায় তাতেও কোনো উপকারে আসবে না।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! হারাম হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে হালালেই সন্তুষ্ট থাকুন এবং অত্যাচার-যুলুম এবং পাপাচার হতে প্রত্যাবর্তন করুন। আর আপনাদের মালকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় বানিয়ে নিন এবং তা খরচ করুন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে। বেশি বেশি দান-ছাদাক্বা করুন তাহলে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যাবেন। হালাল রূযীর সন্ধান করুন আর সন্দেহজনক জিনিস থেকে দূরে থাকুন। বান্দার অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করুন, নিজেদের কর্মসমূহ সম্পন্ন করুন, আপনাদের আমানতগুলো আদায় করুন এবং অঙ্গীকার ও চুক্তিগুলো কার্যকর করুন। প্রবঞ্চনা, ধোঁকা দেওয়া হতে দূরে থাকুন।

এরপর সম্মানিত খত্বীব কিছু দু‘আ এবং কুরআনের দু’টি আয়াত পাঠ করে প্রথম খুৎবা শেষ করেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

দ্বিতীয় খুৎবায় সম্মানিত খত্বীব আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল, তাঁর ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈনের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করেন। এরপর বলেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর বান্দার উপর যে, হারামের পরিধি সংকীর্ণ। মূলত খাদ্যসমূহ, লেনদেন, প্রত্যেক উপকারী জিনিস এবং উপার্জনের রাস্তাসমূহ হালাল ও বৈধ।

হে আল্লাহর বান্দা! জীবন সংকীর্ণ, সময় দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। কাজেই আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন পন্থায় রিযিক্ব তালাশ করবেন না। আর যা হারামের দিকে ধাবিত করে তা মূলত হারামই। হারাম আহার দ্বারা বরকত কমে যায়, রোগ ও বালা-মুছীবত বৃদ্ধি পায় এবং যুলুম-অত্যাচার ও কৃপণতার বিস্তার ঘটে।

হে মুসলিমগণ! যদি ওটা এরূপই হয় তাহলে হালাল-পবিত্র আহার এবং নিরাপত্তা ও উত্তম জীবনধারণের বাস্তবায়ন ও কার্যকরণের মাঝে সূক্ষ্ম সম্পর্ক সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করুন। আল্লাহর বাণী নিয়ে চিন্তা করুন যেখানে তিনি বলেন, ‘আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত পেশ করছেন যা ছিল নিরাপদ, চিন্তা-ভাবনাহীন। সবখান থেকে আসত জীবনধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ। অতঃপর সে জনপদ আল্লাহর নিয়ামতরাজির কুফরী করল, অতঃপর আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে ক্ষুধা ও ভয়ভীতির মুছীবত তাদেরকে আস্বাদন করালেন। তাদের কাছে তাদের মধ্য হতেই রাসূল এসেছিল কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করল, তখন শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল যখন তারা ছিল সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত। কাজেই আল্লাহ

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫।

তোমাদের যে সকল বৈধ পবিত্র রিযিক্ব দিয়েছেন তা তোমরা খাও আর আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত করতে ইচ্ছুক হও। আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস আর যা যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অবাধ্য না হয়ে ও সীমালঙ্ঘন না করে নিতান্ত নিরুপায় হলে আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু' *(আন-নাহল, ১৬/১১২-১১৫)*।

সম্মানিত খত্বীব বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! উক্ত উদাহরণ পেশ করা হলো এই কথা স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যে, হারামাইন শারীফাইনের দেশ 'মামলাক্বা আরাবিয়্যা সঊদীয়্যা' নিরাপত্তা, উত্তম জীবনযাপন, একই কালেমায় ঐক্য এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বে সমবেত হওয়ার মাধ্যমে যেভাবে বসবাস করছে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের দেশ হলো তার পবিত্রতায় শক্তিশালী।

এমতাবস্থায় এই বরকতময় রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে ভ্রান্ত ও বিকৃত দলের উপর শারঈ বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার যারা নিজেদের দেশের উপর আক্রমণ করেছে, তার অধিবাসীদের ও নিরাপত্তাবাহিনীকে হত্যা করেছে, শান্তিপ্রিয় মানুষদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শণ করেছে। তারা সক্ষমতা প্রত্যাশীদের জন্য সহিংসতার কর্ম এবং সন্ত্রাসবাদ আচরণের দরজা খোলার ইচ্ছা করেছে। যেমন— বিস্ফোরণ ঘটানো, ধ্বংসকরণ, হামলা-আক্রমণ করা এবং রক্তপাত ঝরানো। তারা বাড়াবড়ি করেছে মুসলিমদের ইমাম বা নেতাদের উপর। এগুলো কর্মকাণ্ড অন্যায়, অপরাধ, নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্যকাজ। এই অবস্থায় সঊদী রাষ্ট্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও শক্তিশালী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছ। আল্লাহরই জন্য প্রশংসা!

কাজেই আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। আর তাঁর দেওয়া নেয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। তাঁর আরও শুকরিয়া আদায় করুন, একই কালেমায় ঐক্য থাকার, বিস্তৃত নিরাপত্তা এবং সম্মানজনক জীবনধারণের উপর। তাক্বওয়া ও সৎকাজে সহযোগিতা করুন।

এরপর সম্মানিত খত্বীব সূরা আল-আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী নবীর উপর দরূদ (রহমত) প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ তোমরাও তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*। তারপর রাসূল ﷺ, তাঁর পরিবার, চার খালীফা ও ছাহাবীদের উপর দরূদ এবং সালাম পাঠের পর নিজেদের ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য দু'আ করে খুৎবা শেষ করেন।

বন্ধ্যাত্ব, ব্যাথা, ক্যান্সার
সাইনুসাইটিস, আই.বি.এস, টনসিলাইটিস
পাইলস্, ফ্যাটি লিভার, থ্যালাসেমিয়া
সহ অন্যান্য জটিল রোগীর চিকিৎসা সেবা

হোমিও মেডিসিন ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন সরকার
বি.এইচ.এম.এস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
এম.পি.এইচ (পুন্ড্র বিশ্ববিদ্যালয়)
ডি.এম.ইউ (বি.টি.ই.বি, ঢাকা)
সি.সি.পি (বি.এন.এম.সি, ঢাকা)
সি.এ.এম (বি.ইউ.এ.বি, ঢাকা)
উচ্চতর প্রশিক্ষণ (ভারত)
সহযোগী অধ্যাপক
রংপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, রংপুর
প্রাক্তন হাউজ ফিজিশিয়ান
গভ. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা
গভ. রেজিস্ট্রেশন নং: এইচ-৪২৮, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

রংপুর চেম্বার
রুহুল হোমিও সেন্টার
পি.বি রোড, জাহাজ কোম্পানী মোড়, রংপুর
(রবি থেকে বৃহস্পতিবার)

গাইবান্ধা চেম্বার
রাইয়ান হোমিও সেন্টার
বড় মসজিদের সামনে, পুরাতন বাজার, গাইবান্ধা
(প্রতি শনিবার)

সিরিয়ালের জন্য
01767 222 000

মাদকে জড়াচ্ছে পথশিশুরা!

*-মো. জোবাইদুল ইসলাম**

পথশিশু আমাদের নিত্য পরিচিত একটি শব্দ। যারা পথে থাকে, পথে খায়, পথেই ঘুমায় তারাই পথশিশু। সাধারণত পথশিশুদের নেই কোনো আপনজন, নেই মা-বাবা কিংবা বাড়ি-ঘরও। তাই পথই তাদের একান্ত আপন। পথশিশুরা কীভাবে থাকে, কীভাবে খায়, কীভাবে ঘুমায়? তা কারো অজানা নয়। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে একটা বিশাল সংখ্যক পথশিশুদের বাস। ইউনিসেফের তথ্য মতে, সর্বশেষ বাংলাদেশে মোট পথশিশুর সংখ্যা ৯ লাখ ৭৯ হাজার। (এভাবে চললে) ২০২৪ সালে যার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৬ লাখ ১৫ হাজারে।[১]

কিন্তু এই বিশাল সংখ্যক পথশিশুর পুর্নবাসনের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি? হয়তো এর উত্তর হবে- না, এখনো নেয়নি। কিন্তু কেন? এইসব পথশিশু তাহলে কী করে দু'মুঠো খাবার যোগাড় করে? কেউ হয়তো কারো কাজ করে, আবার কেউ চুরি-ছিনতাই করে, কেউ মাদক ব্যবসা করে। তবে ইদানীং রাজধানীসহ শহরাঞ্চলে চুরি-ছিনতাই বেড়ে গেছে অনেক। তার কারণ হলো পথশিশুরা দু'মুঠো খাবারের পাশাপাশি এখন আসক্ত হয়ে গেছে মাদকে।

মাদকাসক্ত পথশিশুরা তাদের মাদক কেনার টাকা জোগাড় করার জন্য হরহামেশাই চুরি-ছিনতাইয়ের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে জড়াচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, তারা কোন্ মাদকে আসক্ত? সেই মাদক তাদের কাছে কীভাবে আসে? তারা এতসব অপরাধ করার পরও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কি? চলুন প্রথমে জানা যাক, পথশিশুদের মাদকাসক্তের হার কত? বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের গবেষণা মতে, বাংলাদেশে মোট পথশিশুর ৮৫ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে মাদকাসক্ত।[২]

এবার আসি- তারা কোন্ মাদকে আসক্ত! তথ্য মতে, পথশিশুদের অধিকাংশই 'ড্যান্ডি' নামক মাদকে আসক্ত, যা হলো এক ধরনের আঠা জাতীয় মাদক। এই মাদক তারা পলিথিনে নিয়ে নিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে। আর এই 'ড্যান্ডি' নামক মাদকে আসক্তি এতটাই তীব্র যে, তারা যখন এই মাদক সেবন না করতে পারে, তখন তারা অস্থির হয়ে যায়। আবার এই মাদক সেবনের টাকা জোগাড় করতেই তারা চলন্ত গাড়ি থেকে, মানুষের পকেট থেকে, চলন্ত যানবাহনে বসা মানুষদের থেকে চুরি-ছিনতাই করছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের গবেষণা মতে, মাদকাসক্তির ৭ বছরের মধ্যেই ৮০ শতাংশ পথশিশু অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে।[৩]

মাদক সেবন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সুতরাং প্রশাসনের উচিত এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। এবার জানা যাক, পথশিশুদের হাতে এই মাদক আসে কোথা থেকে? উত্তর হলো- হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে। 'ড্যান্ডি' নামক আঠা জাতীয় এই মাদক হার্ডওয়্যারের দোকানগুলোতে খুব সহজেই পাওয়া যায়। যদিও ১৮ বছর বয়সের নিচে কারো কাছে এইসব পণ্য বিক্রি করা বৈধ নয়, তবুও তারা নিয়মভঙ্গ করে এইসব পণ্য অবাধেই বিক্রি করছে। এখানেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ একান্ত জরুরী।

সবশেষে একথাই বলতে চাই যে, সরকারের উচিত পথশিশুদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করত দেশে মাদক নির্মূল করা এবং পুলিশ প্রশাসনকে আরও সচেতন হয়ে কাজ করা জন্য নির্দেশ দেওয়া। বিশেষ করে UNICEF যেহেতু এই পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে, তাদেরও উচিত হবে এই ছিন্নমূল পথশিশুদের পুর্নবাসনের দিকে নজর দিয়ে তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করা।

---

* শিক্ষার্থী, আলিম ২য় বর্ষ, সুফিয়া নুরিয়া ফাযিল মাদরাসা, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

১. https://www.jagonews24.com/opinion/article/722717.

২.https://www.jugantor.com/todays-paper/city-news/135455.

৩. https://www.dailynayadiganta.com/opinion/607460.

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : একটি পর্যালোচনা

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(পর্ব-২)

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অন্যান্য কারণ :

প্রথমত, ঐতিহাসিকভাবে গত কয়েকশ বছর থেকে কৃষ্ণসাগর রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণসাগরের উত্তর পাশেই অবস্থান করে ইউক্রেন। সুতরাং রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য ইউক্রেন অনেক জরুরী। অতীতেও যারা রাশিয়াতে হামলা করেছে তারাই কৃষ্ণসাগর ব্যবহার করে ইউক্রেনের দরজা দিয়ে রাশিয়াতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে। ইউক্রেনকে আমরা বাফার জোন বলতে পারি। রাশিয়া তার নিরাপত্তার জন্য আগাম প্রস্তুতিস্বরূপ তার বাফার জোনকে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে চায়।

দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তেল উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে সঊদী আরব এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তেল উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে রাশিয়া। আর গ্যাস উৎপাদনের দিক থেকে সারা পৃথিবীতে শীর্ষস্থানে অবস্থান করে রাশিয়া। পাশাপাশি পৃথিবীতে গম উৎপাদনের দিক থেকে ইউক্রেন এবং রাশিয়া বিশাল একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে গ্যাস নির্ভরতা সেই গ্যাসের প্রায় অর্ধেক চাহিদা পাইপলাইনের মাধ্যমে রাশিয়া পূরণ করে। আর জ্বালানি তেলের প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি জ্বালানি পূরণ করে রাশিয়া। আর রাশিয়ার ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই পাইপলাইন ধরে রাখা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে তার ওপর নির্ভরশীল করে রাখা জরুরী। এটিও রাশিয়ার রাজনীতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্যা হচ্ছে এই গ্যাসের পাইপলাইনের সবগুলো ইউক্রেনের উপর দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ইউক্রেন একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ইউরোপীয় ইউনিয়নকেন্দ্রিক যত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছিল তার প্রায় সবগুলোই ইউক্রেনে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ইউক্রেন তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করে। ঠিক তেমনি রাশিয়ার পারমাণবিক চুল্লিগুলোরও একটা বিরাট অংশ ইউক্রেনে ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর যখন ইউক্রেন স্বাধীনতা লাভ করে তখন গ্যাস পাইপলাইনের জন্য রাশিয়াকে ট্রানজিট বিল পে করতে হয়। ট্রানজিট বিল নেওয়ার ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক বাজারের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বিল গ্রহণ করে ইউক্রেন।

পাশাপাশি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে রাশিয়ার অগোচরে পাইপলাইন থেকে গ্যাস ও জ্বালানি তেল চুরি করার। এই কারণেই রাশিয়া ইউক্রেনকে নিজের দখলে নিতে চায় যাতে তার গ্যাস ও জ্বালানি সাপ্লাই নির্বিঘ্নে ইউরোপে পৌঁছতে পারে এবং তাকে কেউ ব্লাকমেইল করতে না পারে।

তৃতীয়ত, আমরা জানি যে ইউরোপের দেশগুলো শীতপ্রধান দেশ এবং শীতকালে ইউরোপের দেশগুলোর সমুদ্রবন্দরগুলোতে বরফ জমে থাকার কারণে বড় বড় জাহাজ আমদানি-রপ্তানি হতে বাধাগ্রস্ত হয়। একমাত্র ক্রিমিয়াতে কিছু সমুদ্রবন্দর আছে যেখানে বরফ জমে না। বরফ না জমার কারণে এই সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের উপর ইউরোপের আমদানি-রপ্তানির বড় অংশ শীতকালে নির্ভর করে। এই কারণে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখলে নেয়। কিন্তু ক্রিমিয়া দখল করার পর রাশিয়া যে বিপদে পড়ে সেটা হচ্ছে, ক্রিমিয়ার নিজস্ব কোনো মিঠা পানির উৎস নেই। নিজস্ব খাদ্যের উৎসও খুবই কম। ক্রিমিয়া সম্পূর্ণরূপে ইউক্রেনের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং ক্রিমিয়ার দখল টিকিয়ে রাখার জন্য রাশিয়া একপ্রকার বাধ্য হয়ে ইউক্রেনে অভিযান চালায়।

চতুর্থত, এই যুদ্ধের একটি পরোক্ষ কারণ হিসেবে বিশ্লেষকগণ পরিকল্পিত উস্কানিতে পা দেওয়াকে উল্লেখ করেছেন। অনেক গবেষকের ধারণা অনুযায়ী আমেরিকা-

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

ইসরাঈলকেন্দ্রিক যে অন ওয়ার্ল্ড অর্ডার আছে যা কন্ট্রোল করে জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক তারাই চাচ্ছে রাশিয়ার এই নতুন উত্থানকে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে ধ্বংস করে দিতে। যেমনভাবে হিটলারকে উস্কে দিয়ে পোল্যান্ড আক্রমণ করে হিটলারকে যুদ্ধে জড়িয়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি রাশিয়ার নতুন উত্থানকে যদি তারা বড় একটা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে পারে এবং রাশিয়া মাথা গরম করে উত্তেজিত হয়ে যদি যুদ্ধকে আরও সম্প্রসারিত করে আরও দীর্ঘস্থায়ী করে তাহলে যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে করতে এক সময় রাশিয়া একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে, যেমন আজকে আফগানিস্তানে আমেরিকার অবস্থা।

এই জন্যই হয়তো আমেরিকা ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি সৈন্য পাঠাচ্ছে না, বরং বিভিন্ন অবরোধ দিয়ে রাশিয়াকে উস্কাচ্ছে। যাতে রাশিয়া নিজেই তাদের উস্কানিতে পা দিয়ে যুদ্ধকে আরও দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে ফেলে এবং এমনভাবে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যে, রাশিয়া যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে করতে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

রাশিয়ার গ্যাস পাইপলাইনের বলি যখন সিরিয়া :

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনেকটা স্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীর যুদ্ধ-বিগ্রহের অনেকটা নির্ভর করে অর্থনীতির উপর। ঠিক সিরিয়ার বিষয়টিও যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে তার মূলে দেখা যাবে অর্থনীতি। রাশিয়ার গ্যাসের উপর থেকে ইউরোপের নির্ভরশীলতা কমানোর একটা রাস্তা হচ্ছে কাতার থেকে গ্যাস সংগ্রহ করা।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জ্বালানি এবং কাতারের গ্যাস ইউরোপীয় ইউনিয়ন সরাসরি গ্রহণ করতে হলে তাকে অবশ্যই সিরিয়া হয়েই গ্রহণ করতে হবে। সমস্যা হচ্ছে সিরিয়াতে যিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এবং এখনো আছেন বাশার আল-আসাদ তিনি সম্পূর্ণরূপে রাশিয়াপন্থি। আর রাশিয়া কোনোসময় চাইবে না যে, তার গ্রাহক হাতছাড়া হয়ে যাক। এই জন্য রাশিয়া বাশার আল-আসাদ সরকারকে টিকানোর জন্য সর্বতভাবে চেষ্টা করে। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলো চেষ্টা করে বাশার আল-আসাদকে সরানোর জন্য। আরবের দেশগুলোও তাদের নিজস্ব অর্থনীতির স্বার্থে বিশাল ইউরোপের বাজার ধরার জন্য বাশারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

তথা সিরিয়ার যুদ্ধ আর ইউক্রেনের যুদ্ধ এই দুই যুদ্ধ প্রায় একই সূত্রে গাঁথা আর সেটা হচ্ছে রাশিয়ার গ্যাস নির্ভরতা। এই দিকে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উপর উৎপাদন বাড়ানোর চাপ দিচ্ছে আমেরিকা। যদি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো উৎপাদন না বাড়ায় তাহলে যে হারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে সেটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। ফলত, তাদেরকে বাধ্যতামূলক রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। এই জন্য অনেক ইউরোপের দেশ রাশিয়া থেকে গোপনে তেল ক্রয় করছে মর্মে রিপোর্ট এসেছে।

যুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে?

যদি যুদ্ধে রাশিয়ার স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে ভালো কোনো সফলতার মুখ দেখে তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর 'সুপার পাওয়ার' হিসেবে চায়না-রাশিয়া জোটের উত্থান সুনিশ্চিত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো রুবল বা ইয়ানে পৃথিবীর লেনদেন হতে পারে। ইতোমধ্যেই সঊদী আরবের যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান তাঁর নতুন তেল শোধনাগার চীনে স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে উদ্বোধন হবে এবং এই তেল শোধনাগার থেকে চায়না মুদ্রায় তেল বিক্রি হবে। এদিকে ভারতও রাশিয়া থেকে রুবলের বিনিময়ে তেল ক্রয় করছে। ইমরান খানও একই পদক্ষেপ নিলে আমেরিকার কোপানলে পড়ে তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়েছে।

অন্যদিকে রাশিয়াকে সুইফট ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে বের করে দেওয়ার পরে সে চায়নার সি.আই.পি.এস সিস্টেমে প্রবেশ করেছে। তথা রাশিয়ার সাথে যারা লেনদেন করতে চাইবে তাদেরকেও এই সিস্টেমে আসতে হবে। এইভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে রাশিয়া-চায়নার প্রভাব বাড়বে।

তবে এখানে ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে রাশিয়ার অর্থনীতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে এই যুদ্ধ। তবে সেক্ষেত্রে চীনের একক উত্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমনটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পতনের মাধ্যমে আমেরিকার উত্থান ঘটেছিল। কিন্তু যুদ্ধের বলি হিসেবে যুক্তরাজ্যের পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখানেও রাশিয়া যুদ্ধের বলি হতে পারে। আর আমেরিকার পতনের মাধ্যমে চীনের উত্থান ঘটবে।

(চলবে)

দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ চান?

*-সাঈদুর রহমান**

দৃষ্টিনন্দন একটি বাড়ির স্বপ্ন সকলের মনেই উঁকিঝুঁকি দেয়। সবাই একটি দৃষ্টিনন্দন বাড়ির মালিক হতে চায়। এমন লোক খুঁজে পাওয়া দায়, যারা এমন বাড়ির অধিকারী হতে চায় না। মানুষ জীবনের সবটুকু দিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করতে চায়। সেটা কারো ভাগ্যে জোটে আবার কারো ভাগ্যে জোটে না। ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পরও স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। শুধু মানসপটে হাতছানি দিয়ে ডাকে একটি আরামদায়ক বাড়ি। প্রত্যাশিত বাড়ি না পেয়ে অনেকে হীনমন্যতায় ভোগে। আজ আপনাদের এমন একটি বাড়ির সন্ধান দিব, যা কখনো কল্পনায় আসে না। যে বাড়ির সৌন্দর্য পার্থিব চক্ষু কোনোদিন দেখেনি। যে বাড়ির একেকটা ইট হবে স্বর্ণ-রৌপ্যের ও বিভিন্ন কারুকার্য দ্বারা গঠিত। হরহামেশা মৃদু হিম সমীরণ প্রবাহিত হবে তার ভিতর-বাইরে। বাড়ির সামনে থাকবে নয়নাভিরাম চোখ ধাঁধানো প্রস্রবণ, থাকবে পানির ফোয়ারা। পানির অস্ফুট কলকল ছন্দে পুলকিত হবে বাড়ির মালিকের হৃদয়পট। বাড়ির আঙিনায় পুষ্পকাননে থাকবে নানা প্রজাতির প্রজাপতি ও ভ্রমর। এ ফুল থেকে ওই ফুলে পরাগরেণু নিয়ে করবে ছোটাছুটি। পাখির গানে রোমাঞ্চিত হবে অন্তরাত্মা। ডানা মেলে গাইতে মন চাইবে তাদের সুরে। ...বুঝতে পেরেছি, পাঠকদের আর তর সইছে না। এমন অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদের অধিকারী হতে মন চাইছে। হ্যাঁ, আমি আপনাকে সব বলব, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। আপনার জন্যেই আমার এই প্রয়াস।

পাঠক! আশ্চর্য হবেন, এই বাড়ি তৈরি করতে দুনিয়ার বাড়ির মতো পয়সা খরচ হয় না, অসম্ভব পরিশ্রমও করতে হয় না। শুধু প্রয়োজন সদিচ্ছা আর অটুট মনোবল। যে কোনো ব্যক্তিই তা করতে পারবে। জান্নাতে এই রকম সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করতে চাইলে কিছু আমল করতে হবে। ভয় পাওয়া বা ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। আমলগুলো একেবারেই সহজ। আরে ভাই! বাড়ি তৈরি না করলে জান্নাতে থাকবেন কোথায়? জান্নাতে প্রসারিত মাঠ, উন্মুক্ত প্রান্তর পড়ে আছে। এগুলোকে বসবাস উপযোগী করে তুলুন নিজ আমল দিয়ে। আর কালক্ষেপণ না করে চলুন জান্নাতে বাড়ি তৈরি শুরু করি। নবী করীম ﷺ বলেছেন, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করবেন’।[১]

কী পাঠক! আপনি দুঃখ পেলেন? টাকা-কড়ি নেই আমি কীভাবে মসজিদ বানাব? আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু পারেন মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করুন। আরে ভাই! আল্লাহ তো আপনার হৃদয় দেখেন। আপনার হৃদয়ের ব্যাকুলতা আল্লাহ চান। আল্লাহ তাআলা আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। তিনি যদি আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে যে সমস্ত মানুষ তার ইবাদত করে না, তিনি তাদের কখনো জীবিকা দান করতেন না। আপনি মসজিদ বানান বা না বানান, এতে আল্লাহর কী লাভ! আপনি নিরাশ হবেন না। দান করে যান, আল্লাহ অবশ্যই আপনার জন্যও একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন। একেবারে দরিদ্র হলে এই আমলটা তো করতে পারবেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ‘যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকআত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। যোহরের ছালাতের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের ছালাতের পরে দুই রাকআত, এশার ছালাতের পরে দুই রাকআত এবং ফজরের ছালাতের পূর্বে দুই রাকআত’।[২]

বাজারে গিয়েও জান্নাতে ঘর তৈরি করতে পারবেন। অবাক হচ্ছেন? অবাক হবারই কথা! এই হইচই কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে এত সুন্দর বাড়ি তৈরি সম্ভব! আপনাকে ভাবনার দরিয়ায় নিক্ষেপ করে হাদীছটা নিয়ে আসি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْىِ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ‘যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হায়্যুন লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খইরু কুল্লুহু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান) আল্লাহ তার আমলনামায় ১ লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর ১ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন’।[৩]

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তিরমিযী, হা/৩১৮, হাদীছ ছহীহ।

২. তিরমিযী, হা/৪১৫, হাদীছ ছহীহ।

৩. ইবনু মাজাহ, হা/২২৩৫, হাদীছ হাসান।

পাঠক! আশ্চর্য হচ্ছেন? এত ছোট্ট একটা দু'আ আর এর ছওয়াব কত বড়! আমি আগেও বলেছি, আল্লাহ আপনার মনের দিকে তাকান। বাজারে এত ভিড়ের মধ্যে আপনি আল্লাহকে ভুলে যান কি-না। কিন্তু না, শত ব্যস্ততার মাঝেও আপনি তাকে ভুলে যাননি। তাই সমস্ত প্রাচুর্যের অধিকারী মহান প্রতিপালক আপনাকে উত্তম বদলা দিয়েছেন। আসুন! আরও একটি বাড়ি নির্মাণ করুন।

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِى الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি ১০ বার কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাছ) পাঠ করবে, জান্নাতে আল্লাহ তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন'।[৪]

আপনি নির্দিষ্ট একটা সময় বের করুন। সে সময় এই সূরাটি ১০ বার পড়বেন। হতে পারে সময়টা নিঝুম রাতে দূরাকাশে স্নিগ্ধ জোছনার প্রতি তাকিয়ে বিড়বিড় করে পড়বেন অথবা ঘুমের সময় লাইট অফ করে নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে নীরবে-নিভৃতে পড়বেন অথবা ব্যস্ত জীবনে শত কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেয়ে পড়তে পারেন। ব্যস্ত জীবনের পেছনে অনেক সময় নষ্ট করেছেন, এবার ফিরে আসুন সত্যিকার আখেরাতমুখী জীবনের দিকে। আমাদের কর্মমুখী জীবনের বাঁকে বাঁকে অনেক অবসর সময় আমরা পাই, কিন্তু আমরা ওই সময়গুলো বেখেয়ালি অযথা কাজে নষ্ট করে দেই। আজ থেকে কিন্তু আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। চলুন! আরও কিছু বাড়ি তৈরির আমল জেনে নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِى فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ 'কোনো বান্দার সন্তান মারা গেলে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে? তারা বলেন, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেন, তোমরা তার কলিজার টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলেন, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, তখন আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন পাঠ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরি করো এবং তার নাম রাখ বায়তুল হামদ বা প্রশংসালয়'।[৫]

পাঠক! আমরা অকপটে স্বীকার করি, এই মুহূর্তে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, তথাপি যদি আপনি ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনি এই মহাপুরস্কারের অধিকারী হবেন। ধরুন! কিছুদিনের জন্য আপনাকে আমি একটা কাপড় ধার দিলাম। আমি যদি এটা ফেরত চাই, আপনি কি আমার উপর রাগ করবেন? কখনো না। এটা করলে সবাই আপনাকে বোকা বা নির্বোধ বলবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের চোখ শীতলকরণে সন্তান দান করেন। আবার মাঝে মাঝে আমাদের পরীক্ষা করেন। মারা যায় আমাদের সাত রাজার ধন। যখন সন্তানের মোহে আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই, আল্লাহকে গুরুত্ব কম দেই, তাঁর আদেশ অমান্য করি, তাঁর ইবাদতে মশগূল থাকি না, তখন তিনি চান যেন আমরা তাঁর দিকে ফিরে আসি। তাঁর ইবাদত করি। এজন্যই তিনি বিপদাপদ দিয়ে থাকেন। যখন আমরা তাঁর দিকে রুজূ হই, তখন তিনি আমাদের জন্য উত্তম জিনিসের ব্যবস্থা করেন। অনেক বিষয় আমাদের বিবেকের পরিপন্থি, অথচ এটা প্রতিপালকের কাছে প্রিয়। আমরা চাই এটা করতে, ওটা করতে। মহান প্রতিপালক জানেন এটা আমার জন্য ক্ষতিরক, তখন তিনি আমাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে প্রিয় বস্তুটি উঠিয়ে নেন বা আমাদের মর্জিমাফিক দেন না। বাচ্চারা পুকুরপাড়ে পানি নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করে। আপনি কি আপনার প্রিয় আদরের দুলালকে পুকুরের ধারে পানি নিয়ে খেলা করার জন্য ছেড়ে আসবেন? বলবেন, আব্বু তুমি মজা করে খেল, আমি চললাম? কখনো এটা আমাদের দ্বারা হবে না। বাচ্চার অশ্রুতেও ওই সময় আমাদের হৃদয়ে মায়া স্থান পাবে না। বাচ্চাকে জোর করে হলেও সেখান থেকে নিয়ে আসবেন, এটাই স্বাভাবিক। আমরা অনেক সময় না জেনে প্রবল ঊর্মিমালায় সমুদ্রে ছোট তরি নিয়ে যাত্রা করি। আমাদের কাছে এই ভ্রমণটা খুবই আকর্ষণীয়। আমাদের অন্তরাত্মা চায় এই ভ্রমণে যেতে অথচ আল্লাহ জানেন মাঝ সমুদ্রে গেলেই আমরা বিপদের সম্মুখীন হব। বিশাল তরঙ্গমালা ক্ষীণকায় তরিকে ভেঙে চুরমার করে দিবে। আমাদের আঁছড়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রের অতল গহ্বরে। চিরতরে স্তব্ধ করে দিবে আমাদের জীবনবায়ু। তাই আল্লাহ তাআলা মুছীবতের সম্মুখীন হওয়ার আগেই আমাদের সেখানে যেতে বাধা দেন। কিন্তু আমরা না জেনে তাঁকেই দোষারোপ করি। রুষ্ট হই তাঁর উপর। অভিযোগের বন্যা বইয়ে দেই তাঁর উপর।

আসুন! আরও একটি বাড়ি নির্মাণ করা যাক।

أنا زَعِيمُ بَيتٍ فى رَبَضِ الجنةِ، لِمَنْ تَرَكَ المِراءَ وإنْ كان مُحِقًّا، وبَيتٍ فى وسَطِ الجنةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإنْ كان مازِحًا، وبَيتٌ في أعلى الجنةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ.

'যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তর্ক বর্জন করবে, জান্নাতের উপকণ্ঠে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। যে ব্যক্তি মজা করেও মিথ্যা বলবে না, জান্নাতের মধ্যভাগে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। যার চরিত্র সুন্দর, জান্নাতের শীর্ষদেশে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। এ ব্যাপারে আমি দায়িত্ব নিলাম'।[৬]

৪. ছহীহুল জামে, হা/৬৪৭২।
৫. তিরমিযী, হা/১০২১, হাদীছ হাসান।
৬. ছহীহুল জামে, হা/১৪৬৪।

প্রিয় ভাই! আমরা যদি একটু নিজেকে সংযত রাখতে পারি, ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলি, কটু কথার প্রত্যুত্তরে মুচকি হাসি উপহার দিতে পারি, তাহলে জান্নাতে আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা নয়ন জুড়ানো বাড়ি নির্মাণ করবেন। মনে রাখবেন, বিনয়-নম্রতার পথ এবড়োথেবড়ো, কণ্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর। এ পথে হাঁটা খুবই মুশকিল। মাঝে মাঝে তো রাগ আপনাকে পরাজিত করবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা একটু কষ্ট হয়ে যাবে। মন চাইবে ক্ষমতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটাই। আমার শরীরে তো তারুণ্যের শক্তি সঞ্চিত আছে, ক্ষমতার দাপটও আছে যথেষ্ট। প্রতিশ্রুত শত্রু শয়তান আপনাকে প্রলুব্ধ করবে। তোমার মতো এত প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাধারণ এক রিকশাচালক মুখের উপর কথা বলে। ভেঙে ফেলো তার রিকশা, চরম শাস্তি দাও তাকে।

প্রিয় দ্বীনী ভাই! নিজের রাগ একটু প্রশমিত করুন। তবেই তো জান্নাতে বাড়ি তৈরি করা হবে। শ্রমিক ১০০ টাকা বেশি চেয়েছে, আপনার সাথে একগুঁয়ে আচরণ করছে। রাগে আপনার গর্দানের রগ স্ফীত হয়ে গেছে। মাথা একটু শীতল করুন নবী ﷺ-এর শেখানো দু'আ পড়ে। প্রবৃত্তি ও শয়তান যেন কোনো অবস্থাতেই বিজয়ীর গোল্ড মেডেল না পায়। তাহলে আপনি ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলবেন। তবে মাঝেমধ্যে তো বন্ধুদের হাসানোর উদ্দেশ্যে বা গল্পের আসর মাতানোর জন্য আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিই। নিজের মাঝে একটু প্রশান্তি অনুভব করি, যখন দেখি আমার কথা শুনে বন্ধুমহল হু হু করে হাসছে। দেদারসে মিথ্যার ঝুলি উন্মোচন করছি। একবারও বিবেক দিয়ে চিন্তা করে দেখি না এর আখেরী রেশ কী হতে পারে!

আল্লাহ তাআলা তো এই জিভকে তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি দিয়ে কচকচ করে কেটে দিবেন। বন্ধুদের হাসিয়ে আমার কী লাভ? মহাপ্রলয়ের দিন যদি বন্ধুদের বলেন, আমি তো বেহুদা কথা বলে তোমাদের চিত্তরঞ্জন করেছি, এখন আমাকে একটু সাহায্য করো! তখন বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ বলে উঠবে, আমরা কি তোমাকে হাসাতে বলেছিলাম? তুমি তো স্বেচ্ছায় আমাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য এ কাজ করেছো। আমাদের দোষ দিচ্ছ কেন এখন? তারা বেমালুম ভুলে যাবে আপনার কথা। তাহলে এখন কী করতে হবে? মিথ্যা কথা পরিহার করতে হবে। জান্নাতে তাহলে আপনার জন্য বাড়ি তৈরি হয়ে থাকবে। চরিত্র যদি কোমল করতে পারি, মানুষের সাথে চলাফেরার ক্ষেত্রে যদি ভদ্রোচিত আচরণ করতে পারি, জীবনকে যদি নিষ্কলুষতার আদলে, ভদ্রতার চাদরে আবৃত করতে পারি, তাহলে ইহলৌকিক জগতে পাব মানুষের অগাধ ভালোবাসা আর পরকালে পাব শান্তির নীড় জান্নাতী বাড়ি।

প্রিয় পাঠক! চলুন এবার একটু কষ্ট করে আমলগুলো করি। আপনি তো বন্ধুর আড্ডায় বেখেয়ালিপনায় অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেন। কিছু সময় বের করে আমলগুলো করে জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করুন। হাসপাতালে ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নড়াচড়া করার কোনো কায়দা নেই। ভিড় ঠেলে সামনে যেতেও পারছেন না, গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন আপনি। আত্মাকে একটু প্রবোধ দিয়ে বিড়বিড় করে ১০ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করুন। আপনার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। অফিসে কাজ নেই, একা একা আনমনে বসে আছেন। আকাশটাও আবার গুমোট হয়ে আছে, কলিগরা সবাই যার যার বাসায় চলে গেছে। আপনিও চলে যান, তবে ফিরতি পথে ১০ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করুন। আপনার কলিগরা তো এই আমলগুলো সম্পর্কে বেখবর। আপনি তো জেনেছেন। আমলের প্রতি অগ্রসর হোন। স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানিতে আর পেরে উঠলেন না, গত্যন্তর না দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাজারে যেতে হয়েছে। তাই কী হয়েছে, সেখানে গিয়েই বাড়ি নির্মাণ করুন। বাজারে ঢুকেই দু'আটা পড়ে ফেলুন। প্রিয়তম স্বামী আছে প্রবাস জীবনে, একা একা বসে থেকে সময় ফুরায় না, মন চলে যায় অজানা গন্তব্যে, মাঝে মাঝে তো মন বিষণ্নতায় ছেয়ে যায়। ওই সময় কারো সাথে খোশগল্প করতে মন চায়, অবলা কথাগুলো ব্যক্ত করতে মন চায়। শয়তানের এই প্রবঞ্চনা থেকে দূরে সরে ১২ রাকআত সুন্নাতের প্রতি মনোযোগী হোন। হৃদয়ের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে জান্নাতে বাড়ি তৈরির আমল করার চেষ্টা করুন। কাজকর্ম শেষ করে পড়ন্ত বিকেলে প্রশান্তির চেয়ারে বেলকনিতে বসে আছেন। শরীরে শক্তি আছে, ফুরসতও আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ। তাহলে আল্লাহর ধ্যানে আত্মমগ্ন হোন, অবসর সময় পেলেই ইবাদতে মশগূল হোন। আল্লাহ বলছেন, 'ফুরসত পেলেই তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে মশগূল হও' *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/৮)*। এমন হতে পারে বিকেল গড়ানোর আগেই আপনি অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন বা চলে যেতে পারেন না ফেরার দেশে। এজন্যই নবী করীম ﷺ তার উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, اغْتَنِمْ خَمْساً قبْلَ خَمْسٍ حَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وفَراغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وشَبابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وغِناكَ قَبْلَ فَقْرِكَ 'পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গনীমত মনে করবে— (১) মৃত্যু আসার পূর্বে জীবিত অবস্থাকে (২) রোগ-ব্যাধি গ্রাস করার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) অতিব্যস্ত হওয়ার পূর্বে অবসর সময়কে (৪) বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে তারুণ্যকে এবং (৫) দৈন্যদশা আসার পূর্বে সচ্ছলতাকে'।[৭] নিজেকে সদা ইবাদতের প্রতি প্রাণবন্ত রাখবেন। কোনো অবস্থাতেই যেন সময় অপচয় বা অপব্যবহার না হয়। আমরা প্রায় সবাই একটা প্রবাদ বাক্য জানি, 'বেকার মস্তিষ্ক শয়তানের ঘর'। আপনি অযথা বসে থাকবেন না। কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করুন। বসে থাকলেই শয়তান আপনাকে পাপের কাজের প্রতি প্রলুব্ধ করবে। আল্লাহ আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৭. জামেউছ ছাগীর, হা/১২০৫।

বান্দার ভাবনা আল্লাহর সমাধান

-*নাহরিন বানু এশা**

আমি বলি : আমি ব্যর্থ, অসার, ফালতু।
আল্লাহ বলেন : বিশ্বাসীরা সফল হয়, যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়-নম্র, যারা অসার কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে *(আল-মুমিনূন, ২৩/১-৫)*।

আমি বলি : আমার জীবনে অনেক কষ্ট।
আল্লাহ বলেন : নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে *(আলাম নাশরহ, ৯৪/৫)*।

আমি বলি : আমাকে কেউ সাহয্য করে না।
আল্লাহ বলেন : মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব *(আর-রূম, ৩০/৪৭)*।

আমি বলি : আমি দেখতে খুবই কুৎসিত।
আল্লাহ বলেন : আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি, সুন্দরতম আকৃতিতে *(আত-তীন, ৯৫/৪)*।

আমি বলি : আমার সাথে কেউ নেই, আমি একা।
আল্লাহ বলেন : ভয় করো না, আমি মুমিনদের সাথে আছি। আর আমি দেখছি ও শুনছি *(ত্বো-হা, ২০/৪৬)*।

আমি বলি : হায়, এই দুঃখভরা জীবনে আমাকে কেউ একটুখানি সাহায্য করবে?
আল্লাহ বলেন : তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো, নিশ্চয় তা কঠিন কাজ; তবে বিনয়ীদের জন্য তা কঠিন নয় *(আল-বাক্বারা, ২/৪৫)*।

আমি বলি : এত আত্মীয়স্বজন, এত বন্ধুবান্ধব কেউ একটু মনে করে না।
আল্লাহ বলেন : কাজেই তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন *(আল-বাক্বারা, ২/১৫২-১৫৩)*।

আমি বলি : আমার পাপ অনেক বেশি, ডুবেই গেছি।
আল্লাহ বলেন : আমি তওবাকারীদের ভালোবাসি *(আল-বাক্বারা, ২/২২২)*।

আমি বলি : আমি সবসময় অসুস্থ থাকি।
আল্লাহ বলেন : আমি কুরআনকে রোগের নিরাময় হিসেবে পাঠিয়েছি *(আল-ইসরা, ১৭/৮২)*।

আমি বলি : আমার পাপ ক্ষমা হওয়ার মতো নয়।
আল্লাহ বলেন : কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এদের তওবাই আমি কবুল করি। আমি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু *(আল-বাক্বারা, ২/১৬০)*।

আমি বলি : সবসময় ছালাত পড়ি, মাঝে মধ্যে দু'একদিন ব্যস্ততার কারণে মিস হলে কিছু হবে না। সবসময় পর্দা করি, মাঝে মাঝে বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠানে সাজগোজ করলে কী আর হবে! সূদ তো একেবারেই খাই না, কিন্তু ব্যাংকে যে ডি.পি.এস. আছে, বীমা আছে- এগুলো তো একটু-আধটু চলেই।
আল্লাহ বলেন : নিশ্চয় যারা কুফরী করে আর এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, এদের উপরে আল্লাহর ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত *(আল-বাক্বারা, ২/১৬১)*।

আমি বলি : আমার সবচেয়ে বড় ও ক্ষতিকর শত্রু সম্পর্কে জানা দরকার।
আল্লাহ বলেন : হে মানবজাতি পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য আছে, তা থেকে তোমরা আহার করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। মূলত সে তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কর্ম এবং আল্লাহ সম্পর্কে যে বিষয়ে তোমরা অবহিত নও, সে বিষয়ে কথা বলার নির্দেশ দেয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৮-১৬৯)*।

আমি বলি : এই জাঁকজমক জীবন, বিলাসবহুল চলাফেরা, পিকনিকের আমোদ-উল্লাস, গান-বাজনা, মুভি দেখা, হৈ-হুল্লোড় ভরা জীবন কতই না সুন্দর, কতই না মজাদার!
আল্লাহ বলেন : তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসতো আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি

* নামোশংকরবাটি, বাগানপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

সামান্য *(আত-তাওবাহ, ৯/৩৮)*। আল্লাহ আরো বলেন, আর তারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাব ক্রয় করেছে। আগুনের ব্যাপারে তারা কতই না ধৈর্যশীল *(আল-বাক্বারা, ২/১৭৫)*।

আমি বলি : এত আত্মীয়স্বজন এত বন্ধুবান্ধব তবুও মনের ব্যথা-বেদনা শোনার কেউ নেউ।
আল্লাহ বলেন : আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, বলুন— আমি তো নিকটেই আছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারা আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখুক। যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*।

আমি বলি : জীবনের এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত ব্যথা আর নিতে পারছি না। মন বলছে, এই জীবন শেষ করে দেই।
আল্লাহ বলেন : মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না *(আল-বাক্বারা, ২/১৩২)*।

আমি বলি : আমার কপালে কি ভালো কোনো সংবাদ নেই?
আল্লাহ বলেন : আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই ভয়ভীতি, ক্ষুধা, জানমালের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*।

আমি বলি : ইস! এমনটা হলে কত ভালো হতো। আবার কখনও বলি, হায়! হায়! এমনটা কেন হলো, এটা তো আমি চাইনি।
আল্লাহ বলেন : হতে পারে তোমরা যা পছন্দ কর না, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যা তোমরা পছন্দ কর, তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না *(আল-বাক্বারা, ২/২১৬)*।

আমি বলি : ছেলে ব্যাংকে চাকরি করে বা ছেলে সরকারি চাকরি করে, উপরি ইনকাম বেশ ভালো, দেখতে সেই সুন্দর, স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, একেবারে রাজপুত্র।
আল্লাহ বলেন : ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক মহিলাদের বিবাহ করবে না। মুশরিক রমণী যদিও তোমাদের মুগ্ধ করে তথাপি মুমিন কৃতদাসী তদাপেক্ষা উত্তম। আর ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক পুরুষদের সাথে নারীদের বিবাহ দিয়ো না। মুশরিক পুরুষ যদিও তোমাদের মুগ্ধ করে তথাপি মুমিন দাস তদাপেক্ষা উত্তম। তারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তোমাদের জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন স্বীয় অনুগ্রহে *(আল-বাক্বারা, ২/২২১)*। (উল্লেখ্য সূদী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী এবং হারাম উপার্জনকারীর ও ভক্ষণকারীর ইবাদত কবুল হয় না)।

আমি বলি : কাকে ঋণ দিলে বেশি লাভ পাব?
আল্লাহ বলেন : এমন কে আছে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে। তারপর তিনি তাকে তা বহু গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আর আল্লাহই সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন *(আল-বাক্বারা, ২/২৪৫)*।

আমি বলি : এত দিয়েও কোনো নাম নেই।
আল্লাহ বলেন : যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয়, তার চেয়ে ভালো কথা বলা ও ক্ষমা প্রদর্শন করাই উত্তম *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৩)*।

আমি বলি : আমার সবচাইতে ভালো বন্ধু কে?
আল্লাহ বলেন : যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে বন্ধুত্ব করেন *(আল-আ'রাফ, ৭/১৯৬)*।

আমি বলি : শয়তানের ওসওয়াসা থেকে বাঁচি কীভাবে?
আল্লাহ বলেন : বলুন, হে আমার রব! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার পানাহ চাই। বলুন, হে আমার রব! আমি তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই *(আল-মুমিনূন, ২৩/৯৭-৯৮)*।

আমি বলি : ফুলে ও ফলের গাছে ঘেরা সুন্দর একটা বাড়ি হতো আমার যেখানে রঙবেরঙের পাখি ও প্রজাপতির মেলা বসত।
আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চাইবে, সে জেনে রাখুক আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই পুরস্কার আছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(আন-নিসা, ৪/১৩৪)*।

আমি বলি : এত দুঃখ-বেদনা, এত অশান্তি কী করি?
আল্লাহ বলেন : আর আল্লাহ যদি আপনাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা অপসারণকারী নেই, আর তিনি যদি আপনার কল্যাণ করেন, তবে তিনিই সর্বশক্তিমান *(আল-আনআম, ৬/১৭)*।

আমি বলি : আমার কেউ নেই।
আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট *(আত-তালাক, ৬৫/৩)*।

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মাহমূদ
শিক্ষক (অবঃ), মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ কর্তা-কর্ত্রী করে
পরস্পরের পরামর্শে সুন্দর সংসার গড়ে।
অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধসম, ক্ষতি ভবে নাই
গোত্র কলহে আরবজাতির কুখ্যাতি ছিল তাই।
ইতর থেকে হিংস্র প্রাণী, বুনো হাতির দল
দলনেতা চালায় জানি, নেই কোনো কোন্দল।
ঘাস লতাদির সবুজ চত্বর প্রাণীর দল পেলে
নিশ্চিন্তে খায় সবাই, বাধা কেউ না দিলে।
বাঘ-সিংহ সদলবলে মস্ত জীব শিকার করে
নেতা নাহি গ্রাস করলে, কাউকে তাড়া করে।
মানুষ রবের মহান সৃষ্ট মানলে নীতি উৎকৃষ্ট
ব্যর্থতার চরম নিকৃষ্ট, লা'নত দেয় ভূপৃষ্ঠ।

আহ্বান

-ফারজানা ইয়াসমীন।
শিক্ষার্থী, সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ,
সাতক্ষীরা।

এই সুন্দর ভুবনে বাঁচার ইচ্ছে না থাকিলে,
যাও চলিয়া যাও শূন্য হস্তে।
বুঝিবে তখনে কী ভুল করিয়াছ জগতে,
আবেগের মোহে মত্ত হইয়া পরে,
শূন্য জ্ঞানে, বিবেকহীনে না কৃতকর্মে,
কাটায়েছো জীবন না ভাবিয়া পরজীবনে।
এই সুন্দর ভুবনে স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীন মনে,
আসিয়াছি মোরা স্বর্ণ-শস্য ফলাইতে।
আবেগপ্রবণ অজ্ঞ, অস্থির চিত্ত
থাকে সদা আলস্যে মত্ত।
তাহারা ধন-শস্য ফলাইবে কেমনে?
কেমনে করিবে সঞ্চয় দুর্যোগে!!
লইয়া এই বৃথা শূন্য ভিখারী মন
সামান্য কষ্টে ইহকাল ছাড়িতে চাহে যে জন!
এখনই জাগতিক পীড়া এত বৃহৎ লাগে?
ওপারের অনন্ত অনল সহিবে কেমনে??
ভুলিয়াছ জনেরা আসি নাই মোরা এ কারণে,
আসিয়াছি কর্মী হইয়া শস্যক্ষেত্রে!
তাই ভুলিয়া সকল দুনিয়াবী ক্ষুদ্র বেদনা,
পরকালের লাগিয়া কাজ করি চল না।
ঢালিয়া দেই জীবন মহান রবের তরে,
আসুক না বাধা কল্যাণের পথে।
মাড়াবো সে বাধা মোরা পদতলে,
যদি অন্তরে ঈমানী শক্তির আগুন জ্বলে।

ইবাদতখানা

-আশরাফুল হক
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

মসজিদ হলো ইবাদতখানা,
সেখানে ঢুকতে নেই কারো মানা।
কেউ যদি কালেমায় বিশ্বাসী হয়,
তার জন্য মসজিদ উন্মুক্ত রয়।
মসজিদ নিয়ে তবে কেন দেখি আজ
দুই দলে মারামারি— এ কেমন কাজ?
হাত তোলা নিয়ে কেন বাধাবাধি হয়
এসব লোকের অন্তরে নেই কি আল্লাহর ভয়?
আল্লাহর ভয় যদি তাদের দিলে থাকে
মেনে কেন নেয় না তারা সত্যটাকে?
আমীন উচ্চৈঃস্বরে বললে মসজিদে ঢুকতে বাধা হয়
সুদ-ঘুষখোররা ঠিকই সামনের কাতারে জায়গা লয়।

ছালাতের আহ্বান

-আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবু বকর
ছাত্র, নবম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

ছালাত ক্বায়েম করে
মাগো প্রভুর তরে।
দিনে-রাতে করো ক্বায়েম
আল্লাহ তাআলার ডরে।
ছালাত যদি না পড় ভাই
থাকবে না সেদিন কোনো ঠাঁই।
ছালাতছাড়া নেই কোনো গতি
জীবনে যদি করতে চাও উন্নতি।
ছালাত পড়ো সময় হলে
প্রতিফল পাবে আখেরাতে।
কবুল করো রহমান
আমার ছালাতের আহ্বান।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাড়ছে

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছরই নিচে নামছে। আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২০০ থেকে ২৫০ ফুট গভীরেই পানির স্তর মিলত। এখন অনেক স্থানে ৭০০ ফুট গভীরে নেমেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। উত্তরাঞ্চলের অনেক নলকূপে পানি ওঠে না। ঢাকা ওয়াসারও অনেক নলকূপে পানি উঠছে না। ফলে ভূগর্ভে তৈরি হচ্ছে বিশাল শূন্যতা। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বা ইকোসিস্টেমে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হয়ে নানা রকম ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ভয়াবহ ভূমিকম্প, ভূমিধস এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি শুরু হয়ে গেছে। গত বছর মে-জুনে দেশে অন্তত ১০ দফা ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। খুব কম মাত্রার এসব ভূকম্পনে বড় ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বিশেষজ্ঞরা একে বড় ধরনের ভূমিকম্পের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন। ভূ-তত্ত্ববিদদের মতে, সাধারণত প্রতি ১০০ বছর পর বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়ে থাকে। সর্বশেষ ১৮২২ ও ১৯১৮ সালে মধুপুর ফল্টে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। সে হিসেবে আরেকটি বড় ভূমিকম্পের মুখে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। আর এর মধ্যে রাজধানী ঢাকা রয়েছে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে।

সারা দেশে সেচ কাজের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভের পানি তোলা হচ্ছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। এ ছাড়া ফারাক্কা বাঁধসহ অভিন্ন অন্যান্য নদীতে বাঁধ দিয়ে ভারত একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে এদেশের নদ-নদীতেও এখন পানি নেই। এ অবস্থায় গ্রাম অঞ্চলে সেচ কাজে এবং শহর অঞ্চলে খাবার এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপের মাধ্যমে দেদারসে ভূগর্ভের পানি তোলা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৩৮ হাজার গভীর নলকূপ এবং ১৭ লাখ অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে সেচসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে কৃষিকাজে চাহিদার মাত্র ২৫ শতাংশ পানি ভূপৃষ্ঠ ও বাকি ৭৫ শতাংশ ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত হয়। কিন্তু অর্ধশতাব্দী আগেও চাষাবাদের জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ শতাংশ এবং ভূগর্ভ থেকে মাত্র ২০ শতাংশ পানি ব্যবহার করা হতো।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

প্রায় শতভাগ বিশ্ববাসী দূষিত বায়ুতে শ্বাস নেন : হু

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বলেছে, বিশ্বের প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষই অত্যন্ত দূষিত বায়ুতে শ্বাস নেন। সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে প্রত্যেক বছর দূষিত বায়ুর কারণে বিশ্বে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে বলেও জানানো হয়েছে। জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক এই সংস্থার নতুন তথ্যে দেখা গেছে, বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তেই মানুষ বায়ু দূষণ মোকাবিলা করছে। তবে দরিদ্র দেশগুলোতে এই সমস্যা আরও প্রকট। সংস্থাটির পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থা বলছে, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ১০০ ভাগই এখন এমন বায়ুতে শ্বাস নিচ্ছেন; যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত বায়ুমানের চেয়েও খারাপ, এটি একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বায়ু দূষণের কারণে বছরে এখনও ৭০ লাখ মৃত্যু ঘটছে। গত বছর ডব্লিউএইচও তার বায়ুমান নির্দেশক গাইডলাইন পরিবর্তনের পর জানায়, পিএম২.৫ (PM-2.5) নামে পরিচিত ছোট এবং বিপজ্জনক বায়ুকণার গড় বার্ষিক ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। তবে এরচেয়েও কম ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দূষণ প্রযুক্তি সংস্থা আইকিউএয়ার বলছে, বায়ুদূষণ এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত স্বাস্থ্য হুমকি। প্রত্যেক বছর বিশ্বজুড়ে ৭০ লাখের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে বায়ু দূষণের কারণে। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন— প্রাণঘাতী ক্যান্সার এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যা তৈরি করে পিএম-২.৫। আইকিউএয়ার বায়ুতে পিএম-২.৫ এর যে উপস্থিতি পেয়েছে তা বৈশ্বিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সতর্ক করে দিয়েছে।

ফ্রান্সে দেড় বছরে ২২টি মসজিদ বন্ধ

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, গত দেড় বছরে সেখানে ২২টি মসজিদ বন্ধ করা হয়েছে। এই সংখ্যা তার আগের তিন বছরে মোট মসজিদ বন্ধের তুলনায় অনেক

বেশি। ফ্রান্সে প্রায় আড়াই হাজার মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে কথিত 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' মতাদর্শ প্রচার সন্দেহে ৯০টি মসজিদে তদন্ত চালানো হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। ইউরোপে সবচেয়ে বেশি মুসলিম বাস করেন এমন দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্স অন্যতম। কিন্তু সেখানকার মুসলিমরা বলছেন, দেশটি ক্রমে মুসলিমদের জন্য বৈরী হয়ে উঠছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, ২০২১ সালে মুসলিমবিরোধী বৈষম্যমূলক আচরণ বেড়েছে। আর অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা কমেছে। মসজিদ বন্ধ করার প্রমাণ হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে ২০ পাতার একটি নথি (যা 'হোয়াইট মেমো' নামে পরিচিত) আদালতে উপস্থাপন করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, মসজিদের ধর্মপ্রচারকরা সশস্ত্র জিহাদের প্রশংসা করেছেন ও মুছল্লীরা সহিংসতার ডাক দিচ্ছেন বলে শোনা গেছে। আরো অভিযোগ করা হয়, মসজিদে বিভিন্ন মৌলবাদী বই রাখা হয়, যেখানে মৌলবাদী বই হিসেবে দেখানো হয়েছে 'রিয়াদুছ ছালেহীন' এর মতো বিশ্বনন্দিত হাদীছ গ্রন্থকে, অথচ ১৩শ শতকের এই গ্রন্থটি ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারেও সযত্নে রাখা আছে।

মুসলিম বিশ্ব

রামাযানে আল-আক্বছায় ইসরাঈলী হামলা

বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত অঞ্চলের একটি ফিলিস্তীন। ইয়াহূদীবাদী ইসরাঈলের নিত্যনতুন অত্যাচারে জর্জরিত ফিলিস্তীনীরা। বাড়ি থেকে উচ্ছেদ এবং কারণে-অকারণে গ্রেফতার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তারই ধারাবাহিকতায় রামাযানের শুরুতেই আল-আক্বছায় ফজরের ছালাতে আসা মুছল্লীদের ওপর বিনা কারণে হামলা করে ইসরাঈলী বাহিনী। বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও আল-আক্বছা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ইয়াহূদী উগ্রবাদীরা। তাদের হামলায় অন্তত ১৫২ ফিলিস্তীনী আহত হন। গ্রেফতার করে চার শতাধিক ফিলিস্তীনীকে। তারা মসজিদের ভেতরে মুহুর্মুহু টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুঁড়েছে। মসজিদের ভেতর মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধক্ষেত্র। সংবাদ মাধ্যমগুলোর দাবি, পবিত্র রামাযান মাস এলে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে ইসরাঈল। গত ২২ মার্চ থেকে ইসরাঈলের ভেতরে ক্ষুব্ধ ফিলিস্তীনীদের হামলা বা 'সশস্ত্র অপারেশন' বেড়ে গেছে। এসব ঘটনায় ১৪ জন ইসরাঈলী নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন তিন জন ইসরাঈলী পুলিশ কর্মকর্তা। ফিলিস্তীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ইসরাঈলী বাহিনীর হাতে ৩৬ ফিলিস্তীনী নিহত হয়েছেন।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

মার্কিন সংস্থা এবার নিজেদের তৈরি মশা ছাড়বে!

একেই বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা! মশা দিয়েই মশার বংশকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করল একটি মার্কিন গবেষণা সংস্থা। গবেষণাগারে জিন বদলে ক্যালিফোর্নিয়ার বনাঞ্চলে কোটি কোটি 'ভাল' মশা ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। এর ফলেই শায়েস্তা হবে রোগবাহী এডিস ইজিপ্টি মশার দল। কিন্তু ঠিক কীভাবে তা সম্ভব? সে কথা বলার আগে জেনে নেওয়া যাক, এই এডিস মশা কতখানি ভয়ংকর। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই মশাই জিকা (Zika), চিকুনগুনিয়া (Chikungunya) হলুদ জ্বর (Yellow Fever) ইত্যাদি দূরারোগ্য রোগের কারণ। যে রোগগুলোতে গোটা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর হয়েছে। কীভাবে এর সুরাহা করা যায় তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চলছে। সেই সমস্যার সমাধানেই এবার অভিনব উপায় বের করল মার্কিন গবেষণা সংস্থাটি। সংস্থাটি তুলনামূলক উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে জিন বদল করে যে মশা ছাড়বে, তার ফলেই কমে যাবে এডিস মশার সংখ্যা। জানা গেছে, অক্সিটেক (Oxitec) নামের এই সংস্থাটি বিশেষ উপায়ে গবেষণাগারে যে মশার জন্ম দিয়েছে, তাদের শরীরে রয়েছে বিশেষ প্রোটিন, যার ফলে তারা কামড়াতে অক্ষম। মূল পরিকল্পনা হলো, এই মশাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় বনাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া। এতে 'ভিলেন' এডিস মশা গবেষণাগারের মশার সংস্পর্শে আসবে। এবার যে বংশবৃদ্ধি হবে সেই মশা তার মরণঘাতী চরিত্র হারাবে। ফলে মশাবাহিত রোগের পরিমাণ কমবে। মার্কিন গবেষণা সংস্থার এই অভিনব প্রজেক্টকে ছাড়পত্র দিয়েছে ইউএস এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি (EPA)।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম কতটি এবং সেগুলোর ফযীলত কী?

-মোস্তাফিজুর রহমান
নাটোর।

উত্তর : আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ ৯৯টিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর গুণবাচক নাম অসংখ্য আর এর ফযীলত হলো জান্নাত লাভ। কেউ কেউ একটি হাদীছ থেকে প্রমাণ করেন যে, আল্লাহ তাআলার নামের সংখ্যা শুধুমাত্র ৯৯টি, যেখানে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার এক কম ১০০ (তথা) নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৬,৭৩৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৭; মিশকাত, হা/২২৮৭)। অথচ হাদীছের বর্ণনা থেকে এমনটি বুঝা যায় না। বরং এ ৯৯টি নাম ছাড়াও আল্লাহ তাআলার অনেক নাম রয়েছে যা অন্য হাদীছ থেকে প্রমাণিত। সেটি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এক দু'আতে বলতেন, أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ। 'আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি আপনার সে সকল নামের অসীলায়, যা দ্বারা আপনি নিজেকে অভিহিত করেছেন অথবা আপনি আপনার সৃষ্টির কাউকে তা শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনি গায়েবের পর্দায় তা আপনার নিকট গোপন রেখেছেন' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৭১২; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৯৭২)। সুতরাং তিনি যা তার ইলমে গায়েবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা কারো পক্ষে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব হাদীছটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নামের মধ্যে থেকে এ ৯৯টি নামের মর্যাদা হলো, 'যে ব্যক্তি এগুলো গণনা করবে, হেফাযত করবে এবং নামের দাবী মোতাবেক আমল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যাহ, ৬/৩৮০)।

প্রশ্ন (২) : হাদীছে আছে, এই উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হলো, যারা ঝাড়ফুঁক এর আশ্রয় গ্রহণ করে না। কিন্তু আমরা জানি, রাসূল ﷺ নিজেই ঝাড়ফুঁক করেছেন। তাহলে এই হাদীছের ব্যাখ্যা কী?

-মুরাদ হোসেন
সাভার, ঢাকা।

উত্তর : ছহীহ মুসলিমের ২২০ নম্বর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তার এক শ্রেণী হলো, الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ অর্থাৎ যারা ঝাড়ফুঁক করে না ও অন্যের কাছে ঝাড়ফুঁক চায় না। এই হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হলেও, আসলে প্রথম অংশটি শায, যা কোনো রাবীর ভ্রম হওয়ার কারণে এমনটি হয়েছে (সিলসিলা ছহীহা, ১/৪৯০, ১/৮৪৪, ৮/১৬৯; মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যাহ, ১/১৮২)। আসলে সঠিক বর্ণনা হলো যা অন্য এক বর্ণনাতে এসেছে, সেটি হলো, وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ 'তারা অন্যের কাছে ঝাড়ফুঁক চায় না, আগুনের সেক দেয় না' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৮)। সুতরাং যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তারা অন্যের কাছে ঝাড়ফুঁক চায় না। কেননা তার পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে। সুতরাং এই বর্ণনার সাথে রাসূল ﷺ নিজেই ঝাড়ফুঁক করেছেন সেই বর্ণনার কোনো বিরোধ নেই।

প্রশ্ন (৩) : জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পরে যেসব তাওহীদপন্থী বান্দাগণ জান্নাতে যাবে তারা কি আল্লাহকে দেখতে পাবে?

-আব্দুল কাদের
পাটনা, ভারত।

উত্তর : হ্যাঁ, দেখতে পাবে। কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, জান্নাতীরা আল্লাহ তাআলাকে দেখবে। যেটি হলো জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তবে সেসব দলীলগুলোতে বিশেষ কিছু মানুষদের জন্য আল্লাহর দর্শনকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং আমভাবে সকল জান্নাতীদের জন্য তা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে'

(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/২২-২৩)। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছো, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বের ছালাত আদায় করতে পারলে তোমরা তাই করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৪, ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩৩)। সুহায়ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 'যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক' (ইউনুস ১০/২৬)। অতঃপর তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর এক ঘোষণাকারী ডেকে বলবে, হে জান্নাতবাসীগণ! নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা তিনি এখন পূর্ণ করবেন। তারা বলবে, তা কী? আল্লাহ তাআলা কি আমাদের (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেননি, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তখন আল্লাহ তাআলা আবরণ উন্মুক্ত করবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাদেরকে তার দর্শনের চেয়ে অধিক প্রিয় ও নয়নপ্রীতিকর আর কিছু দান করেননি' (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৯৪১)। এই হাদীছদ্বয়ে সকল জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ্য করে সেই ঘোষণা দিয়ে কথাগুলো বলা হয়েছে, যাতে বিশেষ কোনো ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। সুতরাং জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পরে যেসব তাওহীদপন্থী বান্দাগণ জান্নাতে যাবে তারাও আল্লাহকে দেখতে পাবে।

প্রশ্ন (৪) : অধিক সন্তান না নেওয়ার জন্য আযল করা অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

-আব্দুল্লাহ ফারুক
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

উত্তর: দরিদ্রতার ভয়ে আযল করা অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি' (আল ইসরা, ১৭/৩১)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন নারীকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন যে নারী বেশি বেশি সন্তান দিতে পারে। তিনি বলেছেন, 'তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ করো। কারণ আমার উম্মতের সংখ্যা বেশি হওয়া আমার গৌরবের কারণ' (আবূ দাঊদ, হা/২০৫০, নাসাঈ, হা/৩২২৭)। তবে স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় (ইবনু মাজাহ, হা/১৯২৮)। কিন্তু স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ করা আদৌ বৈধ নয় (আদর্শ পরিবার, ১২১ পৃ.)।

প্রশ্ন (৫) : স্বামীর পাজরের হাড় থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কি ঠিক?

-আরিফুজ্জামান
দিনাজপুর।

উত্তর : না, কথাটি সঠিক নয়। বরং হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে আদম আলাইহিস সালাম-এর পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নারীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নছীহত করতে থাক' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৩১, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৮)। এখানে মহিলাদের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আসলে সেটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আদম আলাইহিস সালাম-এর পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে সৃষ্টি করা, সকল মহিলাদের সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। এই হাদীছে মহিলাদের প্রতি দয়া ও ইহসান করা, তাদের বাকা আচরণে ধৈর্যধারণ করা এবং তাদের দুর্বল বিবেককে সহ্য করার বিষয়টি প্রমাণ করে (ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ৬/৩৬৮, শারহুন নাবাবী আলা মুসলিম, ১০/৫৭)।

প্রশ্ন (৬) : 'বন্দে মাতরম' বলা বৈধ কি?

উত্তর: বৈধ নয়। কেননা 'বন্দে মাতরম' মানে দেশ মাতাকে বন্দনা করি বা প্রণাম করি। বন্দনা বা বন্দেগী মানে বান্দার কাজ, ইবাদত ও দাসত্ব করা। মুসলিম একমাত্র আল্লাহর দাস হয়। সে কেবল তারই দাসত্ব করে। সুতরাং সে অন্য

কারো বন্দেগী বা দাসত্ব করার ঘোষণা দিতে পারে না। সে ঘোষণা করে,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

‘নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার উপাসনা (কুরবানী) আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিম) মধ্যে আমিই প্রথম’ (আল-আনআম, ৬/১৬২-১৬৩)।

প্রশ্ন (৭) : মুসলিম দেশে মানবরচিত আইন দ্বারা পরিচালিত মুসলিম শাসককে সরিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে ক্বায়েম হবে?

উত্তর : ইসলামী রাষ্ট্র ক্বায়েম হবে মুসলিম গণজাগরণের মাধ্যমে। মুসলিমরা যখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আক্বীদা পরিশুদ্ধ করবে, নিজের পরিবার-পরিজনকে সঠিক ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দেবে, তবেই ইসলাম ক্বায়েম হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ‘নিশ্চয় আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে’ (আর-রা‘দ, ১৩/১১)। উলামাগণ বলেন, তোমরা তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে ইসলাম ক্বায়েম করো, তোমাদের রাষ্ট্রে ইসলাম ক্বায়েম হয়ে যাবে। অন্যথা সন্ত্রাস, পশ্চিমা গণতন্ত্র ইত্যাদি মাধ্যম ইসলামী রাষ্ট্র ক্বায়েম করার শারঈ পদ্ধতি নয়।

প্রশ্ন (৮) : আমি মাঝে মাঝে অনেক খারাপ চিন্তাভাবনা করি। এমনকি কখনো কখনো শয়তান আমার আক্বীদাতেও সন্দেহ ঢুকাতে চেষ্টা করে। আমার প্রশ্ন হলো, এগুলোরও কি হিসাব নেওয়া হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রংপুর।

উত্তর : শয়তান মনের মধ্যে যে ওয়াসওয়াসা দেয়, সেটি অবহ্যত রাখা যাবে না। বরং এরকম চিন্তা ভাবনা আসলেই আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাইবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ (আল-আরাফ, ৭/২০০)। যদি এই ওয়াসওয়াসা অনুযায়ী আমল করা না হয় অথবা এটি মুখে উচ্চারণ করা না হয় তাহলে এতে গুণাহ হবে না এবং হিসাব নেওয়াও হবে না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ঐ সকল ওয়াসওয়াসা ক্ষমা করে দিয়েছেন যা তাদের মনে উদিত হয় বা যে সব কথা মনে মনে বলে থাকে; যতক্ষণ না তা বাস্তবে করে বা সে সম্পর্কে কথা বলে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৬৪, ছহীহ মুসলিম, হা/১২৭)।

প্রশ্ন (৯) : জনৈক বক্তা বলেন, ক্বদরের রাতে মানুষের বার্ষিক রিযিক, হায়াত, মউত ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জামালপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত বক্তব্য সঠিক। ক্বদরের রাতে মানুষের আগামী এক বছরের রিযিক, হায়াত, মউত ইত্যাদি বণ্টন করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমরা একে (কুরআন) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়’ (সূরা আদ-দুখান, ৪৪/৩-৪)। এখানে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় বলতে আগামী এক বছরের জন্য মানুষের হায়াত, রিযিক ইত্যাদি নির্ধারণ উদ্দেশ্য (তাফসীর ইবনু কাছীর, ৭/২২৬)।

বিদআত

প্রশ্ন (১০) : ফরয ছালাতের পর মাথায় হাত দিয়ে ‘ইয়া কাবিয়্যু’ বলে ৭ বার কেউ কেউ দু‘আ পড়েন, এই আমলটি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত?

-মোস্তফা মনোয়ার
রংপুর।

উত্তর : উক্ত আমলটি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। তাই এই আমল বর্জন করতে হবে। কেননা রাসূল বলেছেন, ‘কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তাহলে সেটি বর্জনীয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১১) : প্রস্রাব করার পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে, এমতাবস্থায় আমি কি ছালাত আদায় করতে পারব আর যদি তা না পারি তাহলে এর বিধান কী?

-ইমরান আলী
গাইবান্ধা।

উত্তর : চিকিৎসা সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি না হলে ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। মুস্তাহাযা মহিলা (মাসিকের নির্ধারিত

সময়ের পর যাদের ঋতুস্রাব হয়) কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা বায়ু নির্গত হয় এমন নারী-পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করে নিলেই যথেষ্ট হবে (আবূ দাঊদ, হা/২৮৬, মিশকাত, হা/৫৫৮)।

প্রশ্ন (১২) : আমার প্রশ্ন হলো গোসল করতে গিয়ে ওযূর সময় পরনে কাপড় না থাকলে কি ওযূ হবে?

-সুজন মিয়া
গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : জরুরী কোনো প্রয়োজন না হলে উলঙ্গ হওয়া উচিত নয়। বরং সর্বদাই পরনে কাপড় রাখা উচিত। মুয়াবিয়া আল-কুশায়রী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থানের কতখানি ঢেকে রাখব আর কতখানি খুলে রাখব? তিনি বলেন, 'তোমার লজ্জাস্থান নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যদের থেকে হেফাযত করবে'। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কী যে, লোকেরা যদি একত্রে বসবাস করে? তিনি বলেন, 'যদি তুমি তা কাউকে না দেখিয়ে পার, তবে অবশ্যই তা দেখাবে না'। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যদি নির্জন থাকে? তিনি বলেন, 'আল্লাহ অধিক অগ্রগণ্য যে, মানুষের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি লজ্জাশীল হতে হবে' (ইবনে মাজাহ, হা/১৯২০)। তবে পরনে কাপড় থাকা ওযূর শর্তগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই কেউ যদি কোনো প্রয়োজনে পরনে কাপড় না রেখেই ওযূ করে তাহলে তার সেই ওযূ ছহীহ হবে এবং এতে তার ওযূও নষ্ট হবে না (মাজমূঊ ফাতাওয়া ইবনে বায, ১০/১০১)।

ছালাত

প্রশ্ন (১৩) : একজন শিক্ষার্থী হিসেবে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় আমাকে অংশগ্রহণ করতে হয়। পরীক্ষার সময়সূচি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, দেড়টা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আছরের ওয়াক্ত প্রায় ১৫-২০ মিনিটের মতো অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু বাসায় ফিরতে ফিরতেই মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায়। একারণে যোহর ও আছরের ছালাত জামাআতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ওয়াক্ত আসার পূর্বেই আমি যোহর এবং আছরের ছালাত একত্রে অগ্রিম জমা করে পড়তে পারব কি?

-মো. মোবিনুল ইসলাম মুন
বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ; পারবেন। জরুরী কোনো প্রয়োজনে যোহর-আছর এবং মাগরিব-ইশাকে জমা করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভীতিকর অবস্থা কিংবা সফররত অবস্থা ছাড়াই যোহর এবং আছরের ছালাত একসাথে এবং মাগরিব ও এশার ছালাত একসাথে আদায় করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৭০৫)। একদা ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর মুয়াযযিন 'আছ-ছালাত' বললে তিনি বলেন, চলো, এগিয়ে চলো! ইতিমধ্যে লালিমা দূরীভূত হওয়ার সময় হলে তিনি (বাহন থেকে) নেমে মাগরিবের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর ইশার ছালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো সফরে দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজন হলে এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করলাম। অতঃপর তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের পথ অতিক্রম করেন (আবূ দাঊদ, হা/১২১২)।

প্রশ্ন (১৪) : আমাদের মসজিদে ইমাম আরবী দিয়ে খুৎবা দেয়, আমি তো আরবী বুঝি না এইজন্য খুৎবার সময় আমি মনে মনে তাসবীহ, তাহলীল, যিকির, দু'আ পড়তে পারব কি? নাকি আরবী খুৎবাটাই মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে?

-নাঈম ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর : ভাষা না বুঝলেও ইমামের খুৎবা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, এই সময়ে তাসবীহ তাহলীল করা যাবে না। একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছের দাবী হলো মুছল্লীদের নিজের ভাষায় খুৎবা দিতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'জুমআর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় যদি তুমি তোমার পাশের মুছল্লীকে 'চুপ করো' বলো, তাহলে তুমি অনর্থক কথা বললে' (ছহীহ বুখারী হা/৯৩৪; মিশকাত, হা/১৩৮৫)। কিন্তু দঃখজনক হলেও সত্য পৃথিবীর বহু মসজিদে কুরআন হাদীছকে উপেক্ষা করে ও সুন্নাত অনুসরণের নাম দিয়ে আরবী ভাষায় খুৎবা দেওয়া হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমরা প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (ইবরাহীম, ১৪/৪)। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে

প্রথমে ছালাত আদায় করলেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন। যখন নবী ﷺ খুৎবা শেষ করলেন, তিনি (মিম্বর হতে) নেমে মহিলাগণের (কাতারের) নিকট আসলেন এবং তাঁদের নছীহত করলেন। তখন তিনি বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাতে ভর করেছিলেন এবং বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাঁর কাপড় ছড়িয়ে ধরলে, নারীরা এতে ছাদাক্বার বস্তু ফেলতে লাগলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৬১, ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষেদেরকে তাদের নিজের ভাষাতেই খুৎবা দিতে হবে। অন্যথা এই হাদীছের অবমাননা করা হবে।

প্রশ্ন (১৫) : আমাদের মেস থেকে মসজিদ ৫ মিনিটের পথ। দৈনিক ৫ বার মসজিদে ছালাত আদায় করতে যাওয়া একটু কষ্টকর। তাই আমরা মেসেই জামাআতে ছালাত আদায় করি। আমাদের ছালাত আদায় হবে কি?

-রাকিব হাসান
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : অলসতার কারণে মসজিদে না গিয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা গর্হিত কাজ। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ কোনো ওযর ছাড়াই মসজিদে আসল না তার ছালাত হবে না’ (ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩, সনদ ছহীহ)। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শ্রেণির লোকদের ঘরে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন (বুখারী হা/৬৪৪; মিশকাত হা/১০৫৩)। তাছাড়া তিনি অন্ধ ব্যক্তিকেও বাড়ীতে ছালাত আদায় করার অনুমতি দেননি (মুসলিম হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১০৫৪)। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ ছেড়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করল সে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত পরিত্যাগ করল। আর যে ব্যক্তি নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করল সে পথভ্রষ্ট হলো’ (আবূ দাঊদ হা/৫৫০)।

প্রশ্ন (১৬) : আমি যোহরের ১ রাকাআত ছালাত পাইনি। এখন কথা হচ্ছে- ইমাম সালাম ফিরানোর আগে আমি কি শুধু তাশাহহুদ পড়ব না দরূদসহ সকল দু‘আ পড়ব?

-হুমায়ুন আহমেদ
পশ্চিম রামনগর সদর, দিনাজপুর।

উত্তর : মাসবূক ইমামের অনুসরণ করবে। সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইমাম যা করবে মাসবূককে তাই করতে হবে অর্থাৎ তাশাহহুদসহ অন্যান্য দু‘আ পড়তে থাকবে। পরে ইমাম সালাম ফিরালে মাসবূক দাড়িয়ে ছুটে যাওয়া এক রাকআত পড়ে তাশাহহুদসহ অন্যান্য দু‘আ পড়ে সালাম ফিরাবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ‘ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৯, ছহীহ মুসলিম, হা/৪১৪)।

প্রশ্ন (১৭) : আমরা জানি যে, জুমআর দিন যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে প্রবেশ করে তাকে উট কুরবানীর ছওয়াব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো সময়টা কখন থেকে শুরু হয়? জুমআর আযানের পর থেকে? নাকি জুমআর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে?

-এস এম হাম্মাদ
চট্রগ্রাম।

উত্তর: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমআর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেওয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকির শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৮৮১, ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫০)। সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে পথম পর্যায়ের শুরু হয়। সূর্য উদয় হওয়া থেকে জুমআর আযান হওয়া পর্যন্ত এই সময়টাকে পাঁচভাগে ভাগ করবে। এর প্রথম ভাগটি হাদীছে বর্ণিত প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় ভাগটি হাদীছে বর্ণিত দ্বিতীয় পর্যায় (যাদুল মা‘আদ, ১/৩৮৬-৩৮৯)।

প্রশ্ন (১৮) : যে ইমামের সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত শুদ্ধ নয়, তার পিছনে কি ছালাত শুদ্ধ হবে? যদি না হয় তাহলে কি মুক্তাদীদেরকে পুনরায় আবার ছালাত আদায় করতে হবে।

-আব্দুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর: ক্বিরাআতের মধ্যে ভুলের কারণে এমন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না এ কথা ঠিক নয়। কেননা কুরআন সাত ভাষায় অবতীর্ণ করা হয় (ছহীহ বুখারী, হা/২৪১৯)। তবে ক্বিরাআত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আপনি কুরআনকে তার যথাযথ নিয়মে সুন্দর করে তেলাওয়াত করুন’ (আল-মুযযাম্মিল, ৪)।

প্রশ্ন (১৯) : কোনো কোনো মুছল্লীকে দেখি যে, রুকূ পেলেই রাকাআত গণনা করছে। এটা কি সঠিক যে, রুকূ পেলেই রাকাআত পাওয়া যাবে?

-হাসিবুর শেখ
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর: রুকূ পেলে রাকাআত গণ্য হবে কিনা এতে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, রুকূ পেলে রাকাআত গণ্য হবে। আবূ বাকরাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রুকূতে ছিলেন। তখন কাতার পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তিনি রুকূতে চলে যান। এ ঘটনা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ব্যক্ত করা হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে এ রকম আর করবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮৩, আবূ দাঊদ, হা/৬৮৪)। এখানে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার এক রাকাআত আদায় করতে বললেন না। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, রুকূ পেলে সেই রাকাআতকে গণ্য করা হবে (জামিউ তুরাছিল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/২৯৩)।

প্রশ্ন (২০) : রমাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলোতে তারাবীহর ছালাত পড়ার পর ছালাতুত তাসবীহ পড়ার কোনো ভিত্তি আছে কি?

-কাউছার আলী
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর : প্রত্যেক মুসলিম তার দৈনন্দিন ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা ইবাদত করবে- এটাই শারঈ বিধান। কিন্তু ছালাতুত তাসবীহ একটি বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ইবাদত। কেননা এ ছালাত সংক্রান্ত স্পষ্ট কোনো ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মাওকূফ' কেউ 'যঈফ' আবার কেউ 'মাওযূ'' বা জাল বলেছেন এবং তার ভিত্তিতে ইমাম আহমাদ, ইমাম নববী, ইমাম ইবনু তাইমিয়াসহ অনেকেই এই ছালাতকে ইনকার করেছেন (মুগনী, ১/৪৩৮; শারহুল মুহাযযাব, ৩/৫৪৭; মাজমূউ ফাতাওয়া ১১/৫৭৯)। সঊদী আরবের স্থায়ী ফতওয়া কমিটি 'লাজনা দায়েমাহ' এ ছালাতকে বিদ'আত বলেছেন, صَلَاةُ التَّسْبِيْحِ بِدْعَةٌ، وَحَدِيْثُهَا لَيْسَ بِثَابِتٍ، بَلْ هُوَ مُنْكَرٌ। অতএব এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোনো ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা ঠিক নয়।

আর রমাযানে ছালাতুত তাসবীহ আদায় করার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে ছহীহ কোনো প্রমাণ নেই। তাই সেই আমল করা যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/ ১৭১৮)।

প্রশ্ন (২১) : জামাআতে ছালাত আদায় করানোর সময় ইমাম ছাহেব নিজে ইক্বামত দিয়ে কি ছালাত আদায় করাতে পারবেন?

-দেলোয়ার হোসেন
রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ পারবেন। ইমাম ছাহেব নিজে ইক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করানোতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। সফরের সময় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে আযান দিতে বলেছেন। আর তাদের মধ্যে যিনি বড় তাকে ইমামতি করতে বলেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৮, ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৪)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, যদি বড় ব্যক্তিই আযান দিয়ে থাকে তাহলেও তিনিই ইমামতি করবেন। আর আযান দাতাকেই ইক্বামত দিতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (তিরমিযী, হা/১৯৯; মিশকাত, হা/৬৪৮; যঈফাহ, হা/৩৫)।

পারিবারিক বিধান/তালাক

প্রশ্ন (২২) : স্ত্রীর খালাকে বিবাহ করাতে কি শরীআতে বাধা আছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নাটোর।

উত্তর : স্ত্রীর বর্তমানে তার খালা বা ফুফুকে বিবাহ করা হারাম। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মহিলার আপন ফুফু বা খালা কোনো পুরুষের স্ত্রী হলে ঐ মহিলা যেন উক্ত পুরুষকে বিয়ে না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫১০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০৮)। তবে স্ত্রী মারা গেলে বা তার সাথে তালাক হয়ে গেলে স্ত্রীর খালাকে বিবাহ করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৩) : আমি অনেক বড় ভুল করেছি। ৫ বছর ধরে একটি মেয়ের সাথে আমার অবৈধ সম্পর্ক। আমি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের বক্তব্য শুনে তওবা করে নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করছি এবং মেয়েটির সাথে সব

ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। কিন্তু বর্তমানে মেয়েটি আমাকে বিয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে চাপ দিচ্ছে। অপর দিকে আমার অভিভাবকগণ ঐ মেয়ের সাথে কোনভাবেই বিয়ে দিতে রাজি নয়। কিন্তু মেয়েটি একটি বক্তব্যের কিছু অংশ আমার কাছে পাঠিয়েছে। যেখানে বলা আছে- যার সাথে যেনা হয়েছে সে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ছেলে-মেয়ে যেনায় লিপ্ত হওয়ার পর যদি দুইজনের একজন বিবাহ করতে সম্মত না হয় তাহলেও কি পরস্পর বিবাহ করতে বাধ্য?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে নারী-পুরুষের সকল সম্পর্ক হারাম। সুতরাং তাদের উপর হদ্দ (যেনার নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করতে হবে (আন-নূর, ২৪/২)। আর এই শাস্তি কার্যকরের দায়িত্ব সরকারের। অভিভাবকের সম্মতিতে তাদের মাঝে বিবাহ দেওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিকা নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে' (আন-নূর, ২৪/৩)। তবে তাদের মাঝে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া যাবে না। উবায়দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ (রহিমাহুল্লাহ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, একজন ছেলে একজন মেয়ের সাথে অপকর্ম করল। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন তার সামনে এই মামলাটি পেশ করা হলো। তিনি তাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা দুইজন এই অপকর্মের স্বীকারক্তি প্রদান করল। তিনি তাদের দুইজনকে (যেনার শাস্তি) বেত্রাঘাত করলেন এবং তাদেরকে একত্রিত করার (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার) আশা ব্যক্ত করলেন। ছেলেটি তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন (মুসনাদ আশ-শাফেঈ, হা/১৩৮৬; সুনানুল কুবরা, হা/১৩৬৫৩)।

প্রশ্ন (২৪) : একজন পুরুষ সর্বোচ্চ চারটি বিয়ে করতে পারবে এই কথা কি ঠিক? না-কি একই সঙ্গে সর্বোচ্চ চারটির বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না এ কথা ঠিক?

-ইলিয়াস হোসেন
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : একজন পুরুষ একই সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারবে না এ কথাই ঠিক। তবে কোনো স্ত্রী মারা গেলে বা তালাক দিয়ে দিলে নতুনভাবে আরেক জনকে বিবাহ করতে পারে। অর্থাৎ একই সাথে যেন চারের অধিক স্ত্রী না থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (নারী) ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দমত দুই, তিন কিংবা চার জনকে বিবাহ করো, কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে কিংবা তোমাদের অধীনস্থ দাসীকে' (আন-নিসা-৪/৪)।

প্রশ্ন (২৫) : স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে কতদিন তার খরচ দিতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।
ঢাকা।

উত্তর : স্বামী স্ত্রীকে রাজঈ তালাক (প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক) দিলে ইদ্দতকাল পর্যন্ত খোরপোষ দিবে (নাসাঈ, হা/৩৪০৩; ছহীহাহ, হা/১৭১১)। আর তৃতীয় তালাক হয়ে গেলে তাকে কোনো খোরপোষ দিতে হবে না (মুসলিম, হা/১৪৮০; মিশকাত, হা/৩৩২৪)। তবে স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত স্বামীকে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করতে হবে ও দুধ পান করালে তাকে উপযুক্ত মজুরী দিতে হবে (আত-ত্বালাক, ৬৫/৪)। অপর দিকে যে নারী খোলা করে নিয়েছে সে কোনো খোরপোষ পাবে না (ইবনু আবী শায়বাহ, হা/১৮৮১৪, ১৮৪৯৭)।

প্রশ্ন (২৬) : আমার বিয়ের ১ মাস পরে আমার সাথে আমার স্ত্রীর মনোমালিন্য হয় এবং সে রাগ করে আমার সাথে থাকবে না জানায়। তারপরে সালিসের মাধ্যমে সে আমাকে খোলা তালাক দেয় এবং সে এখন তার ভুল বুঝতে পেরে আসতে চায় এখন আমি কী করতে পারি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : খোলা তালাকের মতো নয়। তালাকের পরে স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা ছাড়াই দুই বার ফিরিয়ে নেওয়া গেলেও খোলার মাধ্যমে সেটি হয় না। বরং খোলার মাধ্যমে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খোলা হওয়ার পরেও সেই মহিলার সাথে আবার সংসার করা সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে নতুন মোহর দিয়ে আবার নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। তাহলেই সেই মহিলা তার প্রথম স্বামীর কাছে ফেরত আসতে পারবে (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়্যাহ, ৩২/৩০৬, যাদুল মা'আদ, ৫/১৮০-১৮১)।

প্রশ্ন (২৭) : আমার মা মারা যাওয়ার পর আমার বাবা আমার বোনের শ্বাশুড়িকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময়

তার ছেলে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু পরে সে এই বিবাহে স্বীকৃতি দেয়। তাহলে তার এই বিবাহ ঠিক হয়েছে কি?

-জুয়েল রানা
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর : কোনো নারী বিবাহের অভিভাবক হতে পারবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোনো নারী নিজেও বিবাহ করতে পারে না। যে নারী নিজে বিবাহ করে সে ব্যভিচারিণী’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮২; মিশকাত, হা/৩১৩৭)। অভিভাবক ছাড়াই যেহেতু এই বিবাহ হয়েছে তাই এটি শরীআতসম্মত হয়নি। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না (তিরমিযী, হা/১১০১; আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮১, আহমাদ, হা/১৯৭৪৬; মিশকাত, হা/৩১৩০)। রাসূলুল্লাহ আরও বলেছেন, ‘অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল’ (আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩, তিরমিযী, হা/১১০২)। অতএব এক্ষেত্রে অভিভাবকের উপস্থিতিতে সেই বিয়ে আবার নতুনভাবে দিতে হবে।

হালাল হারাম

প্রশ্ন (২৮) : অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার গ্রহণ করা যাবে কি?

-শারুফ আহমেদ
শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার খাওয়া জায়েয। রাসূল ﷺ অমুসলিমদের বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছেন এবং তাদের উপহার গ্রহণ করেছেন (বুখারী, হা/২৬১৫-১৮, আবূদাঊদ, হা/৪৫১০)। তবে তার যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (২৯) : কেউ যদি এমন পাপ করে যার কারণে ঐ ব্যক্তি সরাসরি হত্যার যোগ্য হয়। এমন ব্যক্তির তওবার সুযোগ আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : অবশ্যই তওবা করার সুযোগ আছে। আল্লাহ তাআলা খালেছ তওবার মাধ্যমে শিরকের মতো ধ্বংসাত্মক, হত্যার মতো মারাত্মক ও ব্যভিচারের মতো জঘন্য গুনাহকেও ক্ষমা করার ঘোষণা করেছেন (আল-ফুরকান, ২৫/৬৮-৭০)। আল্লাহ তাআলা বলেন, বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ; আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ‘গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তি তুল্য’ (ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫০)। তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যেমন, (১) পাপকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে, (২) কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে এবং (৩) ঐ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও বিলুপ্ত হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাহলে তা কবুলের জন্য আরো একটি শর্ত আছে। তা হলো অধিকারীর অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু নিয়ে থাকে, সেটাও ফিরিয়ে দিতে হবে’ (রিয়াযুছ ছালিহীন, পৃ. ১৪-২২ ‘তওবা’ অনুচ্ছেদ)। যেহেতু আমাদের দেশে ইসলামী শাসক নেই। তাই হদ্দ (দণ্ড বা শাস্তি) প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট একনিষ্ঠভাবে তওবাহ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। তাহলে ইনশা-আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করবেন।

প্রশ্ন (৩০) : আমার এক ছোট ভাই খ্রিষ্টানদের পরিচালিত এক কলেজে অধ্যয়ন করছে। কলেজের নিয়ম অনুযায়ী সকলকে তাদের ধর্মের ক্রুশযুক্ত নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে কলেজে যেতে হয়। এমতাবস্থায় এ পোশাক পরিধান করা ইসলামী শরীআত সম্মত কি-না এবং আমার করণীয় কী অনুগ্রহ পূর্বক জানাবেন ।

-নূর হাসান
ময়মনসিংহ।

উত্তর : ক্রুশ প্রতীক খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন। এটি ব্যবহার করা মুসলিমদের জন্য জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, ‘যখন তোমরা লোকদের থেকে কুরআনের আয়াত সমূহে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। নইলে তোমরাও তাদের সদৃশ গণ্য হবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন (আন-নিসা, ৪/১৪০)। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’ (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)। অতএব একজন মুসলিম হিসাবে এমন প্রতিষ্ঠান পরিহার করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩১) : শুধু সার্টিফিকেট পাওয়া অথবা চাকরি করার উদ্দেশ্যে দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা কতটুকু শরীআতসম্মত?

-নাঈম ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর : আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন, নিজের অজ্ঞতা দূরীকরণ এবং মুসলিমদের উপকার করার নিয়্যতের সাথে সাথে কেউ যদি সার্টিফিকেট বা চাকরি পাওয়ার ইচ্ছা রাখে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আল্লাহ নৈকট্য অর্জনের নিয়্যত না রেখে দ্বীনের জ্ঞানার্জনের দ্বারা শুধু দুনিয়া অর্জনের নিয়্যত রাখে তাহলে সেটি জায়েয নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ইলমের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোনো লোক যদি দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য তা শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ, হা/২৫২)।

প্রশ্ন (৩২) : পুরুষের জন্য কোন রং এর পোশাক পরিধান করা হারাম ?

-জিল্লুর রহমান
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : পুরুষদের জন্য সকল রং এর পোশাক পরিধান করা বৈধ। তবে হলুদ রঙের কাপড় পরা পুরুষদের জন্য অবৈধ। আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরিহিত হলুদ রঙের দুটি পোশাক দেখে বললেন, ‘এগুলো কাফেরদের পোশাক। তুমি এসব পরবে না’ (মুসলিম, হা/২০৭৭; মিশকাত, হা/৪৩২৭)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের জন্য জা‘ফরান রং ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন (বুখারী, হা/৫৮৪৬; মুসলিম, হা/২১০১; মিশকাত, হা/৪৪৩৪)। লাল রং এর পোশাক জায়েয হলেও তা থেকে বেঁচে থাকাই ভালো। আলী ইবনু আবূ ত্বালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু আমাকে তিনটি কাজ হতে বারণ করেছেন। আমি বলি না যে, লোকদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি পরিধান করতে, রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রঙের কাপড় এবং গাঢ় লাল রঙের কাপড় পরিধান করতে। আর আমি যেন রুকূ এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত না করি (নাসাঈ, হা/১১১৮)। তবে লাল ও হলুদের সাথে অন্য রং মিশ্রিত থাকলে উক্ত পোশাক পরিধানে কোনো বাধা নেই (আল-মাজমূউ ইমাম নববী, ৪/৩৩৭)।

প্রশ্ন (৩৩) : বগলের লোম তুলে ফেলতে হয়। কেটে ফেললে কি গুনাহ হবে?

-সাকিলা জাহান
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : সুন্নাত হলো বগলের লোম তুলে ফেলা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘দশটি কাজ নবীগণের ফিত্বরাত বা স্বভাবসুলভ- (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের জোড়াসমূহ ধোয়া, (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পানি দিয়ে ইসতেঞ্জা করা। মুসআব বলেন, দশম কাজটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত সেটি হলো, কুলি করা (আবূ দাঊদ, হা/৫৩)। তবে যদি বগলের লোম তুলে ফেলা না যায় তাহলে নিরূপায় হয়ে তা কেটে ফেলা যায়।

প্রশ্ন (৩৪) : আমরা দুই ভাই বিদেশ থাকি, দুই ভাই একসাথে বাসায় টাকা পাঠাই। এখন আমার বাবা এবং ভাই মিলে তারা জমি বন্ধক রাখে। আমি শুনেছি বন্ধক রাখা জায়েয নয়, আমি তাদের মানা করেছি কিন্তু তারা শোনে না। এখন আমি কি ঐ গুনাহের অংশীদার হব?

-ঝিকরগাছা, যশোর
মো. সাহিদ হাসান।

উত্তর : আমাদের দেশে যে বন্ধক প্রথা প্রচলিত আছে তাতে জমির মূল মালিক নির্দিষ্ট একটি টাকার বিনিময়ে টাকা দাতাকে জমি ভোগ করার সুযোগ দেয়। যতদিন জমির মূল মালিক টাকা ফেরত না দিচ্ছে ততদিন টাকা প্রদানকারী জমিটি ভোগ করতে পারবে। প্রশ্নে উল্লিখিত বন্ধক যদি অনুরূপই হয় তাহলে তা হারাম। সেক্ষেত্রে তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, জমি বন্ধক নেওয়া ইসলামী শরীআতে বৈধ নয়। যদি না শোনে তাহলে এই কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করা যাবে না, বরং সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ পাপ কাজে সহযোগিতাকারী সেই পাপের অংশীদার হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নেককাজ ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৫) : পর্দা করে না, ছালাত আদায় করে না, এমন ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে কি?

-মোস্তাফিজুর রহমান
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : এ ধরনের লোকদের বাড়ীতে দাওয়াত গ্রহণ না করাই ভালো। কেননা এগুলো চরম গর্হিত কাজ। আর গর্হিত কিছু দেখলে সে বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া যাবে না। ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন, যদি কোনো অনুষ্ঠানে দ্বীনের খেলাফ বা অপছন্দনীয় কোনো কিছু নযরে আসে তাহলে ফিরে আসবে কি? ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু কোনো এক বাড়িতে (প্রাণির) ছবি দেখে ফিরে এলেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আবূ আয়্যূব রাযিয়াল্লা-হু আনহু কে দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালের পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। এরপর ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ ব্যাপারে বললেন, মহিলারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবূ আয়্যূব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, আমি যাদের সম্পর্কে আশঙ্কা করেছিলাম, তাতে আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করিনি। আল্লাহর কসম! আমি আপনার ঘরে কোনো খাদ্য খাব না। এরপর তিনি চলে গেলেন (বুখারী, হা/৫১৮১; নাসাঈ, হা/৫৩৫১; ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৫৯)। তবে তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে।

প্রশ্ন (৩৬) : খেলার সামগ্রীর (ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি) দোকান দিয়ে ইনকাম করা কি হালাল হবে?

-আমির হামজা
ঢাকা।

উত্তর : যে সকল খেলাধুলা সরাসরি হারাম, তার আসবাবপত্র বিক্রয় করাও হারাম। যেমন- তাস, দাবা, ক্যারাম বোর্ড, লুডু ইত্যাদি। তবে ক্রিকেট-ফুটবল খেলা যদি শরীর চর্চার জন্য হয়ে থাকে এবং তাতে যদি শরীআতের নীতি লঙ্ঘিত না হয়, তাহলে সেগুলোর সামগ্রী বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু জুয়া হিসাবে এসব খেলার আয়োজন করা হলে সেখানে এই সামগ্রী বিক্রয় করা যাবে না। কেননা যে খেলা মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায়, সে জাতীয় খেলার সামগ্রী বিক্রয় করা সে হারামে সহযোগিতার নামান্তর। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা পরস্পর নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করো; অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদাহ, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৭) : কোনো মেয়ে কি তার দাদা, দাদি অথবা নানা, নানির ভাইদের সাথে দেখা করতে পারবে নাকি তাকে তাদের থেকে পর্দা করতে হবে?

-আবূল কাশেম, জামালপুর।

উত্তর : কোনো মেয়ে তার দাদা, দাদি অথবা নানা, নানির ভাইদের সাথে দেখা করতে পারবে। কুরআনে এসেছে, ‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (আন-নিসা, ৪/২৩)। এমন মেয়ে তার দাদা, দাদি অথবা নানা, নানির ভাইদের ক্ষেত্রে ভাইয়ের মেয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের সাথে দেখা করাতে কোনো সমস্যা নেই। উল্লেখ্য যে, অবশ্যই এই ভাই আপন বা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় হবে।

প্রশ্ন (৩৮) : বিকাশ, রকেট এবং ফ্লেক্সিলোড এর ব্যবসা করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-সাদিকুল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর : এ ধরনের ব্যবসা করা থেকে সম্ভবপর বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। কেননা এগুলো সূদী প্রতিষ্ঠান। আর আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন (আল-বাক্বারাহ, ২/২৭৫-২৭৯)। এছাড়া সূদখোরদের প্রতি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৭-১৫৯৮)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউই সূদ খাওয়া ছাড়া থাকবে না। যদি কেউ সূদ না খায় তবুও তার ধোঁয়া তাকে স্পর্শ করবে’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৩৩১)।

প্রশ্ন (৩৯) : তাবীয ব্যবহার শিরক জানা সত্ত্বেও একজন অসুস্থ মহিলা জিনের আছর থেকে মুক্তির জন্য তাবীয ব্যবহার করেন। এমতাবস্থায় তিনি মারা গেলে পরিণাম কী হবে? উল্লেখ্য যে, তিনি তাবীয ব্যবহারকালীন সময়ে সুস্থ থাকেন কিন্তু যখনই তা খুলে রাখেন তার দু-একদিন পরেই জিনেরা তাকে আছর করে এবং চরমভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

-আব্দুছ ছামাদ, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : কোনো অবস্থাতেই তাবীয ব্যবহার করা যাবে না। কারণ তাবীয কোনো ঔষধ নয়, বরং আক্বীদাগত কারণে

তাবীয ব্যবহার করা শিরক। কখনো কখনো শিরকী কর্ম করার দ্বারা মানুষের ধারণা মতে সাময়িক উপকার হতে পারে। কিন্তু তা স্থায়ীভাবে ক্ষতি করে। তাবীয থাকার কারণে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ছাহাবীর বায়আত নেননি। সে তা কেটে ফেলে দিলে তিনি তার বায়আত গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' (আহমাদ, হা/১৬৯৬৯; ছহীহুল জামে', হা/৬৩৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৪৯২)। সুতরাং তাবীয ব্যবহারকারী তওবা না করে মারা গেলে সে মুশরিক অবস্থায় মারা যাবে। আর মুশরিকের পরিণাম জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী হবে না' (আল-মায়েদাহ, ৫/৭২)। এমতাবস্থায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় অথবা যারা রুকিয়্যা পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে তাদের কাছে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৪০) : সহশিক্ষা আছে এমন কলেজে পর্দা করে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারবে কি? যেমন- মেডিকেল কলেজ। আবার নারী পুরুষ একসাথে চাকরি করে এমন স্থানে মেয়েরা পর্দা করে চাকরি করতে পারবে কি?

-শরীফ
ফরিদপুর।

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একসাথে পড়াশুনা বা চাকরি করা সম্পূর্ণরূপে শরীআতবিরোধী কাজ। এছাড়াও এটি মানুষের স্বভাব ধর্মের বিরোধী এবং পারস্পরিক নীতিবোধের জন্য চরম ক্ষতিকর। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো প্রচলিত সহশিক্ষা ব্যবস্থা। অতএব সর্বতোভাবে একে পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। আর ছেলে মেয়েদের আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো' (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)।

প্রশ্ন (৪১) : আমার বাবা বিভিন্ন ধরনের বক পাখি শিকার করে এবং আমরা সবাই সেই পাখির গোশত খাই। আমি জানি যে, পাখি খাওয়া হালাল। কিন্তু কেউ কেউ বলে যে, এখন পাখিদের বাচ্চা আছে সেই পাখির বাচ্চা নাকি অভিশাপ করবে তাই পাখি শিকার করা এবং খাওয়া হারাম হবে। দয়া করে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবেন।

-আহসান হাবীব বেলাল
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : পাখির বাচ্চারা অভিশাপ করবে মর্মে বর্ণিত বক্তব্যটি সঠিক নয়। বরং যে পাখিগুলোর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলো শিকার করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। ইমাম বুখারী যবেহ ও শিকার করা নিয়ে একটি অধ্যায়ই রচনা করেছেন আর তাতে তিনি অনেকগুলো হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন, আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর-ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটি বৈধ হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হলো যদি অন্য পাত্র পাও তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করো। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর-ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ, সেটি যদি যবেহ করতে পার তবে তা খেতে পার' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৭৮)। এছাড়াও আরো হাদীছ প্রমাণ করে যে, পাখি শিকার জায়েয, যদিও তার বাচ্চা থাকে।

প্রশ্ন (৪২) : গরু/ছাগল দ্বারা শস্যের ক্ষতি করলে জরিমানা নেওয়া যাবে কি?

-আমিনুল ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর : পশু যদি দিনের বেলাতে শস্য খেয়ে নেয় তাহলে এতে জমির মালিক দায়ী। আর যদি রাতের বেলা শস্য খেয়ে নেয় তাহলে পশুর মালিক দায়ী। বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (নিম্নরূপ) ফায়ছালা প্রদান করেছিলেন, বাগ-বাগিচার দেখাশোনার দায়িত্ব দিনের বেলা তার মালিকের উপর (দিনের বেলা

লোকসানের জন্য মালিক দায়ী থাকবে)। গৃহপালিত জন্তুর রাতের বেলায় দেখাশোনার দায়িত্ব তার মালিকের উপর ন্যস্ত। রাত্রিবেলায় গৃহপালিত পশুর ক্ষতির জন্য পশুর মালিক দায়ী থাকবে (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৬৯, ইবনু মাজাহ, হা/২৩৩২)। সুতরাং এক্ষেত্রে পশুর মালিকের থেকে জরিমানা নেওয়া যাবে।

প্রশ্ন (৪৩) : শীতের দিনে আমরা শরীরে লোশন ব্যবহার করে থাকি। অনেকেই বলে থাকেন লোশনে শুকরের তেল ব্যবহার করা হয়। অযূ করে লোশন দেয়া অবস্থায় ছালাত হবে না। এমনকি শরীরে লোশন দিলে শরীর নাপাকি অবস্থায় থাকে। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-হাসিন রায়হান আকাশ, বগুড়া।

উত্তর : ইবাদত ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোতে আসল হলো সেগুলো হালাল, যতক্ষণ কুরআন ও হাদীছ থেকে হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া না যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হালাল স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২)। এই লোশনগুলোর ব্যাপারে স্পষ্টভাবে জানা যায় না যে, সেগুলোতে শুকরের তেল ব্যবহার করা হয়। তাই মূলনীতি অনুযায়ী এই লোশন ব্যবহারে শরীআতে কোনো বাধা নেই। তাই ওযূ করে লোশন দিলে ছালাত হবে না কিংবা শরীর নাপাক থাকবে এগুলো সঠিক কথা নয়। তবে যদি স্পষ্টভাবে জানা থাকে যে, তাতে শুকরের তেল ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে সেটি ব্যবহার করা হারাম হবে।

প্রশ্ন (৪৪) : শিক্ষক, পিতা-মাতা বা কোনো সম্মানিত ব্যক্তির কদমবুচি করা যাবে কি?

-জহিরুল ইসলাম
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : শিক্ষক পিতা-মাতাসহ যেকোনো সম্মানিত ব্যক্তির কদমবুচি করা যাবে না। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। কোনো ছাহাবী কিংবা তার আদরের কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাঁর এগার জন স্ত্রীর কেউ তাঁর কদমবুচি করেছেন এর কোনো প্রমাণ নেই। রাসূল ﷺ তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান করাকে অপছন্দ করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও প্রিয় কোনো ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখেও তারা দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি দাঁড়ানো পছন্দ করেন না' (মিশকাত, হা/৪৬৯৮; তিরমিযী, হা/২৭৫৪; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৫৮)।

আক্বীক্বা

প্রশ্ন (৪৫) : আক্বীক্বার দিনে শিশু কন্যার মাথা মুণ্ডন করার হুকুম কী? নিচের দু'আটি কি সঠিক? 'আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া-লাকা আক্বীক্বাতু ফুলানিন'।

-আহিজুদ্দীন
আসাম, ভারত।

উত্তর : (ক) : আক্বীক্বার দিন নবজাতক শিশুর মাথা মুণ্ডন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে কন্যা ও পুত্র সন্তানের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আমের আদ-দাব্বী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'শিশুর জন্মের সাথে আক্বীক্বা (অঙ্গাঙ্গিভাবে) জড়িত। সুতরাং তার পক্ষ হতে তোমরা রক্ত প্রবাহিত (যবেহ) করো। আর তার শরীর হতে ময়লা দূর করে দাও' (অর্থাৎ মাথার চুল মুণ্ডন করে দাও) (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৭; তিরমিযী, হা/১৫১৫; আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৯)। (খ) বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা যথেষ্ট। তবে প্রশ্নোল্লিখিত দু'আটি আক্বীক্বার সময় পাঠ করা যায়। ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর পশু যবেহর সময় যেভাবে নাম উল্লেখ করা হয় তদ্রূপ আক্বীক্বার ক্ষেত্রেও যেন উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এইভাবে যেন বলা হয় بِسْمِ اللهِ ، عَقِيقَةُ فُلاَنٍ 'বিসমিল্লাহি আক্বীক্বাতু ফলানিন' (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৪৭৫৩)। অপর বর্ণনায় দু'আটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে- اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَقِيقَةُ فُلاَنٍ ، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ 'আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া-লাকা আক্বীক্বাতু ফুলানিন' বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার' (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৪৭৫৪; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ৯/৫৯৪, নায়লুল আওতার, ৫/১৫১)। উল্লেখ্য যে, ফুলানিন শব্দের স্থানে শিশুর নাম উল্লেখ করবে।

চুরির বিধান

প্রশ্ন (৪৬) : কোনো কোনো সরকারি চাকরিজীবী সরকারি মাল (তেল, ওষুধ, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি) লুকিয়ে বিক্রি করে। সরকারি মাল চুরি করে বিক্রি করা কি বৈধ? সেই মাল কিনে নেওয়া কি বৈধ?

-আব্দুর রহমান
নওগাঁ সদর।

উত্তর : অবশ্যই তাদের এমন আমানতে খেয়ানত করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

‘হে বিশ্বাসীগণ! জেনে শুনে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রব্য) সম্পর্কেও খেয়ানত করো না’ (আল-আনফাল, ৮/২৭)।

দ্বিতীয়ত, এ কাজ অসদুপায়ে অপরের মাল ভক্ষণের শামিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)’ (আন-নিসা, ৪/২৯)। আর চুরির এমন মাল জেনে শুনে ক্রয় করা বৈধ নয়, বিনামূল্যে নেওয়াও বৈধ নয়। যেহেতু তা চুরির মাল।

অন্যান্য

প্রশ্ন (৪৭) : মূসা আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! জান্নাতে আমার সাথে কে থাকবে? জবাবে আল্লাহ বললেন, একজন কসাই! কসাইয়ের নাম শুনে তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন। অনেক খোঁজ করার পর বাজারে গিয়ে দেখলেন, কসাই গোশত বিক্রিতে ব্যস্ত! সবশেষে কসাই এক টুকরো গোশত একটি কাপড়ে মুড়িয়ে নিলেন। অতঃপর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্পর্কে আরো জানার জন্য পিছুপিছু তাঁর বাড়ি গেলেন। কসাই বাড়ি পৌঁছে গোশত রান্না করলেন। অতঃপর রুটি বানিয়ে তা গোশতের ঝোলে মেখে নরম করলেন। তারপর ঘরের ভিতরের কামরায় প্রবেশ করে শয়নরত এক বৃদ্ধাকে উঠিয়ে বসালেন। তারপর তার মুখে টুকরো টুকরো রুটি পুরে দিতে লাগলেন। খাওয়ার পর বৃদ্ধা কি যেন কানেকানে বললেন। অমনি কসাই মুচকি হাসলেন। দূর থেকে মূসা আলাইহিস সালাম সবই দেখছিলেন। কিন্তু, কিছুই বুঝলেন না। মূসা আলাইহিস সালাম বৃদ্ধার পরিচয় এবং মুচকি হাসার বিষয়টি কসাইকে জিজ্ঞেস করলেন। কসাই বললেন, উনি আমার মা, আমি বাজার থেকে আসার পর সর্বপ্রথম আমার মাকে রান্না করে খাওয়াই। আর মা খাওয়ার পর খুশি হয়ে আমার কানের কাছে এসে আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে দু‘আ করেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাত দান করুক এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে রাখুক’ আমি এই দু‘আ শুনে এই ভেবে মুচকি হাসি যে, কোথায় মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী, আর কোথায় আমি একজন কসাই!! তখন মূসা আলাইহিস সালাম ভাবলেন একারণেই তুমি আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। উক্ত ঘটনা কি সত্য?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত ঘটনা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

প্রশ্ন (৪৮) : এমন কোনো দু‘আ, সূরা বা আয়াত আছে কি যা পাঠ করলে পুলসিরাত পার হওয়া যাবে হাশরের মাঠে, মিযানের পাল্লা ভারী হবে ও হিসাব-নিকাশে মুক্তি পাওয়া যাবে?

-আমিনুল ইসলাম
কমলগঞ্জ, আদমপুর বাজার, মৌলভীবাজার।

উত্তর : পুলসিরাত পারাপার সহজ হওয়ার জন্য আমল করার মতো কোনো দু‘আ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে, মুমিন-মুত্তাক্বীরাই পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সে দিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীর সামনে পিছনে তাদের নূর চলতেছে’ (আল-হাদীদ, ৫৭/১২)। আর সৎ আমলের তারতম্য অনুসারে সে দিন কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ বা পাখি উড়ার গতিতে পুলসিরাত পার হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক এই দুইটি বিষয় বান্দার কাছে পাঠানো হবে। তারা পুলসিরাতের দুই পাশ ডান ও বামে এসে দাড়াবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৮৭৫১; মিশকাত, হা/৫৫৭৬)। তাই দ্রুত পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য মুমিন বান্দার উচিত হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে তাক্বওয়া অবলম্বন করা, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, সুন্নাতের পাবন্দী হওয়া, আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। **ক্বিয়ামতের মাঠে মুক্তি পাওয়ার দু‘আ :** বনু কেনানা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। অতঃপর আমি তাকে পড়তে শুনেছি,

اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ الْبَأْسِ

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্বিয়ামতের দিন ও কঠিন বিপদের দিন অপমানিত করবেন না’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮০৮৫; মু‘জামুল কাবীর, হা/২৫২৪)। **হিসাব-নিকাশ সহজের দু‘আ :**

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا

‘হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪২৬১; মিশকাত, হা/৫৫৬২)। **মিযানের পাল্লা ভারী হওয়ার দু‘আ** : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দুইটি বাক্য আছে এমন যা উচ্চারণে সহজ, মিযানের পাল্লায় ভারি হবে, দয়াময় আল্লাহর কাছে অতীব প্রিয় সেই দুইটি বাক্য হচ্ছে,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

‘আমি মহান আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৪; তিরমিযী, হা/৩৪৬৭)।

প্রশ্ন (৪৯) : দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদের পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে যাবে মর্মে বক্তব্য কি সঠিক?

-আতাউর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের বিত্তবানদের তুলনায় পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে’ (ইবনু মাজাহ, হা/৪১২৩)।

প্রশ্ন (৫০) : সূরা ইউসুফ এর ১০৮ নং আয়াতের কোনো ফযীলত আছে কি?

-আব্দুল্লাহ ইবনুল মুছত্বফা

দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘বলুন! এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’ (ইউসুফ, ১২/১০৮)। এখানে নবী রাসূলের দাওয়াতের একটি বিশেষ পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই আয়াতের বিশেষ কোনো ফযীলত কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়নি।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :
আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :
আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা

৭ থেকে ১২ বছর বয়সী ছোটদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট

মূল্য: ১০০০ টাকা

সাইজ: ৭.৭৫*৮.৭৫"

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা' সিরিজ। গল্পে গল্পে সোনামণিরা এবার জেনে যাবে সুপথপ্রাপ্ত চার খলীফার বর্ণাঢ্য জীবনী, যারা ছিলেন এই উম্মাহর সেরাদের সেরা।

'আমার প্রথম পাঠাগার' সিরিজ

২ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট

মূল্য: ৯০০ টাকা

সাইজ: ৩.৫*৪"

এই সিরিজটি থেকে বাচ্চারা যেমন অ আ ক খ শিখবে, তেমনি শিখে যাবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়।

আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে জয়েন করুন আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ কিতাবিয়ান-এ!

লিংক- https://www.facebook.com/groups/kitabiyan

sondiponbd
www.sondipon.com
sondiponprokashon@gmail.com
01779 19 64 19 ,01406 300 100
34, Madrasa Market (1st Floor), Banglabazar

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

BONOJO

Organic BONOJO ™

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু

দেবহাটা, সাতক্ষীরা
অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু

মাকতাবাতুস সালাফ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বইসমূহ

ইসলামে জামাআত বলতে কোন দলকে বুঝায়
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

প্রশ্নোত্তরে সহজ আক্বীদা শিক্ষা
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

আল-আহাদীছুল মুনতাখাবাহ
(নির্বাচিত হাদীছগুচ্ছ)
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সলাতে মাসবূকের বিধি-বিধান
আব্দুল বারী বিন সোয়ায়মান
সম্পাদনায় :
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব
আকতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী । মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭